গুপ্ত-লিপি।

উপন্যাস।

গ্রন্থ-সূচনা।

এক আসে, এক যায়; পৃথিবীর গতিই এইরূপ। হরিদাস "গুপ্ত কথা" বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। রামদাস "গুপ্ত লিপি" লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তবে হরিদাসের চরিত্র, হরিদাসের বাক্যবিন্যাস, হরিদাসের ন্যায়পরায়ণতা; আর রামদাসের চরিত্র, রামদাসের বাক্যবিন্যাস ও রামদাসের ন্যায়পরায়ণতার সহিত তুল্য হবে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ উভয়ের প্রায় সম ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। হয়ত হরিদাস রামদাস অপেক্ষা কোন বিষয় উৎকৃষ্ট কিম্বা হরিদাস রামদাস অপেক্ষা কোন বিষয় নিকৃষ্ট। রাম যে বিষয় উৎকৃষ্ট, হরি সে বিষয় নিকৃষ্ট, হরি যে বিষয় উৎকৃষ্ট রাম সে বিষয় নিকৃষ্ট। মনুষ্যের ভাবই এইরূপ। তবে হরি যে পাঠশালায় পড়িয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে—হরি যেরূপ উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লোকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে, রাম যদি সেই পাঠশালায় পড়িয়া সেইরূপ উৎসাহ, সেইরূপ যত্ন ও সেইরূপ পরিশ্রম করে তবে কি রাম হরির মত হইতে পারে না? রামের হরি অপেক্ষা শতগুণ স্থূল বুদ্ধি হইলেও কিছু না কিছু হরির মত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমরা বিলক্ষণ জানি হরি যে

গুরুমহাশয়ের সাহায্য লইয়া যশ কিনিয়াছেন, রামও সেই গুরুমহাশয়কে অবলম্বন করিয়া জনসমাজে নামিয়াছেন। যাহাহউক এক্ষণে বিজ্ঞবর রামহরি মহাশয় যদি প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া পয়সা ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে রাম (*Versus*) হরি এই মকদ্দমার আরজীর নকল লইয়া তাঁহার বিচারের জন্য নিয়মিত রূপে এক এক ফরমা অর্পণ করি— নচেৎ পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্দিগ্ধ লিপি।

"এ ঘোর সংসার, অকুল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।"

বঙ্গসুন্দরী!

আমি এক জন সামান্য কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে আমার পিতা দেশত্যাগী হইয়া যান। কেন যান, তাহা আমি জানি না। আজ আমার বয়ঃক্রম ষষ্ঠদশ হইল। এই দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই।

পিতার দেশত্যাগী হইবার কারণ লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহা বলিতে পারিতাম না, কারণ আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। শুদ্ধ এইমাত্র জানিতাম যে মার একখানি গুপ্তলিপি পাঠ করিয়া তিনি দেশত্যাগী হইয়া যান। কিন্তু সেই গুপ্তলিপি খানি কি, ও কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। যে দিন পিতা গৃহত্যাগী হইলেন সেই দিনের সাংসারিক ঘটনাটি আমার মনে পড়ে, বলিলে যদি পাঠক মহাশয় আমাদিগের গুপ্তলিপির কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তবে বলিবার আপত্য কি, তাহা এই—

আমরা সামান্য গৃহস্থ ছিলাম। আমাদের দেশস্থ জমিদারের কাছারীতে ধর্ম্ম-প্রদায়িনী নামক এক সভা ছিল, পিতা সেই সভার

ধর্ম্ম-প্রদায়িনী পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্ম্ম করিয়া যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে কষ্টে শ্রেষ্ঠে আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পিতার অল্পআয়প্রযুক্ত হউক আর যে কারণেই হউক তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেন নাই, সুতরাং পিতা-ঠাকুরের আদেশানুসারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং আমি ও আমার কনিষ্ঠাভগ্নী তাঁহার সহিত পাঠ করিতাম।

মা বিদ্যাবতী, সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের পর প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনি পিতাঠাকুরের নিকট শাস্ত্রালোচনা করেন। মার সচ্চরিত্র, ধর্ম্মশীলতা ও দিব্য জ্ঞানের অনু-করণ করিবার জন্যই হয়ত পিতা আমাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের অন্যতর উপায় দেখেন নাই। যাহাহউক পিতার আদেশানুসারে মা আপন গৃহকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া প্রত্যহ দুই প্রহরের সময় আমা-দিগকে লইয়া পাঠে বসিতেন।

আমরা যে কক্ষে বসিয়া মার নিকট পাঠ করিতাম সেই কক্ষটীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাতায়ন ছিল; বাতায়ন পার্শ্বে অল্প প্রসস্থ প্রাঙ্গণ স্বরূপ একটু শূন্য ভূমি; তাহাতে দুই চারিটি কদলী বৃক্ষ, বিলাতী কুষ্মণ্ড ও অপরাপর সামান্য উপজিবীকা-সাহায্যকরলতা ও বৃক্ষ সন্নিবেশিত ছিল। এক দিন আমি, দাদা ও আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সেই কক্ষে বসিয়া মার নিকট পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে এক জন ভদ্র লোক আমা-দিগের বাতায়ন দিয়া মুখ বাড়াইল; আমি দেখিলাম কিন্তু দেখিয়াও দেখিলাম না, কারণ সেই সময় আমি শকুন্তলা পড়িতেছিলাম। তপো-বন মধ্যে কণ্বতনয়া শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবার সময় নবকুশাঙ্কুরে তাঁহার চরণ বিদ্ধ হইল। শকুন্তলা "উ—হু—হু—হু, নবকুশাঙ্কুরে চরণ ক্ষত হলো" এই বলিয়া চরণ হইতে কুশাঙ্কুর উন্মোচন করতঃ নিম্নমুখী হইয়া মহারাজ দুষ্মন্তের প্রতি দৃষ্টিদান করিতেছেন। আমি তাহাই দেখিতে ছিলাম—তাহাই দেখিতে

লাগিলাম। একবার দেখিয়া শকুন্তলার আশা পুরিল না, তিনি আবার দেখিবার ভান করিয়া কহিলেন "আ মর! আবার এই শাখাটাতে অঞ্চলটা বেঁধে গেল; সখি তোমরা একটু দাঁড়াও আমাকে ফেলে যেও না।" প্রিয়ম্বদা পরিহাস করিয়া বলিলেন "এখন কত হবে—এস—শীঘ্র করে এস।"

যাহাহউক বাতায়নে পুরুষমূর্ত্তি আর কেহ দেখিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না; কিন্তু মা দেখিয়াছিলেন জানিতে পারিলাম, কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে পড়িতে বলিয়া বহির্ভাগে উঠিয়া গেলেন।

মা উঠিয়া গেলে দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলে, তুমি কি পড়িতেছ; মা কোথায় গেলেন বলিতে পার? আমি আর এক দিন মার ঐরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম; সেদিনও ঐ ব্যক্তি জানালায় মুখ বাড়াইয়া মাকে ডাকিয়াছিল। ইহার মর্ম্ম কি—কিছু বুঝিতে পার"? আমি বলিলাম, 'না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, এবং বুঝিবার ইচ্ছাও করি না; কারণ মা যাহা করেন ও করিতেছেন তাহার তত্ত্ব লইবার আমাদিগের কোন আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ আমি বিলক্ষণ জানি যে মার ন্যায় সচ্চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী জগতে অতি বিরল; অতএব তাহার মনে যে কোন রূপ কুমন্ত্রণা আছে এটী কখনই সম্ভবপর নহে।"

দাদা আমার কথায় মনোযোগ করিলেন না। আপন ইচ্ছায় গুপ্ত ভাবে মার অনুগামী হইলেন। আমি দাদাকে বারণ করিব মনে করিলাম কিন্তু করিলাম না, কারণ আমার স্মরণ হইল, দাদা কাহার বাধ্য নহেন, এমন কি এক এক সময় তিনি পিতা মাতারও অবাধ্য হইতেন। মা দাদার অবাধ্যতা ও অন্যান্য কুচরিত্রের জন্য তাঁহাকে অনেক বুঝাইতেছেন, অনেক উপদেশ দিতেন; কিন্তু দাদা কাহারও নহেন, যখন যেটী ধরিতেন তখন সেটী করিতেন। যাহা-হউক দাদা উঠিয়া গেলে আমি ও আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুকুমারী কক্ষে রহিলাম। আমি পড়িতে ছিলাম, কুমারী জুতা বুনিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা কক্ষে প্রবেশ করিলে মা তাঁহার পশ্চাৎ পাশ্চাৎ

আসিয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি যখন বাহিরে যান তখন দেখিয়াছিলেন যে দাদা আমার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার অনুগামী হয়েন, কিন্তু তৎকালীন তাহার কিছুই উল্লেখ করিলেন না। একে একে আমাদিগের পাঠের পরীক্ষা লইয়া আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুকুমারীকে অবসর দিলেন। আমি, দাদা ও মা কক্ষে রহিলাম।

মা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সুশীলে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বলিবে?"

আমি বলিলাম "বলিব।"

মা। "যখন আমি বাহিরে যাই তখন তোমার দাদা তোমার কানে কানে কি বলিতেছিল।

মার কথার শেষ হইতে না হইতেই, দাদা বলিয়া উঠিলেন "আমি—আমি —উহাকে কিছুই বলি নাই।

মা। "আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; সুশীলে সত্য করিয়া বল।"

আমি মার নিকট উঠিয়া গিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলাম "দাদা বলিতেছিলেন" এই পর্য্যন্ত বলিলাম এমন সময়ে দাদা আমার মুখের প্রতি চাহিয়া মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "বলিও না।"

আমি শুনিলাম না, মার কানে কানে বলিলাম "দাদা বলিতেছিলেন যে তুমি এক জন অপর পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলে। আমি আর এক দিন উহাকে ঐ বাতায়নে মুখ বাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, সে দিনও মা গোপনে উহার সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন। মা তুমি দাদার উপর রাগ করিও না।"

মা আমার বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার মুখ পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরক্ষণে আবার তাহার সে মুখের পরিবর্ত্ত হইল। হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হইলে মুখ যেরূপ শুষ্ক ও মলিন হইয়া যায় তাঁহার মুখশ্রী সেই রূপ হইল, তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন—শরতের মেঘের ন্যায় তাঁহার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল —তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

মার কান্না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল আমি বলিলাম "মা তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

মা গদ গদ বচনে বলিলেন "বাছা সে দিবস ঐ ব্যক্তি আমার কোন আত্মীয় জনের কুসমাচার লইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার শারিরীক কুশল কি না জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই অদ্য উহার সহিত কথা কহিতে গিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমরা আমার সুপুত্র; তোমাদের পিতাকে এ বিষয় যেন বলিও না, শুনিলে হয় ত তিনি আমার উপর রাগ করিবেন।

মার এরূপ আশঙ্কা ও মিনতি দেখিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম—বাবা আসিলে আমরা তাঁহাকে কিছুই বলিব না।

সে দিন মধ্যাহ্ন গেল, অপরাহ্ন হইল, বাবা চাকরি করিয়া গৃহে আসিলেন; আমরা কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিলাম না। পর দিন বাবা আহারাদি করিয়া বাহিরে গেলে, আমরা সেই রূপ মধ্যাহ্ন সময়ে মার নিকট পড়িতে বসিলাম। আজ দাদা বাড়ী নাই, তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা আমি জানি না, সেই জন্য দাদা আজ আমাদের সপাঠী নহেন।

আমার শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল, দ্বিতীয়াঙ্ক পড়িতেছি। বিদূষক শিবিরের সন্নিকটপথে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া বক্রভাবে দণ্ডায়মান আছেন ও মনে মনে করিতেছেন "আজত আমি কখনই মৃগয়ায় যাব না, দেখি কি করে মহারাজ আজ আমাকে সঙ্গে লন।" আমি এই স্থানটি পড়িতেছিলাম ও বিদূষকের বঙ্কিম ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলাম; এমন সময়ে আমাদিগের বাতায়ন-পার্শ্বে একটি কণ্ঠরব শুনা গেল। এ সেই বাতায়ন, যে বাতায়ন দিয়া পূর্ব্ব দিনে সেই ভদ্রলোকটি মুখ বাড়াইয়া ছিল। আমি কণ্ঠরব শুনিলাম, সুস্পষ্ট ও উচ্চ, কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং বোধ করি পাঠকমহাশয় যদি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হন তত্রাচ তাহা বুঝিতে পারিবেন না। কণ্ঠস্বর যথা—হ্যা ব—ব, উ উ উ ব্যা—ব—ব, আ—উ—ই ইত্যাদি। পরক্ষণেই দাদার কণ্ঠরব শুনা গেল। দাদা বলিতেছেন "শালা ছাবা দিবিনে—তোর বাবা দেবে, আমি সব বুঝতে পারি—দে শালা চিঠিখানা দে—আমি

মাকে দিয়ে আসি, যদি না দিস্ তোর গলায় গামছা দিয়ে কেড়ে নোবো।

"উঃ উঃ উঃ—হা—ব—ব, ফূৎ ফূৎ ফূৎ।" হাবা উত্তর করিল।

দাদার রাগান্বিত কলহধ্বনি শুনিয়া মা বাহিরে আসিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বাহিরে গেলাম। দেখিলাম পত্রহস্তে একটি হাবা পুরুষ দাদার সহিত কলহ করিতেছে। হাবা অভিনয় দ্বারা দাদাকে বুঝাইতেছে যে, পত্রপ্রেরক চিঠিখানি মা ব্যতিরেকে আর কাহাকেও দিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে সেই জন্য কাহাকেও দিবে না। দাদা তাহা না শুনিয়া হাবার সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতেছেন।

মা আসিলে হাবা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া রাগান্বিত ও রক্তিমলোচনে মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—নগেন, এই চিঠি কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল, আমি উহাকে দিই নাই বলিয়া আমাকে মারিয়াছে। হাবা বলিল কিন্তু মা তাহা বুঝিলেন কি না তাহা আমি জানি না। তিনি হাবার হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া তাহাকে অঞ্চল হইতে একটী অর্দ্ধ মুদ্রা খুলিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু হাবা লইল না, সে মার হস্তে পত্রখানি দিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

যখন মা হাবার হস্ত হইতে পত্রখানি গ্রহণ করেন তখন আমি তাহার বাহ্যিক অবয়ব দেখিয়া লইয়াছিলাম। পত্রপ্রেরক মোড়ক করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে গালা দিয়া মোহর করিয়া দিয়াছেন, সেই কারণ আমি বুঝিলাম পত্রখানি মার কোন গোপনীয় পত্র। যাহাহউক আমি চিঠিখানির বাহ্য অবয়ব দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানি কার এবং কোথা হইতে আসিল।" মা বলিলেন "এ খানি আমার কোন আত্মীয় লোক আমাকে পাঠাইয়াছেন"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমরা কি দেখিতে পাই না।" মা বলিলেন, "না; এখানি আমার গুপ্তলিপি কাহারও দেখিবার অধিকার নাই।"

মার কথার শেষ হইতে না হইতেই দাদা বলিয়া উঠিলেল "কেন বাবার"?

মা। তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সত্য কিন্তু এ চিঠিখানি যে ব্যক্তি

পাঠাইয়াছেন তাঁহার সহিত তোমাদিগের পিতার বিবাদ আছে, দেখিলে হয়ত তিনি আমার উপর রাগান্বিত হইবেন, সেই কারণ আমি এখানি তাঁহাকে দেখাইব নাএবং ভরসা করি তোমরাও এ বিষয়ের কোন কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিবে না।

দাদা মার কথায় কোন উত্তর না করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মা তাহা বুঝিতে পারিয়া সাবধান পূর্ব্বক আপন মুঠার ভিতর রাখিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। দাদা কিছু উপায় না পাইয়া সজোরে মাকে ঠেলিয়া দিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইতে গেলেন।

মা একে ক্ষীণাঙ্গী। তিনি দাদার আঘাত পাইয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় সজোরে ভূমে পড়িয়া গেলেন। ইষ্টক-খণ্ড লাগিয়া তাঁহার শিরোদেশ ছিন্ন হইয়া গেল—রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। আমি ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ!! দাদা কি করিলেন! দাদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি বলিলাম "দাদা আর ভাবিলে কি হইবে, তুমি শীঘ্র গিয়া এক জন ডাক্তর ডাকিয়া আন ও বাবাকে সংবাদ দাও।" দাদা আমার কথা শুনিয়া দৌড়িয়া গেলেন। আমি ও সুকুমারী মাকে ধরাধরি করিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে কক্ষে লইয়া গেলাম।

মার শিরোদেশ হইতে এখনও রক্তস্রোত বহমান হইতেছে। আমি আপন অঞ্চল দ্বারা তাঁহার ক্ষতদেশ আবদ্ধ করিয়া জলসেচন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই উপশম হইল না। সুকুমারী ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়া হইয়া মার পদতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মা চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "আমি কোথায়?" আমি বলিলাম "তুমি আপন কক্ষে আছ,—ভয় নাই,—চক্ষুঃ মুদ্রিত কর; রক্তস্রোত দেখিলে পুনরায় মূর্চ্ছা যাইবে।" মা চক্ষুঃ মুদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্ভাগে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। আমি ভাবিলাম

বোধ হয় ডাক্তার আসিতেছেন, কিন্তু তিনি নহেন; কক্ষদ্বারে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম "বাবা।" তিনি দ্রুত আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত—মুখ শুষ্ক ও বিষণ্ণ—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। মার রক্তস্রোত দেখিয়া তিনি বিস্মিত ভাবে "কি সর্ব্বনাশ—কি করিয়া পড়িয়া গেলেন!" এই বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলেন। আমি বলিলাম "দাদা ঠেলিয়া দিয়াছেন।"

শ্রবণমাত্রেই বাবার মুখশ্রী রক্তবর্ণ হইল—চক্ষুদ্বয়ে ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "কেন"?

আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না; কারণ তাহা হইলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইতে হয় এবং মা যে তাঁহার গুপ্তলিপির বিষয় বাবাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলে মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; এই দুইটী কারণের জন্য আমি নিরুত্তর রহিলাম।

বাবা আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এক্ষণে কেমন আছ?" মা নিরুত্তর—শুদ্ধ একবার চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া বাবাকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণেই আবার চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

পুনরায় বহির্ভাগে পদশব্দ শুনা গেল। আমি কক্ষদ্বারে নেত্রপাত করিয়া রহিলাম—দেখিলাম ডাক্তর ও দাদা। দাদা ডাক্তারকে মার আঘাতের বিষয় আদ্যোপান্ত বলাতে, ডাক্তার অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ঔষধ দিয়া নূতন ছিন্নবস্ত্রে ক্ষতদেশ বন্ধন করিয়া দিলেন।

বাবা জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপ দেখিতেছেন?"

ডাক্তার। (অস্পষ্টস্বরে) যদি এই বন্ধনদ্বারা অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর রক্তস্রোত বদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে মঙ্গল; নচেৎ রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

বাবা যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথোপকথন করেন, তখন আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিলাম, সেই কারণ তাঁহাদিগের কথোপকথনের কিয়দংশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম "মার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন," তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। মনে মনে ভাবিলাম—

"এ ঘোর সংসার, অকূল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।"

আমি অন্যমনে এইরূপ ভাবিতেছি, এই অবসরে ডাক্তার অকস্মাৎ আমার মুখপানে চাহিয়া নয়নভঙ্গি করিল এবং উপস্থিত কথোপকথনের প্রসঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।' আমি ডাক্তরের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম—ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু কি করি—অবলা স্ত্রীলোকের নতমুখ ব্যতীত আর কি উপায় আছে? আমি নম্রমুখী হইয়া মনের ক্রোধ মনেই মিটাইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তর চলিয়া গেল। বাবা তাহাকে দর্শনী দিলেন না কারণ বাবা যে ধর্ম্মপ্রদায়িনী সভায় কর্ম্ম করিতেন, ইনিও সেই সভা সংক্রান্ত ডাক্তর। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র লোকের নিকট অর্থ লওয়া তাহার নিষেধ ছিল।

ডাক্তর চলিয়া গেলে বাবা দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি তোমার মাকে ঠেলিয়া দিয়াছিলে কেন?" দাদা বলিতে লাগিলেন—বাতায়নে পুরুষ মূর্ত্তির অভিনয় পর্য্যন্ত সমস্তই বলিলেন। "হাবা আসিল, গুপ্ত-লিপি তাহার হস্তে—সে দিল না—আমি কাড়িয়া লইতে গেলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিলেন—আর বলিলেন না। মা চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, গুপ্তলিপির কথা শুনিয়া চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন ও করযোড় করিয়া বাবার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বাবা মার বিনয় দেখিয়া বলিলেন "তুমি নিদ্রা যাও আমি তোমাকে কিছুই বলিতেছি না।" এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন।

বাবা দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে চিঠিখানি কোথায়?"

দাদা। মার অঞ্চলে বাঁধা আছে।

বাবা লইতে গেলেন। আমি বাবাকে বলিলাম "বাবা তোমার দুইটী পায়ে পড়ি, তুমি ও চিঠিখানি দেখিও না; মা কাহাকেও দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

বাবা বলিলেন "তোমাদিগকে বা অপর কাহাকে নিষেধ করিতে

পারেন, কিন্তু আমাকে পারেন না; কারণ তোমাদিগের বা অপরের সহিত তোমার মার যেরূপ সম্পর্ক আমার সহিত সেরূপ নহে। তাহার কোন গুপ্তকথা বা পত্র থাকিলে আমার শুনিবার বা দেখিবার অধিকার আছে।" বাবা এই বলিয়া সেই চিঠিখানি লইয়া অপর কক্ষে পড়িতে গেলেন। আমি, দাদা, ও সুকুমারী মার নিকট বসিয়া রহিলাম।

বাবা মার অঞ্চল হইতে চিঠিখানি লইয়া অপর কক্ষে গেলে, মার শয্যা কণ্টকময় বোধ হইল—তিনি এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। আমি কক্ষ হইতে বাবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "বাবা—মা কেমন করিতেছেন, তুমি একবার এই খানে এস।" বাবা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমাকে ডাকিয়া, বলিলেন "সুশীলে, শুন তোমাকে একটা কথা বলিব।"

আমি বাবার কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। দেখিলাম তাঁহার হস্তে গুপ্তলিপিখানি রহিয়াছে। বাবার চক্ষুঃ রক্ত বর্ণ—নেত্রপলক আর্দ্র; বোধ হয় তিনি কাঁদিতেছিলেন, আমার যাইবার পূর্ব্বে চক্ষের জল গোপন করিলেন। যাহাহউক আমি যাইবামাত্র বাবা বলিলেন "দেখ সুশীলে তোমাকে একটি কথা বলিয়া যাই—তোমার দরিদ্র পিতা বলিয়া আমাকে অবহেলা করিও না। আমি নগেন্দ্রকে বলিলাম না, কারণ তাহার বহু বিবাহের অধিকার আছে—তোমার তাহা নাই; সেই জন্য তোমাকে বলিতেছি যে আমার অমতে বা অবর্ত্তমানে তুমি কাহারও পাণিগ্রহণ করিও না; যদি আমাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে অন্তরে থাকিতে হয়, তাহা হইলে যত দিন না আমি প্রত্যাগমন করি, ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিও। আমার এরূপ বলিবার অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, শুদ্ধ এই গুপ্তলিপিখানি। যখন আমি তোমাকে বিবাহের অনুমতি দিব তখন এই চিঠিখানির মর্ম্ম অবগত করাইব—তাহা হইলে তুমি সবিশেষ জানিতে পারিবে।"

আমি তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয় অবিবাহিতা কন্যা; অতএব তাঁহার সম্মুখে আপন বিবাহের কথা কহা আমার সম্পূর্ণ অনধিকার। সেই কারণ

নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা আমাকে আর কিছু না বলিয়া আনলা হইতে উত্তরীয় লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন।

আমি বলিলাম " বাবা কোথায় যাও ?"

বাবা। কোথাও নহে—পুনরায় ডাক্তার ডাকিতে যাই।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম "বাবা এখনই এস—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।" বাবা উত্তর করিলেন না; আপন মনে চলিয়া গেলেন।

আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাবার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইল—প্রাণ কাঁদিতে লাগিল; ভাবিলাম বাবা বুঝি আমাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ভাবিলাম, না—এরূপ হইবে না, বাবা বিজ্ঞ—বিবেচক। বিবেচক হইয়া অবিবেচকের ন্যায় কর্ম্ম করিবেন না। এই রূপ ভাবিয়া মার কক্ষে গেলাম। মা পূর্ব্ববৎ অস্থির হইতেছেন। আমি যাইবামাত্র মা কাতর স্বরে বলিলেন " একটু জল।" আমি জলপাত্র হইতে একটু জল দিয়া তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া রহিলাম। কত কি ভাবিলাম—চিন্তা-সাগরের কুল পাইলাম না—একবার ভাবিলাম বাবা কি সত্য সত্যই আমাদিগের ফেলিয়া গেলেন? আবার ভাবিলাম—বাবা এরূপ অকস্মাৎ আমার বিবাহের কথা ফেলিলেন কেন? গুপ্ত লিপিতে কি আমার বিবাহের কোন উল্লেখ আছে? না,—তাহাই বা কেমন করিয়া বলি—তাহা হইলে মা বাবাকে দেখাইতে চাহিবেন না কেন? তবে কি—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

কালের ঘটনা কে বলিতে পারে? উদ্বিগ্ন-পীড়িত মাতার শিরোদেশে বসিয়া পাগলের ন্যায় ভাবিতেছি, দাদা অপর কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রতিবাসিমণ্ডল হইতে একটি ভয়ানক শব্দ উঠিল। আমি শূন্যমনে বসিয়াছিলাম—শব্দ শুনিয়া কর্ণপাত করিলাম—শুনিলাম কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে—তখন মনে হইল সন্ধ্যা হইয়াছে সেই জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দেবারতির বাদ্য শুনা যাইতেছে।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল; আমি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিতে গেলাম,

এমন সময় মা শয্যা হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও বাবা, কেরে—কেরে আমি যাবনা—যাবনা—সুশীলে দেখ্ দেখ্, ঐ দেখ, দেখ্লি—দেখ্লি?"

মার এরূপ কথা শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল আমি দৌড়িয়া মার নিকট গিয়া বলিলাম "কৈ মা, কাকে বল্‌ছ মা? ভয় কি—কেউ ত নাই।" মা আর কথা কহিলেন না।

আমি মার এইরূপ দেখিয়া দাদাকে বলিলাম "দাদা মার পীড়া বড় সহজ বুঝিতেছি না; তুমি একবার বাবার কাছে যাও, তিনি ডাক্তার ডকিতে গিয়াছেন, এখনও আসিলেন না কেন? দাদা আমার বাক্য শুনিয়া বাবাকে ডাকিতে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার ও দাদা আসিলেন। আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা?"

তিনি ডাক্তারের নিকট যান্ নাই।

তবে কোথায়?

জানি না।

ডাক্তার আসিলে আমি তাহাকে মার প্রলাপের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন "ভয় নাই, শরীর দুর্ব্বল হইলে রোগী প্রলাপ বকিয়া থাকে।" এই বলিয়া তিনি হাত দেখিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন কেমন আছেন?"

ডাক্ত। অতিশয় জ্বর। যাহাহউক আজ রাত্রে আর আমায় ডাকিবার আবশ্যক করে না; কাল প্রত্যূষে আসিয়া দেখিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি দাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "দাদা আমি ভাল বুঝিতেছি না; ডাক্তর জ্বর হইয়াছে বলিয়া গেলেন, কিন্তু সামান্য জ্বর হইলে রোগী প্রলাপ বকে না—বোধ হয় এ বিকার? যাহাহউক তুমি বাবাকে অনুসন্ধান করিয়া ডাকিয়া আন।

দাদা বলিলেন "তুমি ভয় পাইতেছ কেন? ডাক্তর ভাল আছেন বলিয়া গেলেন—এত ভয় পাইবার কারণ কি। আর বাবা এখনই আসিবেন,

আমার যাইবার আবশ্যক করে না।” আমি বলিলাম “না দাদা, তুমি এখনই যাও, তোমার দুটী পায়ে পড়ি।” দাদা আর বিলম্ব না করিয়া বাবার অনুসন্ধানে গেলেন।

লোকে কালের সঙ্গে স্রোতের জলের তুলনা দেয়—কেহ বা যৌবনের সঙ্গে উপমা দেয় কিন্তু আমি কাহার সঙ্গে উপমা দিব? আমার এ যৌবন উপমা দিবার নহে—দুঃখ ভোগ করিবার জন্য; সেই জন্য কাল বর্ণনা করিতে গিয়া বাহ্যাড়ম্বরের সহিত উপমা দিতে বসিলাম না, শুদ্ধ এই মাত্র বলিলাম “দেখিতে দেখিতে আট্‌টা, নয়টা ও দশটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত অন্ধকার ছিল; এক্ষণে জ্যোৎস্নালোকে ধরণী হাঁসিতে লাগিল। তখন বাবা ও দাদার আগমনের জন্য অধৈর্য্য হইতেছিলাম, সেই জন্য কক্ষের বহির্ভাগে গিয়া দেখিলাম জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। যাহাহউক আমি ভাবিতে লাগিলাম—এক্ষণে উপায় কি? বাবা ও দাদা এ পর্য্যন্ত ফিরিলেন না; কিন্তু মার পীড়াও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি দেখিতেছি। যদি ভাল মন্দ ঘটে তাহা হইলে কি হইবে—কোথায় যাইলে লোকবল পাইব? এই ঘোর রজনীতে চতুর্দ্দশবর্ষীয় কামিনী প্রতিবাসির বাড়ীতেই বা কিরূপে যাই? আর যাইলেই বা এখন কে আছে যে আসিয়া আমার উপকার করিবে—এই রূপ সাত পাঁচ ভাবিতেছি এমন সময় মনে হইল যদি যাইতে হয় তবে যোগেন্দ্রর নিকট যাইব। যোগেন্দ্র আমাদিগের অতিশয় যত্ন করে, শুনিলে অবশ্যই আসিবে—এই বলিয়া সুকুমারীকে বলিলাম, “কুমারি তুমি মার নিকট একটু বস, আমি এখনই আসিতেছি।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্র কে ?

যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

মেঘদূত।

ঘোর রজনীতে চতুর্দ্দশ বর্ষীয় কামিনী যোগেন্দ্রের নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করিতে যাইব, তবে যোগেন্দ্র আমার কে ? পাঠক মহাশয় জানিতে উৎসুক হইবেন, সেই জন্য এই ঘোর বিপদের কথা ফেলিয়া যোগেন্দ্রের পরিচয় দিতে বসিলাম ; কারণ যোগেন্দ্র ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের অন্যতর উপায় দেখিতেছি না।

যোগেন্দ্র আমার প্রতিবাসিমণ্ডলের কোন সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ-কুমার। তাহার পিতা অসামান্য ধনের অধিপতি ; মাতাও লক্ষীরূপা গৃহধাত্রী। যোগেন্দ্র তাঁহাদিগের একমাত্র পুত্র—বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। আমরা বাল্যকালে একত্রে খেলা করিতাম, সেই জন্য যোগেন্দ্র আমার অনেক দিনের পরিচিত।

বাল্যকালে যখন যোগেন্দ্র আমার সহিত খেলা করিতে আসিত তখন মা আমাদিগকে দেখিয়া বলিতেন "ইহাদের দুই জনে কেমন ভাব! একটু বড় হইলে বিবাহ দিব।" যোগেন্দ্র তাহা শুনিয়া পলাইয়া যাইত কিন্তু আমি যাইতাম না—কারণ বিবাহ কাহাকে বলে তাহা আমি তখন জানিতাম না। এবং জানিবারও ইচ্ছা হইত না। আমার পিতার এক খুল্লতাত আমাদিগের বাড়িতে আসিলে আমাকে আদর করিয়া বলিতেন "সুশীলে, তোমার বিবাহ দিব—রাঙ্গা বর আসিবে।" আমি হাত পাতিতাম বলিতাম "দাও।" মনে করিতাম বিবাহ বুঝি মর্ত্তের কোন সুখকর বস্তু—পাইলে কৃতার্থ হইব, সেই জন্য হাত পাতিতাম ; কিন্তু এক্ষণে কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে আমার লজ্জা ও ভয় উপস্থিত হয় ; কেহ যেন

বলে “বিবাহ তোমার যৌবন-সমুদ্রের উচ্চ তরঙ্গ—সাবধানে জীবন-নৌকা ভাসাইও, নচেৎ ডুবিবে।” সেই জন্য যেখানে বিবাহের কথা হইত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতাম। যাহাহউক বিবাহের কথা আর বলিব না পাঠকবর্গ হয়ত আমাকে “বিয়ে পাগ্‌লা” বলিয়া উপহাস করিবেন।

সেই পর্য্যন্ত আমি যোগেন্দ্রকে ভাল বাসিতাম; কেন? তাহা আমি জানি না। লোকে তাহাকে কাল বলিত। যোগেন্দ্র কাল নহে, শ্যাম-বর্ণ—বিংশতি বর্ষীয় পুরুষ—মুখশ্রী উত্তম, কুঞ্চিত কেশরাশি, সুনাসিকা, বৃহচ্চক্ষুঃ দীর্ঘ ও বঙ্কিম, পরিপাটী ভ্রূযুগল, অঙ্গসৌষ্ঠব সুগঠিত। তাহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি কখন দেখি নাই। তবুও লোকে তাহাকে কুৎসিত বলিত। কিন্তু আমার চক্ষে তাহাকে সোণার যোগেন্দ্র দেখিতাম।

যে দিন যোগেন্দ্র আমাদিগের বাড়ী খেলাইতে আসিত না, সেই দিন আমি যাইয়া যোগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিতাম। আমাদিগের বাড়ীর পশ্চিমে মুখয্যেদের খিড়কীর বাগান ছিল—আমরা দুই জনে গিয়া পূর্ব্ব দিকের এক বৃক্ষতলে বসিতাম—যোগেন্দ্র বনফুল তুলিত—আমি মালা গাঁথিয়া যোগেন্দ্রকে সাজাইতাম।

এখনও আমি যোগেন্দ্রকে ভাল বাসি সত্য; কিন্তু ভালবাসা অনেক অর্থে বুঝায়। প্রেমিকের ভালবাসা যে অর্থে, যোগেন্দ্রের সহিত আমার সে অর্থের ভালবাসা ছিল না। যোগেন্দ্রও আমাকে ভাল বাসিত; কিন্তু কোন্ অর্থে তাহা আমি জানি না।

যাহাকে ভালবাসি তাহার সকলই ভাল। আমার চক্ষে যোগেন্দ্র রূপে ও গুণে সমতুল্য। তাহার স্বভাব নম্র—পরোপকারী ও দয়ার্দ্র। আমাদিগের দরিদ্র সংসার বলিয়া যোগেন্দ্র অনেক সময়ে আমাদিগকে সাহায্য করিত; সেই কারণ শুদ্ধ আমি কেন? আমাদিগের সংসারের সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতেন। কাহার পীড়া হইলে যোগেন্দ্র আগে আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিত। মা এরূপ হঠাৎ পড়িয়া গিয়া শয্যাগত হইয়াছেন, বোধ হয় যোগেন্দ্র জানিত না, জানিলে তাহাকে ডাকিতে যাইতে হইত না; যাহাহউক যোগেন্দ্র জানুক

সা না জানুক, এক্ষণে তাহাকে ডাকিতে যাইব, এই স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া যাই—ভাবিলাম, রাত্রে রাজপথ দিয়া যাওয়া আমার ন্যায় চতুর্দ্দশবর্ষীয় কামিনীর কখনও যুক্তিযুক্ত নহে; এই রূপ ভাবিয়া আমি মুখয্যেদের বাগান পথদিয়া যোগেন্দ্রের বসিবার কক্ষে যাইবার স্থির করিলাম। আবার ভাবিলাম—ঘোর রজনীতে নির্জ্জন পথ দিয়া যাওয়া কি আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত? যদি কেহ মলের শব্দে আমার অনুসন্ধান করিতে আইসে! এই রূপ অনেক ভাবিয়া পায়ের মলগুলি খুলিয়া রাখিলাম; কারণ আমি জানিতাম, পুরুষজাতি মলের শব্দে জীবন-মরীচিকার সুখতৃষ্ণা ভাঙ্গিতে যায়; সেই হেতু আমি মলগুলি খুলিয়া, নিঃশব্দে—আস্তে আস্তে মুখয্যেদের বাগান দিয়া যোগেন্দ্রের বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বাতায়ন বদ্ধ; পার্শ্ব দিয়া অল্প অল্প প্রদীপের আলো আসিতেছে। আমি মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যোগেন্দ্র বসিয়া আছে—কিন্তু তাহাকে ডাকিতে পারিলাম না, কারণ তাহার নিকট আরও দুই জন ব্যক্তি বসিয়াছিল। ইহারা আমার প্রতিবাসী কিন্তু কখন ইহাদিগের সম্মুখে আমি বাহির হই নাই, সেই কারণ যোগেন্দ্রকে ডাকিলাম না। প্রথমটী দেখিতে শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী শ্রীহীন, নাক খাঁদা, কপাল প্রশস্ত, চক্ষুঃ গোল ও বড়, ওষ্ঠদ্বয় মোটা, হাঁ দীর্ঘ, চিবুক ঈষৎ লম্বা, অঙ্গসৌষ্ঠব বলিষ্ঠ—পাড়ায় সকলে ইহাকে গোঁয়ার গোপাল বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ তাহাই বটে, তাহাকে দেখিলে বোধ হইত জগতের একমাত্র অনিষ্টকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী ও গৌরবর্ণ—ইনি গোপালের প্রিয় বন্ধু, নাম "গদাধর।" এস্থলে ইহাদিগের এত বিস্তারিত পরিচয় দিবার আবশ্যক ছিল না; শুদ্ধ ইহারা আমার জীবনপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া অনেক সময় আমাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল, সেই জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে চিনাইয়া রাখিলাম। যোগেন্দ্র তাহাদিগের সহিত কথা কহিতেছে।

"যদি বন্ধুবিহীন হইয়া থাকিতে হয় সেও উত্তম, তবু তোমাদিগের সহিত যাইব না।"

গোপাল। কেন, আমরা তোমার কি করিলাম?

যোগেন্দ্র। কিছুই নহে।

গোপাল। তবে?

যোগেন্দ্র। ইচ্ছা।

গোপাল। ভাল, না যাও—না যাবে, কিন্তু যদি তোমার দ্বারা আমাদিগের কোন উপকার হয় তাহা করিতে চেষ্টা করিবে?

গোপাল। তিলার্দ্ধ নহে; বরং যাহাতে সম্যক অনিষ্ট হয় তাহার চেষ্টা পাইব।

গোপাল। কারণ?

যোগেন্দ্র। কারণ তোমরা আমার প্রতিবাসী ও এক কালে আমার বন্ধু মধ্যে পরিগণিত ছিলে, অতএব অনিষ্ট করিয়াও যদি তোমাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে পারি তাহাও আমার কর্ত্তব্য।

গোপাল। কেন, তুমি আমাদিগের চরিত্রের কি দোষ জানিয়াছ?

যোগেন্দ্র। পূর্ব্বে জানিতাম না বটে, কিন্তু সে দিন গোপনে থাকিয়া তোমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং তোমরা বিদেশে যাইয়া কি উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিবে তাহাও সমস্ত জানিয়াছি। আমি সেই দিন হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমাদিগের সহিত আর আলাপ রাখিব না।

গোপাল আর কিছু বলিল না, কোপান্বিত হইল—ঘোর রক্তিমলোচনে যোগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

গদাধর বলিল। "বুঝিয়াছি, লোকে ঐশ্বর্য্য পাইলে অন্ধ হয়—তোমার তাহাই ঘটিয়াছে।

যোগেন্দ্র। কেন, তোমারা কি আমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছ?

গদাধর। তাহা নহে, তোমার ঐশ্বর্য্য "সুশীলা" তুমি সুশীলাকে পাইয়া আমাদিগকে ভুলিয়াছ।

যোগেন্দ্র। সুশীলাকে পাইলাম কিসে?

গদাধর। নিত্য নিত্য তাহার বাড়ী যাতায়াত কোরে।

যোগেন্দ্র। সেটি তোমাদিগের ভ্রম। আমি সুশীলার বাড়ী নিত্য

যাই না—আর যদিও যাই, তাহা অপর কোন অভিপ্রায়ে নহে। শুদ্ধ সুশীলা আমাকে ভাল বাসে—বাড়ী যাইলে তাহারা সপরিবারে আমাকে যত্ন করে। আর কেনই বা না যাইব? সুশীলা আমার বাল্যবন্ধু, সেই বন্ধুতার অনুরোধে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই।

গদাধর। ওরূপ বন্ধুতার মানে কি আমরা বুঝিতে পারি না? পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই চিরকাল বন্ধুতা থাকিবার সম্ভাবনা কিন্তু স্ত্রীলোক বয়স্কা হইলে তাহার সহিত পুরুষের বন্ধুত্ব কিসের, তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ—আমরা বুঝিতে পারি না?

যোগেন্দ্র নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। গদাধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। ভাল "যোগেন্দ্র, তুমি বলিতেছ যে "সুশীলার সঙ্গে আমি অপর কোন উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিতে যাই না।" যদি তোমার পিতা সুশীলার সহিত তোমার বিবাহ না দিয়া অন্যের সহিত বিবাহ দেন, তাহা হইলে তুমি কি কর?

যোগেন্দ্র তখনও নিরুত্তরে রহিল। আমি বাতায়নের পার্শ্বদিয়া যোগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম; যোগেন্দ্রের নয়ন জলপূর্ণ হইল! বায়ুতাড়িত পদ্মপত্রের ন্যায় তাহার নয়নদ্বয় হইতে দুই বিন্দু জল পড়িল। আমি দেখিলাম। যোগেন্দ্রের মনে যে এরূপ ভাব ছিল তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না; কারণ যোগেন্দ্র আমাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য এরূপ ভাব দেখায় নাই। যাহাহউক যোগেন্দ্রের চক্ষে যখন আমার জন্য জল পড়িল তখন আমার হৃদয় কেন না গলিবে? অকস্মাৎ আমার চক্ষুঃ হইতে জলবিন্দু পতিত হইল—অকস্মাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি কখন বিবাহ করিতে হয় তবে যোগেন্দ্র আমার—

গদাধর কহিল "এতক্ষণে সুশীলার সহিত তোমার কিসের বন্ধুত্ব তাহা বুঝিতে পারিলাম। যাহাহউক আমরা এক্ষণে চলিলাম; কালি রাত্র চারিটার সময় আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব, যে যে স্থানে যাইব তোমাকে পত্র লিখিব—খবরাখবর লিখিতে হয় লিখিও—না হয় না লিখিও" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

গোপাল ও গদাধর চলিয়া গেলে আমি যোগেন্দ্রকে ডাকিবার অবসর পাইলাম। যে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, সেই বাতায়নে দুই তিন বার আঘাত করিলাম। যোগেন্দ্র কক্ষ হইতে সাড়া দিল "কে ও?" আমার উত্তর নাই। পুনরায় আঘাত করিলাম। যোগেন্দ্র কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল "আমি"। জ্যোৎস্নালোকে আমাকে দেখিয়া যোগেন্দ্র বিস্মিত ভাবে বলিল "একি! সুশীলা যে!!"

আমি বলিলাম "হাঁ—মার পীড়া হইয়াছে—এমন কি মৃতপ্রায়। দাদা ও বাবা গৃহে নাই। বাবা কোথায় গিয়াছেন তাহা জানি না; দাদাও তাঁহার সন্ধানে গিয়াছেন, কিন্তু এখনও ফিরেন নাই—সেই জন্য তোমাকে ডাকিতে আসিলাম।

যোগেন্দ্র। ভয় নাই আমি এখনই যাইতেছি—দেখি তোমার দাদা কোথায় আছেন—পারিত তাহাকে সঙ্গে করিয়া যাইব, নচেৎ একাকী যাইব—তুমি বাড়ী যাও।

আমি বলিলাম "তুমি বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আইস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।" এই বলিয়া আমি পুনরায় মুখয্যেদের বাগান দিয়া বাড়ী আসিলাম। দেখিলাম মা পূর্ব্ববৎ প্রলাপ বকিতেছেন ও এক এক বার চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। কুমারী কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম "কুমারি ভয় নাই, তুমি মার পায়ের নিকট শয়ন কর—আমি এই খানে বসিতেছি।" কুমারী জিজ্ঞাসা করিল "বাবা?"

বাবা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন—হয়ত এখনই আসিবেন।

কুমারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না—মার পদতলে শয়ন করিল।

আমি মাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বাপেক্ষা মার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে এবং তিনি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। মার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমি মনে মনে জীবনের অনিত্যতার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম মনুষ্য মাত্রেই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে, কারণ মনুষ্য

মাত্রেই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে—তবে কেন লোকে মায়ায় মুগ্ধ হয়? কেনই বা অহংঙ্কার করে? কেনই বা পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা করে? এই চিন্তাটি শূন্যমেঘের ন্যায় আমার অন্তরাকাশে চলিয়া গেল। আমি পুনরায় মার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। এবারে মা নিস্তব্ধ! ! আমি তাহার কথা শুনিবার জন্য ডাকিলাম—মা—মা।

মা মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন "বা—বা।"

আমি বলিলাম। একটু জল খাবে?

মা আর উত্তর করিলেন না। পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমভাব হইলেন। আমি মার মস্তকটি আপন অঙ্কে রাখিয়া বসিয়া রহিলাম, ও এক এক বার তাঁহাকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে মা স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আমি ভাবিলাম মা বুঝি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন—আর এক বার ডাকি "মা—মা।"

মা কার! ও কোথায়!! উত্তর নাই—সংজ্ঞাও নাই; তখন মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পৃথিবী শূন্যময় দেখিলাম! কারণ আমি সহায়হীন! সম্পত্তিহীন! দাদা ও বাবা কোথায়? এই সমস্ত ভাবিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু কে শুনিবে? কেহই না। সুকুমারী মার পদতলে শয়ন করিয়া অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনি অন্যমনে উঠিয়া বসিলাম। শুনিলাম আকাশমার্গে কড় কড় শব্দ হইতেছে ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি একাকিনী সেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে মার শবদেহ কোলে করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাড়ীতে আর জনমানব নাই—শুদ্ধ একমাত্র অষ্টম বর্ষীয় বালীকা!—সেও নিদ্রিতা। আমার ভয় হইল! শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে কক্ষ দ্বারে গুম্-গুম্—গুম্ শব্দ হইল; আমি সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কে গা?"

যোগেন্দ্রের কণ্ঠস্বরের ন্যায় কে যেন উত্তর দিল! আমি কক্ষের দ্বার

খুলিয়া দেখিলাম যোগেন্দ্র নহে, সাক্ষাৎ যমাকৃতি কালশ্মশ্রুবিশিষ্ট এক জন দীর্ঘাকার পুরুষ। আমি ভয়ে " ও বাবা—কে গো ! ! " এই রূপ চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি হইল তাহা আমি জানি না।

বহুক্ষণ পরে আমার সংজ্ঞা হইল—আমি ক্রমে ক্রমে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমি একখানি গাড়ীর অভ্যন্তরে। গাড়ীর দ্বার মুক্ত বলিয়া আমার গাত্রে জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে ও মন্দ মন্দ বায়ু লাগিতেছে। আমি চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিলাম—দেখিলাম আমার সম্মুখে একটী পুরুষাকৃতি বসিয়া আছে। আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম " ডাক্তার "! তখন ভাবিলাম আমি যে শ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় ব্যক্তি দেখিয়াছিলাম, সে কোথায়? ডাক্তার দীর্ঘাকার বটে, কিন্তু তাহার শ্মশ্রু কোথায়? তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? না ডাক্তর ছদ্মশ্মশ্রু করিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে ! !

আমার সংজ্ঞা লাভ দেখিয়া ডাক্তর ইষৎ হাস্য করিয়া বলিল " তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন—ভয় কি? আমি তোমাকে তোমার দাদার নিকট লইয়া যাইতেছি। তুমি তাহার নিকট না যাইলে, সে আসিবে না এবং সে না আসিলে তোমার মার মুখাগ্নি হইবেক না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম " দাদা কোথায়?

ডাক্তর। এই নিকটেই আছেন—চল সেই খানে তোমাকে লইয়া যাই।

আমি আর কিছু বলিলাম না—মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম। গাড়ীখানি দ্রুতবেগে দৌড়িয়াছে! রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে যে বৃক্ষগুলি সন্নিবেশিত ছিল, সেগুলি বোধ হইল যেন আমাদিগের প্রতিকূলে তড়িতের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম " আর কত দূর "?

ডাক্তর। এই নিকট।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তর জিজ্ঞাসা করিল " ভাল সুশীলে তোমার ত এই চতুর্দ্দশবৎসর বয়স, এপর্য্যন্ত বিবাহ হইল না—ভাল যদি তোমাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি কি কর?

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, ডাক্তর বুঝি সত্য সত্যই আমাকে দাদার নিকট লইয়া যাইতেছে কিন্তু তাহা নহে, এতক্ষণের পর আমি তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। তাহার এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল।—আমি ভয় ও ক্রোধের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম "তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাও?"

ডাক্তর। এই খানে।

এই বলিয়া কিয়ৎদূর গিয়া গাড়ীখানি থামাইতে বলিল। আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। ডাক্তার বলিল "তুমি এই খানে দাঁড়াও আমি গাড়োয়ানকে পয়সা দিয়া বিদায় করি" এই বলিয়া জ্যোৎস্নালোকে গাড়োয়ানের হাতে পয়সা গণিয়া দিতে লাগিল।

আমরা যে স্থানে নামিলাম তাহার পার্শ্বদেশে কতগুলি বড় বড় বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষপার্শ্বে অনেক দূর ব্যাপিয়া লতা ও গুল্মের ঝোপ। ডাক্তর গাড়োয়ানকে পয়সা দিতেছে; আমি এই অবসরে সেই ঝোপের ভিতর গিয়া লুকাইলাম—ডাক্তর দেখিতে পাইল না। আমি অনেক্ষণ তাহার ভিতর বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম ডাক্তর আমার সন্ধান করিতেছে, হয়ত এই খানেই আসিবে; আবার ভাবিলাম—না, আমি এখানেই আছি তাহা কি রূপে জানিবে? এই রূপ ভাবিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্যের পদ শব্দের ন্যায় কাহার পদ শব্দ হইল! আমার মন চমকিয়া উঠিল—ভাবিলাম ডাক্তর!! আস্তে আস্তে ঝোপেরছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলাম; সত্যই বটে—ডাক্তর আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি নিশ্চয় জানিলাম ডাক্তর আমার সন্ধানে ফিরিতেছে—এক্ষণে বাহির হইব না। এই স্থির করিয়া আমি নিঃশব্দে সেই ঝোপের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। মধ্যে মধ্যে ডাক্তরের পায়ের সাড়া পাইলাম কিন্তু সাড়া দিলাম না।

এইরূপ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ভয়ে এক এক বার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। আর কাহারও পদশব্দ পাইলাম না; তখন ঝোপ হইতে বাহির হইলাম। এক এক বার চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিতে লাগিলাম—

কিন্তু কেহই নাই। আমি একাকিনী সেই নির্জ্জন অপরিচিত স্থানের রাজ-পথের উপর দণ্ডায়মান! কি করিব—কোথায় যাইব—কেই বা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? পথ চিনি না—চেনাইবারও লোক নাই—রাজমার্গ জনমানব শূন্য। এদিকে মার শবদেহ কক্ষে পড়িয়া আছে; সেখানে আর কেহই নাই, শুদ্ধ অষ্টম বর্ষীয় একমাত্র বালিকা। কি করি!! ভাবিলাম, ডাক্তর কি পাষণ্ড! কি নরাধম!! আমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিল! আবার বর্ত্তমান অবস্থার আদ্যোপান্ত মনে পড়িবামাত্র ডাক্তরের সেই দীর্ঘকায় মনে পড়িল—কালশ্মশ্রুধারী ব্যক্তিকে মনে পড়িল। চমকিয়া পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম,—কেহই নাই।

শেষে স্থির করিলাম গাড়ীখানি এই পথ দিয়া সমান আসিয়াছে, যদি আমি এই পথ ধরিয়া সমান যাই তাহাহইলে গ্রামে গিয়া পড়িব; এই ভাবিয়া পদচালনা করিলাম। অনেক দূর গেলাম, প্রায় এক ক্রোশ অতিবাহিত হইল; আপন গ্রামের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু বিশ্রাম নাই—মার শবদেহ মনে পড়িল—আবার পদচালনা করিলাম। শেষে আমাদিগের জমীদারের কাছারীর দ্বিতল কক্ষগুলি দেখিতে পাইলাম। আমার ভরসা হইল। ক্রমে ক্রমে কাছারীবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম দ্বিতলার একটী কক্ষদ্বারের উপরে স্বর্ণাক্ষরে "ধর্ম্ম প্রদায়িনী সভা" বলিয়া লেখা আছে। জ্যোৎস্নালোকে স্বর্ণাক্ষর গুলির চিক্কণ শোভা দেখিতে পাইলাম—বাবাকে মনে পড়িল! বাবা কোথায়!! তিনি এই সভা সম্পর্কীয় ধর্ম্মপ্রদায়িনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—নয়নদ্বয় হইতে দুই বিন্দু জল পড়িল।

কিয়ৎদূর আসিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ মাত্রেই মার মৃতদেহ মনে পড়িয়া আতঙ্ক হইল! এসময়ে পৃথিবী নিরব, জনপ্রাণী সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, কোন দিকে কাহারও শব্দ নাই, শুদ্ধমাত্র সুকুমারী কক্ষাভ্যন্তরে মৃদু মৃদু কাঁদিতেছে। আমি তাহার কান্না শুনিয়া ব্যগ্র হৃদয়ে কক্ষে গেলাম। কুমারী আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; আমিও তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সুকুমারীর নিকটে একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, আমি তাহাকে জানিতাম না; শোকসম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" সুকুমারী বলিল "যোগেন দাদার দাসী; যোগেন্দ্র দাদা ইহাকে আমার নিকটে রাখিয়া মাকে লইয়া গিয়াছেন।" আমি আর কিছু বলিলাম না, মা কক্ষে নাই দেখিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলাম—অনন্ত শোকানল আমার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

But now the hand of fate is on the curtain.

Don. Sebastian.

স্রোত-পতিত তৃণরাশীর ন্যায় কালস্রোতে আমার মাতৃবিয়োগ-জনিত শোক ভাসিয়া গেল। দুঃখের বিষয় এই যে, একাল পর্য্যন্ত আমার আত্মীয় কুটুম্ব কেহই তত্ত্ব লইলেন না। জীবনের দুরবস্থা কি শোচনীয়!! দুর্ভাগ্য আসিলে আত্মবন্ধু সকলই পরিত্যাগ করে; আমি সেই নিমিত্ত যোগেন্দ্র ব্যতীত এপর্য্যন্ত কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি নাই, কারণ আমি জানিতাম পৃথিবীর আত্মজন সুখের কপোত; সৌভাগ্য আসিলে সকলই আসিয়া আপন হয়, সকলই অধীন ও বশতাপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সৌভাগ্য পলায়ন করিলে ছায়ার ন্যায় সকলই তাহার সহিত পলায়ন করে।

মাতৃবিয়োগ ও পিতার নিরুদ্দেশ হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগের দুঃখের ও কষ্টের অবধি ছিল না। মার মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্স অনুসন্ধান করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা মাত্র পাইয়াছিলাম; তাহাতেই আমাদিগের এপর্য্যন্ত ভরণ পোষণ হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এক্ষণে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া

আসিল। আমি একাকিনী নহি, একটী অষ্টম বর্ষীয় বালিকা আমার পোষ্য!! এইটি যখন আমার মনে হইত তখনই অকূল চিন্তা সাগরে মগ্ন হইতাম।

আমি ইতিপূর্ব্বে যোগেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার পিতার প্রভু ও জমিদার হরনাথবাবুকে একখানি পত্র লিখি ; তাহাতে আমার মার মৃত্যু, পিতার দেশত্যাগ ও আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সকলই তাঁহাকে জ্ঞাত করি। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এ বয়সে অভিভাবক-শূন্য হইয়া গৃহে থাকা অপেক্ষা কোন ভদ্র সংসারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিব, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত আমার প্রেরিত পত্রের কোন প্রত্যুত্তর পাইলাম না।

যোগেন্দ্র আমাকে মাসিক কিছু কিছু করিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি : কারণ কাহারও প্রত্যাশাপন্ন হইয়া থাকা আমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ যোগেন্দ্রের সহিত অর্থের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে হয়ত লোকে আমার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে পারে ; আমি সেই আশঙ্কায় তাহাতে সম্মত হই নাই।

আজ যোগেন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—“ভাল স্বশীলে আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, না—করিব না।” এই বলিয়া যোগেন্দ্র অধবদন হইল।

আমি বুঝিলাম যোগেন্দ্রের কোন গোপনীয় কথা আছে কিন্তু লজ্জায় তাহা বলিতে সাহস করিতেছে না : আমি বলিলাম “বল না তাহাতে ক্ষতি কি ?”

যোগেন্দ্র বলিল “ভাল স্বশীলে, যে রাত্রে তুমি তোমার মার পীড়ার সংবাদ দিতে গিয়াছিলে সে রাত্রে কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলে ?”

আমি বুঝিলাম যোগেন্দ্র সে রাত্রে গদাধরের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমার জন্য চক্ষের জল ফেলিয়াছিল ; বোধ হয় পাঠক-মহাশয়ের তাহা স্মরণ থাকিবে : এক্ষণে তাহা আমি দেখিয়াছি কি না,

অর্থাৎ আমার প্রতি তাহার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারিয়াছি কি না, সেইটী জানিবার জন্য যোগেন্দ্র আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিল।

আমি বলিলাম "যোগেন্দ্র তোমার বলিবার পূর্ব্বেই আমি বুঝিয়াছি যে তুমি আমাকে তোমার কোন মনোগত অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু তুমি যাহা বলিবে তাহা সহজে ঘটিবে না; কারণ তুমি এক জন ধনাঢ্য লোকের পুত্র, পিতা মাতা বর্ত্তমান; আর আমি সামান্য কাঙ্গালিনী ব্যতীত আর কিছুই নহি; অতএব সিংহের সহিত শৃগালের মিলন কখনই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে পিতার অমতে বা অনুপস্থিতে কাহারও পাণিগ্রহণ করিব না এবং ইচ্ছা করি যে তুমিও আর কখন আমার নিকট এবিষয় উত্থাপন করিবে না।

যোগেন্দ্র আর কিছু বলিল না, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় তাহার নয়নদ্বয় অকস্মাৎ জলপূর্ণ হইল—যোগেন্দ্র কাঁদিল। আমি কাতর হৃদয়ে নতমুখী হইয়া বসিয়া রহিলাম।

যোগেন্দ্র সে বিষয়ের আর কোন উল্লেখ না করিয়া বলিল "তুমি হরনাথ বাবুর বাড়ী যাইলে কুমারীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে?"

আমি বলিলাম "মার এক জন আত্মীয় আছেন, তাঁহাকে আমরা মাসী বলিয়া ডাকি। তিনি কুমারীকে বড় ভালবাসেন, সেই জন্য তাহার ভার গ্রহণেও পরাঙ্মুখ নহেন।"

যোগেন্দ্র বলিল "তবে চল, হরনাথ বাবু আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। "এই দেখ তোমার পত্রের প্রত্যুত্তর" এই বলিয়া যোগেন্দ্র আমার হাতে একখানি পত্র দিল।

হরনাথ বাবু পত্রখানি যোগেন্দ্রের নামে পাঠাইয়াছিলেন। আমি পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিলাম, তিনি আমাদিগের এরূপ অকস্মাৎ দুরবস্থা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন "যে সুশীলা আমার কন্যার তুল্য, অতএব সে যদি আমার আশ্রয়ে আসিয়া

আমার শিশুসন্তানদিগের লালন পালনের ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।"

হরনাথ বাবুর বাড়ী আম্‌তা। মহিষরাখা হইতে আম্‌তা প্রায় চারি ক্রোশ পথ। তিনি তাঁহার কোন বৈষয়িক কর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রদায়িনী সভার কোন প্রয়োজন ব্যতীত মহিষরাখায় আসিতেন না। এক্ষণে হরনাথ বাবু আম্‌তায় আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র যাইবার উপায় কি?"

যোগেন্দ্র বলিল "তুমি প্রস্তুত হও, আমি একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনি" এই বলিয়া যোগেন্দ্র চলিয়া গেল।

আমি এপর্য্যন্ত সুকুমারীকে আমার যাইবার কথা কিছুই বলি নাই, কারণ বলিবার আবশ্যক হয় নাই। এক্ষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কুমারি, আমি যদি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে যাই, তাহা হইলে তুমি তোমার ছোট মাসীর নিকট থাকিতে পারিবে?"

কুমারী বলিল "কেন"?

"আমি চাকরি করিতে যাইব।"

কুমা। কেন?

আমি বলিলাম "চাকরি না করিলে আমাদিগকে খাওয়াইবে কে? বাবা ও দাদা অনেক দিন হইল আসিলেন না, সুতরাং আমরা এখানে থাকিলে কিরূপে চলিবে?"

কুমারী প্রথমতঃ আমার যাইবার নাম শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম "কুমারি তুমি কাঁদিও না, আমি চাকরি করিয়া তোমাকে রাঙ্গা কাপড় কিনিয়া দিব—নূতন মল গড়াইয়া দিব—আর যখন বাড়ী আসিব তখন তোমার জন্য ভাল ভাল জৈয়ের পুতুল্ কিনিয়া আনিব।

কুমারী কিয়ৎক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল "তবে যাও—কিন্তু কবে আসিবে?" আমি বলিলাম "শীঘ্রই আসিব—যত দিন না আসি তত দিন মধ্যে মধ্যে তোমার যোগেন্দ্রদাদাকে পত্র লিখিব। তুমি কিরূপ থাক বলিও।"

কুমারী আর কিছু বলিল না, কিয়ৎক্ষণ অন্য মনে দাঁড়াইয়া এক দিকে দৌড়িয়া খেলাইতে গেল।

আমি উঠিলাম। বাক্স, প্যাঁটরা, সিন্ধুক, আল্‌মারি সকলে চাবি দিলাম ; বিছানাটী উত্তম করিয়া গুড়াইয়া বাঁশের আন্‌লায় বাঁধিয়া রাখিলাম। ঘটি, বাটি থালা, গেলাস প্রভৃতি একটী সিন্ধুকে পুরিয়া চাবি দিলাম—শেষে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম। যোগেন্দ্র আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, আমি দেখিতে পাই নাই, সম্মুখ ফিরিবা-মাত্র যোগেন্দ্র বলিল "আর বিলম্বে আবশ্যক কি ?"

আমি বলিলাম "আর কিছুই নাই, শুদ্ধ কুমারীকে ডাকিয়া মার সেই আত্মী-য়ের হাতে স্মপিয়া দিয়া যাইব।" এই বলিয়া কুমারীকে ডাকিয়া লইলাম।

কিয়ৎদূর গেলাম অন্দরমহলের প্রাঙ্গনটী পার হইলাম—আবার একটী বিশেষ কার্য্য মনে পড়িল ; যোগেন্দ্রকে বলিলাম "তুমি একটু দাঁড়াও আমি এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া পুনরায় কক্ষের দ্বারে গিয়া চাবি খুলিলাম। আমার যে বাক্সে, মাতার দড়ি, আর্শী, চিরুণী, কাঁটা ছিল সেইটী খুলিলাম, কাঁচি ও আর্শী খানি বাহির করিলাম। আর্শী খানি সম্মুখে রাখিয়া কাঁচিখানি লইয়া চুল কাটিতে বসিলাম।

আমার বিলম্ব দেখিয়া যোগেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। বলিল "ও কি ?"

আমি বলিলাম "যাহাকে দাসত্ব করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে তাহার রূপের প্রয়োজন কি ?"

যোগেন্দ্রের বদনকমল প্রফুল্লিত হইল, বলিল "সুশীলে তোমার নির্ম্মল ও নিস্কলঙ্ক চিত্তের সাদৃশ্য এ পৃথিবীতে আর দেখিতে পাইলাম না এবং বোধ করি পাইবও না।"

আমি যোগেন্দ্রের কথার কোন উত্তর করিলাম না। আপনার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলাম—দেখিলাম সেখানি যথেষ্ট মলিন—ছাড়িবার আবশ্যক করে না : এই ভাবিয়া পুনরায় কক্ষে চাবি দিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম।

যাত্রা কালীন আমার পিতা মাতাকে মনে পড়িল—দাদাকে মনে পড়িল।

ভাবিলাম তাঁহারা কোথায়? আমি এ বয়সে এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে চলিলাম—একবার আসিয়া দেখুন। এই ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম—নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল; আবার আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নয়নজল সম্বরণ করিলাম; কেহ দেখিতে পাইল না।

প্রথমতঃ আমরা কুমারীকে ছোটমাসীর বাড়ী লইয়া গেলাম। যখন কুমারীকে তাঁহার হস্তে স্মপিয়া দিয়া বিদায় লই, তখন আর অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলাম না—শোকাকুল চিত্তে কাঁদিতে লাগিলাম। কুমারী আমার কান্না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক বিদায় হইলাম।

গোধূলিলগ্নে আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। দিনমণি অস্তমিত প্রায়। পশ্চিমাকাশ লালমেঘে আচ্ছন্ন। সূর্য্যদেব তৎগর্ভস্থ হইয়া কিরণজাল বিস্তারিত করিতেছেন; শুদ্ধমাত্র অগ্রভাগ জাগিয়া আছে। লাল মেঘাভ্যন্তর হইতে সূর্য্যকিরণ বৃক্ষশাখায়, প্রাচীরের মাথায়, এবং অট্টালিকার উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব রক্তিমভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে পৃথিবী পরিশ্রান্ত। দিনমণি দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অবসর লইতেছেন। পশু পক্ষী কোটরে, গহ্বরে, নীড়ে, পলায়ন করিতেছে। মানবকুল বৈষয়িক কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামসুখভোগে প্রত্যাগমন করিতেছে। কিন্তু আমরা কোথায়? গ্রামস্থ রাজপথের একখানি শকটের অভ্যন্তরে। গাড়ীখানি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, পবনবেগে গাড়ীর চাকা ঘূর্ণায়মান হইল। আমরা উভয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

যোগেন্দ্র বলিল "এত হইয়াছে তাহা আমি জানিতাম না; ভাল গুপ্তলিপি খানি কি?"

আমি বলিলাম "জানি না"।

যোগেন্দ্র। সে খানি কাহার নিকট?

আমি। পিতা সে খানি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেছেন।

যোগেন্দ্র। কোথায়?

আমি। তাহাও জানি না।

যোগেন্দ্র বলিল "তোমার মাঠাকুরাণীর যে রূপ নির্ম্মল চরিত্র তাহাতে গুপ্ত-লিপি খানি কোন অসৎ উদ্দেশ্যের বলিয়া বোধ হয় না, এবং বোধ করি যাহারা তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন তাহারা কখনই এ কথা বিশ্বাস করিবেন না।

আমি এ কথার আর কোন উত্তর করিলাম না, কারণ ইহার আর কি উত্তর করিব? যোগেন্দ্রের সহিত অন্য বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলাম। আজ কথাপ্রসঙ্গে আমি মার মৃত্যু-রাত্রে ডাক্তরের সেই অত্যাচারটী বলিয়া ফেলিলাম। যোগেন্দ্র শুনিবা মাত্রই ক্রোধে তাহার মুখখানি রক্তিম বর্ণ হইল কিন্তু কিছুই বলিল না।

এই রূপ অনেকক্ষণ কথোপকথন করিলাম কিন্তু গ্রামের কোন উদ্দেশ পাইলাম না। আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কত দূর?"

যোগেন্দ্র বলিল "আর বিলম্ব নাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রবাসে।

Wedded she was some years and to a man
Of fifty and such husbands are in plenty
And yet I think instead of such a one
'T were better to have two of five and twenty.

Byron.

কতকদূর গিয়া আমরা আম্‌তা গ্রামে পৌঁছিলাম। আম্‌তা অতি বিস্তীর্ণ গ্রাম। চারিদিকে অট্টালিকা, বাগান, পুষ্করিণী, রাস্তা সোপান ও দেবালয় প্রভৃতি জনপদবাসীদিগের সৌভাগ্যের চিহ্ন। ইহার পার্শ্ব দিয়া স্রোতো-বাহী দামোদর কল্ কল্ শব্দে ছুটিতেছে; কখন বা শান্তমূর্ত্তি হইয়া উদারচিত্তে আপন বক্ষঃস্থল পাতিয়া জনপদবাসীদিগের পারাপার করিতেছে। পল্লীগ্রামের কুলবধূরা আবশ্যক হইলে প্রায়ই খিড়কীর পথ দিয়া পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকে বিশেষতঃ আমার ন্যায় সামান্য গৃহস্থ পরিচারিকা রাজপথ দিয়া চলিলে কেহই তাহাতে দোষারোপ করেন না; আমরা সেই কারণ গাড়ীখানি দামোদর নদের পার্শ্বে থামাইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পদব্রজে গিয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

হরনাথ বাবুর বাড়ীটী বিস্তীর্ণ ও দ্বিতল, বোধ হয় প্রায় সাত আট বিঘা ভূমির উপর সংস্থাপিত। উপরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সদর-দ্বারের উপর একটী সুদীর্ঘ কক্ষ। আমরা যে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম সে সময় ঐ ঘরের বাতায়ন গুলি মুক্ত ছিল। আমি দেখিলাম কক্ষের ভিতর একটী সেজ্ জ্বলিতেছে। অনুমানে বুঝিলাম এইটী হরনাথ বাবুর বৈটকখানা হইবে, যাহাহউক আমি বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিয়া আর কিছু দেখিলাম না। যোগেন্দ্র হাত বাড়াইয়া দেখাইয়াদিল "ঐ দিকে অন্দরের পথ।" আমি অবগুণ্ঠনে সেই দিকে চলিয়া গেলাম। যোগেন্দ্র উপরে যাইয়া হরনাথ বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

অন্দরমহলটী একমহল নহে। ইহার মধ্যে আর একটি মহল ছিল,—সেটী পাকশালা। অন্দরে প্রবেশ করিতে হইলে পাকশালা দিয়া যাইতে হয়। আমি প্রবেশ কালীন দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক পার্শ্বস্থ একটী পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া লৌহ কটাহে ঝামা ঘষিতেছে; ঘর্ষণশব্দে স্ত্রীলোকটী আমার পদশব্দ পাইল না—আমি সমান চলিয়া গেলাম। কিয়ৎদূর যাইয়া দেখিলাম আমার সম্মুখস্থ রন্ধনকক্ষে এক জন পাচিকা ও তাহার নিকট এক জন পরিচারিকা বসিয়া আছে। পাচিকা ভাতের হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরিচারিকার সহিত কথোপকথন করিতেছে। পাচিকা বলিতেছে "হলদ্-বাট্—হলদ্-বাট্।"

আমাকে নবাগত দেখিয়া পাচিকা জিজ্ঞাসা করিল "কে গা তুমি?"

আমি বলিলাম, "আমি মহিষরাখা হইতে আসিয়াছি।"

পাচিকা আর কিছু বলিল না শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "বুঝিয়াছি তুমি গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে—নয়?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

পাচিকা। তোমার কথা মাঠাকুরাণী এই মাত্র বৈকালে বলিতে-ছিলেন—তা উপরে যাও, বিমলা উহাকে উপরে লইয়া যা। এই বলিয়া নিকটস্থ স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া লইতে বলিল।

বিমলা আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁগা তুমি কি পৈরাগে গিয়াছিলে ?"

আমি বলিলাম " কেন ?"

বিমলা। মাথা মুড়াইয়াছ কেন ?

আমি আর কিছু বলিলাম না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাকশালা হইতে অন্য মহলের দিকে যাইলাম।

অন্দরমহলটীও দ্বিতল এবং চক্‌বন্দি। বিমলা আমাকে কিয়দ্দূর সঙ্গে লইয়া একটী উপরের সিঁড়ী দেখাইয়া দিল এবং বলিল "উঠিবামাত্র সম্মুখে একটী ঘর দেখিতে পাইবে সেই ঘরে যাইও।" আমি তাহাই করিলাম। কক্ষের দ্বার খুলিবামাত্র দেখিলাম এক জন বৃদ্ধ লোক, বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর হইবেক বসিয়া আছেন এবং তাহার নিকট একটি রূপবতী কামিনী। আমি হরনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের রূপ দেখি নাই, সুতরাং দেখিবামাত্রই আমার মনে হইয়াছিল যে উপস্থিত ভদ্রলোকটী সুন্দরীর পিতামহ হইবেক কিন্তু তাহা নহে তাহাদিগের কথোপকথনের ভাবে বুঝিলাম ইঁহারা পরস্পর স্ত্রীপুরুষ। তখন স্থির করিলাম বৃদ্ধটী হরনাথ বাবু—আমাদিগের গ্রাম্য জমিদার ও কামিনীটী তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

হরনাথ বাবু কক্ষে আছেন এ কথা অগ্রে জানিলে আমি কখনই তাহার সম্মুখে যাইতাম না, কারণ আমি কোন কালেই তাঁহার সম্মুখে বাহির হই নাই। অজ্ঞানতঃ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া পড়িলাম।

যাহাহউক আমি যখন কক্ষে প্রবেশ করিলাম তখন হরনাথ বাবু একখানি কেদেরায় বসিয়া আছেন, আর পার্শ্বে একখানি কৌচের উপর তাঁহার রূপবতী সহধর্ম্মিণী।

হরনাথ বাবু বয়সে প্রবীণ কিন্তু তাঁহার কক্ষের আসবাব গুলি দেখিয়া প্রকৃত ইংরাজপ্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার শয়নকক্ষের তলভাগটী সম্পূর্ণরূপ মাদুর দিয়া আবৃত ; তাহার উপর টেবিল, কেদারা কৌচ প্রভৃতি ইংরাজী আসবাবে সুসজ্জিত। পার্শ্বে একখানি মেহাগিনী

কাষ্ঠের খাট ও শয্যা। আমি কক্ষটীর আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলাম—দেখিলাম দুই চারি খানি দেবমূর্ত্তির চিত্র ভিন্ন সকল গুলিই বিলাতী ছবি। কোন খানিতে ইংরাজের প্রতি-মূর্ত্তি, কোন খানিতে বা বিলাতী বিবীর ছবি, অপর কোন খানিতে সুরম্য অট্টালিকা দৃশ্য। আমি যে কয়খানি দেবমূর্ত্তির চিত্র দেখিয়াছিলাম সে গুলি সমস্তই উত্তম ও দ্রষ্টব্য বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত সম্পূর্ণরূপ দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা সংক্ষেপে দেখিয়া-ছিলাম তাহা এস্থলে বর্ণনা করিলাম।

একখানিতে রঘুনাথ সীতাদেবীর সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। এক জন চিত্রকর তাঁহাদিগের বনগমন বৃত্তান্তের আলেখ্য লইয়া দণ্ডায়মান আছে। লক্ষ্মণ দেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা একে একে তৎসমুদায় ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সীতাদেবীকে বলিতেছেন "এই সেই স্বর্ণমৃগ, দেবি! এই মৃগলালসাই আমাদিগের যত অনিষ্ঠের মূল!"

এদিকে অভাগিনী নলপত্নী। দয়মন্তী অর্দ্ধ বসন পরিধান করিয়া নিবিড় অটবীমণ্ডলে দণ্ডায়মান আছেন। সম্মুখে এক অজাগর কালসর্প; ভূজঙ্গবর ঊর্দ্ধফণ হইয়া দেবীর প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছে। বিদর্ভ রাজতনয়া ভয় ও বিস্ময়ে কাতর হইয়া সজলনয়নে মহারাজ নলকে স্মরণ করিতেছেন।

অপরদিকে রতিপতি ভস্ম হইতেছেন। দেবাদিদেব মহাদেব আপনার ধ্যান ভঙ্গ দেখিয়া দুরাত্মা কামদেবের প্রতি কোপান্বিত হইয়াছেন—ক্রোধে তাঁহার জটাজূট বিস্ফারিত হইয়াছে এবং কপোলস্থিত নয়ন হইতে ক্রোধাগ্নি সমুজ্জ্বলিত হইয়া কামদেবকে ভস্ম করিতেছে।

এই রূপ আরও দুই এক খানি ছবি ছিল কিন্তু সমস্তই দেখিতে পারিলাম না, কারণ নবাগত হইয়া চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিতে লজ্জিত হইলাম, সেই জন্য যে গুলি আমার দৃষ্টি পথের অন্তর্গত ছিল তাহাই দেখিয়া লইলাম।

হরনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের কন্যা ?

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।"

হর। তোমার পিতার কি কিছুই সন্ধান পাইলে না?

আমি। না।

হর। দাদার?

আমি বলিলাম "তাঁহারও কোন সন্ধান পাই নাই।"

হর। কি আশ্চর্য্য!! যাহাহউক যত দিন না তোমার পিতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় তত দিন তুমি আমার নিকট থাকিয়া আমার সন্তান গুলিকে লালন পালন কর। আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জলপানির স্বরূপ তোমাকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিব এবং তুমি এখানে থাকিলে তোমার আর কি খরচ—সমস্তই আমি দিব; বুঝলে কি না?

আমি তাঁহার কথায় আর কোন উত্তর করিলাম না, কারণ তাঁহার সহিত অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কথোপকথন করা আমার সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হইল। আমি নত মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম।

হরনাথবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ আমার মুখ পানে চাহিয়া আমাদিগের কথোপকথন শুনিতেছিলেন এক্ষণে আমাকে লজ্জিতা দেখিয়া বলিলেন "তুমি এই পার্শ্বের ঘরে বিমলার কাছে যাও, সে তোমাকে তোমার যে যে কর্ম্ম তাহা বলিয়া দিবে। ছেলেদিগের শরীর রক্ষণের দৈনিক কর্ম্মগুলি বিমলা সমস্তই বলিতে পারে।"

আমি পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখিলাম বিমলা পাক্‌শালা হইতে আসিয়া কক্ষভূমে শুইয়া আছে। তাহার পার্শ্বস্থ এক খানি খাটের উপর তিনটি শিশু সন্তান নিদ্রা যাইতেছে। কোনটীর বয়স চারি বৎসর, কোনটির বা দুই বৎসর বয়ঃক্রম হইবেক। সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়স আট্‌ বা নয় মাসের অধিক বলিয়া বোধ হইল না। সেটী ভূতলে বিমলার নিকট বসিয়া খেলা করিতেছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে নানা প্রকার দেশীয় ও বিলাতীয় খেলনা পড়িয়া আছে। খেলনাগুলি সমস্তই সুদৃশ্য ও ক্রিমতীয়, তন্মধ্যে যেগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত, তাহাদের কোন্‌টিও সম্পূর্ণ নহে—কেহ ভগ্নমস্তকে এক দিকে পড়িয়া আছে—কোনটি বা পা ভাঙ্গিয়া

আহত পদাতিক সৈন্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে গড়াগড়ি যাইতেছে, আবার কেহ বা উদরে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাত প্রযুক্ত দুঃখে উবুড় হইয়া পড়িয়া নাসিকার অগ্রভাগটি নষ্ট করিয়াছে। যেগুলি ধাতু বা কাষ্ট নির্মিত সেগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব সমস্তই সম্পূর্ণ আছে, শুদ্ধ পরিলেহনপ্রযুক্ত কোন কোন স্থানে বর্ণ-ভ্রষ্ট হইয়াছে। ক্রীড়াশক্ত শিশুটি এক একবার হামা দিয়া দৌড়িয়া খাটের নিচে যাইতেছে এবং বিমলাকে দূরবর্ত্তিনী দেখিয়া আহ্লাদে করতালি দিয়া হাস্য করিতেছে ; আবার এক একবার দৌড়িয়া আসিয়া দেশীয় ও বিলাতীয় শিল্পকর দিগের নিপুণতার মস্তক মুণ্ডন করিতেছে। আমি শিশুটীকে মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইলাম এবং বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম " ইহার নাম কি ? "

বিমলা বলিল " শরৎবাবু। "

শরৎবাবু আমার অঙ্কে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন শেষে নিশ্চিন্ত মনে করতালি দিতে লাগিলেন। বিমলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল " বাবুর কাছে গিয়াছিলে ?

আমি বলিলাম " হাঁ। "

বিমলা। বাবু কি বলিলেন ?

আমি হরনাথ বাবুর সহিত যে যে কথা কহিয়াছিলাম এবং তাঁহার স্ত্রী আমাকে যে রূপ আদেশ করিলেন তাহা সমস্তই বিমলাকে বলিলাম।

বিমলা আমাকে সন্তানদিগের এক একটীর দৈনিক কর্ম্মের নিয়মগুলি বলিয়া দিল—কোন্‌টি কোন্‌ সময়ে আহার করে, কোন্‌টি বা প্রত্যহ স্নান করে, কাহাকেই বা দিনান্তরে স্নান করাইতে হয় ইত্যাদি সমস্তই বলিল, এতদ্ব্যতীত কহিল " যে কর্ত্তার আদেশে প্রত্যহ অপরাহ্ণে ছেলে-দিগের লইয়া পার্শ্বস্থ বাগানে বেড়াইতে যাইতে হয়।

আমি বলিলাম " এক্ষণে আমার কি কর্ম্ম ? "

বিম। শরৎবাবু ঘুমাইলে তাহাকে মা ঠাকুরাণীর নিকট দিয়া আমরা আহারাদি করিতে যাইব, পরে " পদ্মনাভ। " এই বলিয়া বিমলা আমার অঙ্ক হইতে শরৎ বাবুকে লইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল

শরৎবাবু ঘুমাইলেন। একান্ত স্তনপায়ী শৈশব বলিয়া মাঠাকুরাণী তাহাকে কাছে করিয়া শয়ন করেন। বিমলা তাহাকে মা ঠাকুরাণীর নিকট দিয়া আসিল। পরে আমি ও বিমলা পাকশালা হইতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

বিমলা শয়ন করিয়া হরনাথবাবুর সাংসারিক বিষয়গুলি আমাকে বলিতে লাগিল।

হরনাথ বাবুর এইটী তৃতীয় পক্ষের সংসার। তাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য। মহিষরাখা ব্যতীত আরও দুই খানি বিস্তীর্ণ গ্রাম তাঁহার জমিদারী। সর্ব্ব-সমেত বৎসর সালিয়ানা প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা আয়; এতদ্ব্যতীত তিনি চাকর চাকরাণীদিগের অত্যন্ত দয়া করেন ও অধিক বেতন দেন। তাঁহার বাড়ীতে চাকরী করিলে বেতন ব্যতীত অন্য উপায়েও দুই চারি পয়সা পাওয়া যায়। "এই দেখ আমি চারি মাস চাকরী করিয়া রূপার চাবি শিকল গড়াইয়াছি।" এই বলিয়া বিমলা আমার হাত খানি লইয়া তাহার কোমরে স্পর্শ করাইয়া দিল।

বিমলার অন্তঃকরণ সরল, তাহাতে কপটতার লেশ মাত্র নাই। সেই জন্য সেই রাত্রেই তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে আমার কানের নিকট আসিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই তুমি কি বিবেচনা কর? আমাদিগের গিন্নীমার অমন কাঁচা বয়স তাতে কি ঠাকুরদাদার মত এক জন পঞ্চাশ বৎসরের বুড় সোয়ামি ভাল দেখায়?"

আমি বলিলাম "তা তোমার কি ইচ্ছা? পঁচিশ বছর করে দুই জন পুরুষে পঞ্চাশ বছর হইলে কি ভাল হয়?

বিমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম "বিমলা চুপ্ কর, তাঁহারা এই পার্শ্বের ঘরে আছেন।"

বিমলা সে বিষয় আর কিছু বলিল না—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপর কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িল; আমিও ঘুমাইলাম।

বড় ঘরের গুপ্তকথা।

—lust though to a radient angel link'd
Will sate itself in a celestial bed
And pray on garbage

Shakespere.

গত আষাঢ়মাসে আমি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে নিযুক্ত হইয়াছি। আজ আশ্বিন মাসের চতুর্দশ দিবস হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সংসারে থাকিয়া আমাকে শারীরিক কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হয় নাই। বিশেষত হরনাথ বাবুর স্ত্রী আমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করিতেন। তিনি আমার সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন বলিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার শয়ন ঘরে আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। কখন বা আপনার কক্ষে আমাকে লইয়া গিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেন। এমন কি তাঁহাদিগের স্ত্রীপুরুষের কোন বিশেষ কথা হইলে তাহাও আমাকে বলিতেন। সংক্ষেপে বলিতে কি এই তিন চারি মাসের মধে, তাঁহার সহিত আমার প্রকৃত সখ্যভাব হইয়াছিল।

যাহাহউক আজ অপরাহ্লে আমি পার্শ্বস্থ খিড়কীর বাগানে ছেলে-দিগের লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি; এমন সময় বিমলা আসিয়া সংবাদ দিল "মা ঠাকুরাণী ও বিজয় বাবু ছেলেদিগের দেখিতে আসিতেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বিজয় বাবু কে?"

"জান না, তিনি তোমাদিগের গ্রামের কাছারীতেই থাকেন—তিনি ডাক্তর। মাঠাকুরাণীর সম্পর্কে কে হন?" এই বলিয়া বিমলা হাত ঘুরাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কে?"

বিম। কে জানে! সেই সুবাদে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া যান।

বিমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি কক্ষ-পার্শ্বে দুই জনের

পদশব্দ পাইয়া সশঙ্কিত চিত্তে দণ্ডায়মান হইলাম। বিজয়বাবু কক্ষে প্রবেশমাত্রই অকস্মাৎ "এ কে সু—শী—"। এইরূপ অর্দ্ধ উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন এবং পরক্ষণেই আবার অন্য কথা ফেলিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "বিজয় বাবু! তুমি কি ইহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলে?"

বিজয়। (সন্দিগ্ধ চিত্তে) "হাঁ—না—না—হাঁ, বোধ হয় কোথায় দেখিয়া থাকিব—স্মরণ নাই।"

মাঠাকুরাণী বিজয় বাবুর কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু তাঁহার বাহ্য অবয়ব দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন! যাহাহউক মাঠাকুরাণী সেইটি গোপন করিবার জন্য শরৎ বাবুর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। বিজয় বাবুও একে একে সকল ছেলেগুলিকে আদর করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন। যখন বিজয় বাবু কক্ষদ্বার পরিত্যাগ করিয়া যান তখন দুই বার মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাহা দেখিয়াছিলাম—মাঠাকুরাণী দেখিয়াছিলেন কি না তাহা আমি জানি না; তিনিও শরৎকে বিমলার কোলে দিয়া বিজয় বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

তাঁহারা যাইলে পর, আমি ও বিমলা ছেলেদিগের লইয়া খিড়্কীর বাগানে গেলাম। খিড়্কীর বাগানের দৃশ্য অতি চমৎকার। পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়দিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করি নাই; ইহা প্রায় দশ বার বিঘা উচ্চভূমি। তাহার চতুস্পার্শ্বে রাংচিতাবৃক্ষের বেষ্টন ও মধ্যে মধ্যে মনুষ্য গমনাগমনের দুই একটি পথ। উপবনগর্ভে মালাকরদিগের পারশিতার প্রমাণস্বরূপ নানারূপ পুষ্পবৃক্ষের সতেজ মূর্ত্তি এবং স্বভাবের অতুল নিপুণতার একমাত্র পরিচয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটী কুঞ্জ। তদুপরে দুই চারিটী বিলাতী পুষ্পের লতা। লতাগুলি হেলিয়া দুলিয়া কুঞ্জশিরে উঠিয়া বায়ুহিল্লোলে খেলা করিতেছে। কোনটি বা গুচ্ছভরে নতমুখী হইয়া মধুকরচুম্বনে মৃদুমন্দ নৃত্য করিতেছে। কুঞ্জপার্শ্বে একটি

দীর্ঘিকা—দীর্ঘিকার জল স্বচ্ছ—নির্ম্মল—কাক-চক্ষুর ন্যায় পরিষ্কার। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বাঁধা ঘাট ও চাতাল। আমরা দুই জনে এই বাঁধা ঘাটের চাতালে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম।

বিমলা পূর্ণযৌবনা-বাল্য-বিধবা। দেখিতে সুশ্রী ও গৌরবর্ণ। সে আপনার বিবাহের কথা পাড়িল। বাসরঘরে তাহার বর যে গীতটি গাইয়াছিল সেইটি আস্তে আস্তে গাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম "বিমলা তোকে যদি কেহ বিবাহ করিতে চাহে তাহা হইলে তুই বিবাহ করিস্?"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল "কি রূপ বিবাহ?"

আমি। এই সামাজিক রকমে মাথায় সিঁতিময়ূর দিয়া যদি কেহ বিবাহ করিতে চাহে?

বিমলা বলিল "না—যদি কেহ নূতন নিয়মে বিবাহ করে, তাহা হইলে আমি সম্মত আছি।"

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বিমলা আমার সহিত ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু তাহা নহে; তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিলাম বিমলার অন্তঃকরণ সরল, কিন্তু একটুও ধর্ম্মজ্ঞান নাই।

আমি বলিলাম "বিমলা, ছি—তোমার অতি নীচ-প্রবৃত্তি।"

বিম। বলিলেই যদি নীচ-প্রবৃত্তি হয়, তাহাহইলে যাহারা কার্য্যেতে পরিণত করে তাহাদিগকে কি বলিবে?

আমি বলিলাম "কেন"?

বিমলা কহিল "যখন বিজয় বাবু তোমার নামটী বলিয়াই আবার অন্য কথা ফেলিয়া তাহা গোপন করিতে গেলেন, তখন তুমি মাঠাকুরাণীর মুখপানে চাহিয়াছিলে?

আমি বলিলাম "হাঁ"।

বিম। কিরূপ বোধ হইল?

আমি। মুখখানি যেন ভার ভার দেখিলাম। যেন কত কি সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে?

বিমলা বলিল "তাহাই" ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ?—বুঝিলাম না।"

বিমলা হরনাথ বাবুর তৃতীয় পুত্র সতীশ বাবুকে ডাকিল। সতীশ বাবু আপনার সহোদরদিগের সহিত নিকটস্থ ঘাসের উপর ডিগ্‌বাজী খাইতেছিল, বিমলা ডাকিলে দৌড়িয়া নিকটে আসিল।

বিমলা তাহার চিবুকে হস্ত দিয়া বলিল "দেখ দেখি, কাহার মত মুখ ?"

আমি দেখিলাম; পূর্ব্বে এ বিষয় আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—বিমলার কথা শুনিয়া আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সতীশ বাবুর মুখের সহিত ডাক্তরের মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল "কি রূপ দেখিলে" ?

আমি বলিলাম, যাহা দেখিলাম তাহা কাহাকে দেখাইবার নহে এবং তুমি এ বিষয় আমাকে বলিয়া ভাল কর নাই। কারণ যাঁহার খাই তাঁহার চরিত্রের দোষ না বলিয়া বরং গোপন করাই কর্ত্তব্য।

বিমলা বলিল। "তোমাকে বলিলাম বলিয়া কি সকলকে বলিয়া বেড়াইব। আমাকে তেমন কাঁচা মেয়ে পাও নাই।" এই কথা বলিয়া বিমলা সতীশবাবুকে খেলাইবার অবসর দিল।

সতীশবাবু প্রথমতঃ একটি দৌড় মারিয়া তাহার সঙ্গীদিগের নিকটস্থ ঘাসের উপর গিয়া আহ্লাদে শুইয়া পড়িল। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া শিরীশ বাবুর মুখে একটা দড়ির লাগাম দিয়া ঘোড়া হাকাইতে লাগিল। শিরীশ বাবু ঘোড়া হইয়া লাগাম চিবাইতে চিবাইতে একে দিকে দৌড় মারিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরনাথ বাবুর খানসামা আসিয়া বলিল "মাঠাকুরাণী ছেলেদিগকে লইয়া বিমলাকে যাইতে বলিলেন। বিমলা ও চিনিবাস্ ছেলেদিগকে লইয়া গেল; আমি একাকিনী রহিলাম। কিন্তু আমার মনে মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, কারণ ডাক্তার হরনাথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, আমি একাকিনী আছি. যদি কোন রূপে জানিতে পারেন তাহা হইলে হয় ত এখানে আসিয়া পড়িবেন; এইরূপ চিন্তা করিয়া আমিও

গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় পার্শ্বস্থ রাজপথের উপরস্থিত একটী বৃক্ষমূলে আমার আশাতীত একজন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু দূরতা ও আমাকে পশ্চাৎ করিয়া আছেন বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম না। একবার মনে করিলাম নাম ধরিয়া ডাকি—আবার ভাবিলাম "না। আমি স্ত্রীলোক—সন্দিগ্ধচিত্তে কোন পুরুষ মানুষকে ডাকা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ যদি অপর কোন অপরিচিত ব্যক্তি হয় তাহা হইলে আমাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাৎদিকের কিয়ৎদূর গিয়া ডাকিলাম "দাদা"।

দাদা সম্বোধনমাত্রেই আমার মুখপানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন "একে, সুশীলে!! তুমি এখানে, আর আমি তোমার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি—মাথা মুড়াইয়াছ কেন" ?

আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর করিলাম না; কারণ তাঁহার বাক্যস্ফুরণ মাত্রেই আমার হৃৎকম্প হইল—শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—তাঁহার মুখে মদের গন্ধ!! আমি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিলাম, প্রকৃত কদাচারীর ন্যায় বোধ হইল; তাঁহার কাপড় খানি কাদায় ডুবু ডুবু, জামাটীতে ব্যঞ্জনের চিহ্ন, চাদর খানির মধ্যভাগ কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, পাদুকাদ্বয় সম্পূর্ণরূপ কাদায় পরিপূর্ণ। দেখিবামাত্রেই আমার বোধ হইল যে তিনি গতরাত্রে কোন কুসংসর্গের চক্রে মিসিয়াছিলেন। আমি ভয় ও বিষাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা, তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?"

দাদা। কেন, বাড়ীতে! সেখানে সুকুমারী তোমাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছে এবং রাত দিন কাঁদিতেছে—তুমি বাড়ী চল।

দাদা যত কাল রাত্রে বাড়ীতে ছিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম; কারণ আমাদিগের বাড়ীতে এক্ষণে কেহ নাই। আমি সুকুমারীকে ছোট মাসীর নিকটে রাখিয়া সকল কক্ষগুলিতে চাবি দিয়া আসিয়াছি এবং যোগেন্দ্রের প্রতি পত্রে জানিতেছি যে কুমারী ছোট মাসীর নিকট সস্বচ্ছন্দে

আছে। সেইজন্য আমি নিশ্চয় করিলাম যে, দাদা যে সকল বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

আমি বলিলাম "ভাল দাদা, যে রাত্রে মার অতিশয় ব্যারাম এবং তুমি বাবাকে " ডাকিয়া আনি " বলিয়া গেলে, সে রাত্রে আর আসিলে না কেন ?"

দাদা। দেখ সুশীলে, আমার অন্তঃকরণ বড় সাদা, একটু কপটতা বা প্রবঞ্চনা কিছুই পাবে না, আর বিশেষতঃ আমি তোমার নিকট কখন কোন কথা লুকাই নাই এবং মিথ্যাও বলি না ; সেই জন্য স্পষ্ট বলিতে কি—সে রাত্রে আমি গদাধর ও গোঁয়ার গোপালের নিকট ছিলাম। তাহারা আমাকে ছেড়ে দিল না, কিন্তু আমার আসিতে ইচ্ছা ছিল।

আমি। ভাল তাহাদিগের সহিত কি করিয়াছিলে ?

দাদা। সে রাত্রে কতধুম—কত রগড় তা তুমি জানিবে কি ?

আমি বলিলাম " দাদা আমি তোমার কনিষ্ঠভগ্নী, অতএব আমার সম্মুখে মুখের ওরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমার এরূপ বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

দাদা। কেন, আমি তোমাকে কি বলিলাম ?

আমি। সে যাহা হউক এক্ষণে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি যে যখন তুমি কুচক্রে মত্ত হইয়াছিলে, তখন তোমার কি এটা বিবেচনা হয় নাই, যে মার মৃত্যু হইলে তোমাকে মুখাগ্নি করিতে হইবে।

দাদা। তখন যদি মা ও বাবা দুই জনের মৃত্যু হইত তবুও আমার বাড়ীতে আসিবার অবকাশ ছিল না।

আমি। ভাল, পরদিন সকালে আসিলে না কেন ?

দাদা। আমরা তখন আলাহাবাদে : গোপাল ও গদাধর আমাকে খরচ দিয়া তাহাদিগের সঙ্গে করিয়া লইয়াছিল।

আমি বলিলাম "দাদা, যে দুরাত্মারা চিরকাল কদাচারী বলিয়া খ্যাত, তাহাদিগের সঙ্গে যখন তুমি মিসিয়াছ, তখন তোমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিব্যতীত আর কি হইবে ? মনে কর দেখি, মার মৃত্যু হইলে তোমাদিগের জন্য আমার

মন কিরূপ কাতর হইয়াছিল! আমি একাকিনী সেই শবদেহ কোলে করিয়া যখন বসিয়াছিলাম—চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি, আকাশে মেঘের কড়কড় শব্দ ও ঘোর অন্ধকার! নিকটে কেহ নাই—শুদ্ধ একজন মাত্র অষ্টমবর্ষীয়বালিকা সেও নিদ্রিতা! তখন আমার মনে কিরূপ হইল!! তখন আপনাকে কিরূপ সহায়হীন বলিয়া বোধ করিলাম! আর বিশেষতঃ তোমরা বর্ত্তমানে আমাকে কুলবালা হইয়াও সেই রাত্রে একজন সামান্য পুরুষের সাহায্যের নিমিত্ত তাহার বাড়ী যাইতে হইয়াছিল, এটি কি তোমাদিগের পৌরষ না অপযশঃ? যাহাহউক তখন তোমার মনে কি একটু বিবেচনা হইল না যে আমি এক্ষণে আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়াছি, কিন্তু মার মৃত্যু হইলে সুশীলা একাকিনী কি করিবে? আর বিশেষতঃ দেখ, আমি তোমার ভরসাই অধিক করিয়াছিলাম, কারণ আমি এক রূপ মনে মনে বুঝিয়াছিলাম যে বাবা দেশত্যাগী হইয়াছেন, কিন্তু তবুও ভাবিতাম আমাদের বাবা নাই, কিন্তু দাদা আছেন। কোন কষ্ট হইলে আমরা তাঁহার নিকট জানাইব, অন্নাভাব হইলে আমরা তাঁহারই গলাধরিয়া ক্রন্দন করিব, কিন্তু এক্ষণে দেখ, তুমি জীবিত থাকিতে আমাকে একমুষ্টি অন্নের জন্য পরের দাসত্ব করিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে! এই সমস্ত দেখিয়া কি তোমার মনে একটু করুণার লেশ মাত্রও উদয় হয় না?

দাদা কিয়ৎক্ষণ অন্যমনে থাকিয়া উত্তর দিলেন "হাঁ ঠিক"?

আমি পুনশ্চ বলিলাম "দাদা তুমি অসৎসঙ্গ ছাড়—গৃহে গিয়া সংসারী হও এবং আমাদিগের বাড়ীতে লইয়া যাও।"

দাদা। এখন নহে—যতদিন না বাবার সন্ধান পাইব ততদিন বাড়ীতে যাইব না এবং তোমার সহিত ও সাক্ষাৎ করিব না"।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার কাছে আসিবে না কেন?"

দাদা। সময় কোথায়? বাবার জন্যই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে তোমার কাছে আসিবার অবসর কোথায়? যাহাহউক সুশীলা, এক্ষণে দাড়াইবার আর আবশ্যক করে না: চল না কেন, তোমার বাবুর বাড়িতে চুপি চুপি একটি ঘরে বসিয়া গল্প করি?

আমি। কেন গোপনে যাইবার আবশ্যক কি? এস না কেন আমি তোমাকে প্রকাশ্য লইয়া যাই।

দাদা। না—আজ নহে—আমার কাপড়টা বড় ময়লা আছে। যাহা-হউক সুশীলে, এস্থানটি কেমন রমণীয়!! না?

আমি বলিলাম "হাঁ"।

ঐটী বুঝি হর নাথ বাবুর বাড়ী দেখা যাচ্চে? এই বলিয়া দাদা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

আমি পুনরায় উত্তর করিলাম "হাঁ"।

দাদা। বাঃ! কি সুন্দর বাড়ীটি—বুড় ব্যাটার খুব টাকা আছে, না?

আমি বলিলাম "তাহা কি তুমি জান না জমিদারদিগের কোনকালে টাকার অভাব নাই?"

দাদা। অগাধ বিষয়, আঁ্যাঃ? ওরা বারমাস রূপার বাসন ব্যবহার করে না কি?

আমি বলিলাম, "না তা নয়; অনেক রূপার বাসন আছে বটে, কিন্তু আত্মকুটুম্ব না এলে সে গুলি বাহির করে না, লোহার সিন্দুকে তোলা থাকে।

দাদা। বাড়ীতে অনেক চাকর দাসী, না?

আমি বলিলাম, "হাঁ, বড় মানুষদিগের চাকর বাকরই হাত পা, সুতরাং অধিক না থাকিলেই বা হইবে কেন?"

যখন হরনাথবাবু আমাদিগের গ্রামে যাইতেন তখন তাঁহার সহিত "চিনিবাস" নামক একজন চাকর যাইত; সেই জন্য দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, চাকরের নাম বুঝি "চিনিবাস"।

আমি বলিলাম, "হাঁ"।

দাদা। তাহারই বুঝি সমস্ত জিম্মা?

আমি। না—রূপার হুঁকা, আলবোলা, বৈঠক প্রভৃতি তোষাখানার যে যে সামগ্রী, সকলই তাহার জিম্মা। বাসন গুলির চাবি মা-ঠাকুরাণীর কাছে থাকে।

এইটি বলিয়াই আমার মনে মনে সন্দেহ হইল—দাদা এত সন্ধান লইতেছেন কেন! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা! তোমার এরূপ বিস্তারিত জানিবার আবশ্যক কি?

দাদা বলিলেন "তাহাতে দোষই বা কি? তবে হরনাথ বাবুর ঐশ্বর্য্য থাকিলে তুমিও সচ্ছন্দে থাকিবে—সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করা; তা তুমি যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হও, তবে জিজ্ঞাসা করিব না।"

আমি বলিলাম "না দাদা, তুমি জিজ্ঞাসা কর—রাগ করিও না।

দাদা পুনশ্চঃ জিজ্ঞাসিলেন "ভাল, হরনাথ বাবুর কাছে বুঝি কিছুই থাকে না?"

আমি বলিলাম "না—তাঁহার যা কিছু সকলই পরিবারের জিম্মা।"

দাদা। হবে না কেন—ব্যাটার বুড় বয়সে যুবতী স্ত্রী হয়েছে কি না? তাহাতেই মরে আছে।

আমি দাদার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলাম; বলিলাম "দাদা দেখদেখি কুসংসর্গে বেড়াইয়া তোমার এরূপ স্বভাব হইয়াছে যে আমার সম্মুখেও তোমার মুখের একটু আবরু নাই। ছি দাদা, তুমি কুসংসর্গ ছাড়—তোমার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা হইতেছে।

দাদা বলিলেন "কৈ, আমিত আর তাহাদিগের সঙ্গে বেড়াই না। এখন সব পরিত্যাগ করেছি; যাহ'ক সুশীলে তুমি খুব সচ্ছন্দে আছ এবং আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক; তোমাকে আমি এমনি ভালবাসি যে, তুমি যেখানে থাক সেখানটি দেখ্‌লেও সন্তুষ্ট হই। ভাল ঐ যে উপর ঘরের জানালা খোলা দেখা যাচ্চে—একটি খাটের উপর মশারির ঝালর উড়চে, ওখানে কে শোয়?

আমি বলিলাম "হরনাথ বাবু।"

দাদা। তুমি বুঝি নিচের ঘরে থাক?

আমি। না, হরনাথ বাবুর ঘরের পাশে ঐ যে ছোট জানালাটী দেখিতেছ ঐটী আমার।

দাদা। ঘরটি বেশ ছোটখাট বটে কিন্তু যেন ঝিরিঝিরি বলে বোধ হচ্চে, তা তুমি কি একলা থাক?

আমি বলিলাম "হাঁ; আগে আমি ও বিমলা বলে এক জন পরিচারিকা থাকিত, একক্ষণে আমাকে একলা থাকিতে হয়।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রে ভয় করে না?"

আমি বলিলাম "ভয় করিলেই বা উপায় কি?"

দাদা। কেন তোমাদিগের বাড়ীতে কি পিস্তল বন্দুক কিছুই নাই? হরনাথ বাবু শুনেছি ইংরাজী প্রকৃতির লোক—তবে এ সব নাই কেন?

আমি বলিলাম "না দাদা—ওসব কিছুই নাই, তবে সদর দ্বারে দুই তিন জন পাক আছে তাহারা সমস্ত রাত্ পাহারা দেয়—এখানে চোরের ভয় নাই।"

দাদা আর কিছু বলিলেন না, কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঐ যে একটা কুকুর ডাকিতেছে না?"

আমি বলিলাম "একটা নহে, দুটা আছে।

দাদা সভয়ে কহিলেন "তবে আমি যাই, এখানে আসবে না ত?"

আমি। না, তার ভয় নাই। উহাদিগের দিনের বেলা বাঁধিয়া রাখে—রাত্রি হইলে ছাড়িয়া দেয়।

দাদা। তা বটেই ত—দিনের বেলা আর চোরের ভয় কি? যাহ'ক সুশীলে, আমি এইমাত্র দেখিলাম যেন ঐ ঘাটের চাতালে দুইতিনটী ছেলে খেলা করিতেছে, আর চাতালের উপর দুইটী স্ত্রীলোক বসিয়া গল্প করিতেছে; এক জনের কোলে একটী ছোট ছেলে—সে কি তুমি?

আমি বলিলাম "আমরাই বটে, কিন্তু আমার কোলে ছেলে ছিল না—বিমলা শরৎবাবুকে লইয়াছিল।

দাদা। ভাল হরনাথ বাবু এত বড়মানুষ কিন্তু কৈ তাঁর ছেলেদের গায়ে তো একখানাও গহনা দেখিলাম না—এর কারণ কি?

আমি। তিনি ওসব ভাল বাসেন না; তিনি যাকিছু করেন, সকলই ইংরাজীপোষাক। আর বিশেষতঃ ছেলেদের গায়ে গহনা দিলে চুরি হইবার সম্ভাবনা এবং হয়ত তাহাতে প্রাণেরও সংশয়।

দাদা। যাহ'ক তোমরা কি প্রত্যহই এই দিকে আস ?

আমি বলিলাম " হাঁ। "

দাদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন " সুশীলে ! তুমি বাড়ী যাও, প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, কেহ দেখিলে মন্দ ভাবিতে পারে। এই বলিয়া দাদা গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

আমি কহিলাম " দাদা তুমি একটু দাঁড়াও; আমি আর একবার তোমাকে দেখিয়া লই; এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

দাদা। সুশীলে তুমি কাঁদিও না—আমি আবার আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে বাবার সন্ধান করিয়া বাড়ীতে যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই।

আমি। দাদা আমি তোমার ভরসাই অধিক করি; যাহাতে বাবা বাড়ীতে আইসেন এবং আমরা বাড়ী গিয়া পুনর্ব্বার তাহার স্নেহভাজন হইয়া থাকিতে পারি, এইটী করিও।

পরক্ষণেই দাদা চলিয়া গেলেন, আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ চাহিয়া রহিলাম; শেষে আর দেখিতে পাইলাম না—গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্ঘটন।

* * * * * দিবস রজনী
নাহিক অপর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে
ভাবেন, কৃতান্ত বুঝি আপন আলয়ে হরেছে
মাণিক তাঁর,

নির্বাসিতের বিলাপ।

আমি বাড়ীতে প্রবেশমাত্রেই শুনিলাম, মাঠাকুরাণী আমাকে দুইতিন-বার ডাকিয়াছিলেন, আমি সেই কারণ প্রথমতঃই তাঁহার শয়ন-কক্ষে গেলাম। দেখিলাম তিনি আপন শয্যায় শুইয়া অনন্যমনে কি ভাবিতে-ছেন। আমি যাইবামাত্রেই বলিলেন "সুশীলে এসেছ—এস, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।" এই বলিয়া তিনি আপন মনোগত অভিপ্রায়টী বলিবার জন্য ভূমিকা করিলেন; "সুশীলে! আমি যদি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে তুমি সত্য করিয়া বলিবে?"

আমি বলিলাম "আমি কোন্ কালে আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলিয়াছি?

মাঠা—। হাঁ, আমি তাহা বিলক্ষণ জানি এবং সেই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভাল ঠিক্ করিয়া বল দেখি, ইতিপূর্ব্বে বিজয়বাবুর সহিত তোমার আর কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না?

আমি বলিলাম "হইয়াছিল।"

মাঠা—। কোথায়?

আমি। আমাদিগের বাড়ীতে—মার যখন ব্যারাম হয়, তখন বিজয়-বাবু তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

মাঠা—। আর কোথাও নহে?

আমি বলিলাম "হাঁ, মার মৃত্যুরাত্রে তিনি আমাকে ছদ্মশ্মশ্রু হইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছিলেন।

মাঠাকুরাণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায়?"

আমি বলিলাম "জানি না—বোধ হয় তাহার কোন দুষ্টাভিসন্ধি ছিল।" এইরূপ আমি সে রাত্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটী তাঁহাকে বলিলাম।

মাঠাকুরাণি কিয়ৎক্ষণ ক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কিছু তো নহে?"

শুনিবামাত্রেই ক্রোধে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, আমি বলিলাম "মাঠাকুরাণী! আমি আপনার দরিদ্র পরিচারিকা বলিয়াই কি আমাকে এরূপ বলিতেছেন? আমার সহিত যদি বিজয়বাবুর অপর কোন সম্বন্ধ থাকে তাহাহইলে জগদীশ্বর তাহার বিচার করিবেন।"

মাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "না সুশীলে আমি সে কথা তোমাকে কিছুই বলিতেছি না; আমি জানি তোমার চরিত্র নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক। যাহাহউক জগদীশ্বর তোমার অবশ্যই ভাল করিবেন।"

আমি তাঁহার কথার আর কোন উত্তর দিলাম না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। মাঠাকুরাণী বলিলেন "এক্ষণে যাও, তোমাকে আর আবশ্যক নাই, শুদ্ধ এইটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই ডাকিয়াছিলাম।"

আমি চলিয়া আসিলাম। আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিলাম বিমলা শরৎবাবুকে দুদ্ খাওয়াইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা শরৎবাবুকে লইয়া মাঠাকুরাণীর নিকট দিয়া শুইতে গেল। আমিও আহারাদির পর ছেলেদিগের নিকটেই শয়ন করিয়া স্বাভাবিক নৈশচিন্তায় মগ্ন হইলাম।

প্রমথতঃ ভাবিলাম—দাদা কিপর্য্যন্ত না কদাচারী হইয়াছেন; বোধ হয় বাড়ী ত্যাগকরা অবধিই তাঁহার এরূপ হইয়াছে। যাহাহউক ভবিষ্যতে তাহার কি ঘটিবে! এই চিন্তাটিই বলবতী হইতে লাগিল। হয়ত তাঁহাকে কোন রূপ দুষ্কর্ম্মের জন্য কারাগারে থাকিতে হইবে—হয়ত

লোকে দেখিলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে—তাঁহার সহিত কেহ আলাপ করিবে না ; কিম্বা এক মুষ্টি অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে হইবে—ভিক্ষা না পাইলে হয়ত একান্ত জঘন্যকর চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

বস্তুতঃ আমার মনে এরূপ হইল যে জগতের যত অনিষ্ট, বিপদ, দুর্ভাগ্য, আছে, সকলই দাদার অদৃষ্টে ঘটিবে ; এই ভাবিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলাম। পুত্র, কলত্র, দাস, দাসীসমাকীর্ণ সংসারে থাকিয়া অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না, শেষে আপনা আপনিই ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলাম ; কিন্তু চিন্তালহরীর শেষ মিটিল না। প্রথমতঃ যোগেন্দ্রকে মনে পড়িল—সুকুমারীর শারীরিক অবস্থাটী ভাবিলাম—শেষে বিমলা খিড়কীর বাগানে যাহা আমাকে বলিয়াছিল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম সতীশ বাবুর মুখের অবয়ব বিজয়বাবুর মত, তবে কি বিজয়বাবুর সহিত মাঠাকুরাণীর সত্যসত্যই কোন রূপ অলৌকিক সম্বন্ধ আছে? না, এরূপ হইবে না! আবার ভাবিলাম আশ্চর্য্য কি? লোকের বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না। আর তাহা না হইলেই বা, বিজয়বাবুর সহিত আমার আর কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, মাঠাকুরাণীর এইটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এত শিরঃপীড়া হইল কেন? যাহাহউক মাঠাকুরাণীর দুশ্চরিত্রের এরূপ সন্দিগ্ধ পরিচয় পাইয়া আমি মনে মনে দুঃখিত হইলাম ; কারণ মাঠাকুরাণীর সহিত আমার চাকর ও মনিব সম্বন্ধ-ব্যতীত অনেকটা বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

আমি এইরূপ অনেক্ষণ চিন্তা করিয়া নিদ্রা গেলাম। শয়ন করিয়া কতক্ষণ জাগ্রত ছিলাম এবং কখনই বা নিদ্রা গেলাম তাহা জানি না : একবারে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলাম ভোর হইয়াছে—আকাশে কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাড়ীর পরিচারিকাগণ গৃহকর্ম্ম করিতেছে—সংমার্জ্জনী ও বাসনের শব্দ হইতেছে। আমি গাত্রোত্থান করিয়া সে দিনের দৈনিক কর্ম্মগুলি একে একে সম্পন্ন করিলাম।

আজ বৈকালে আমি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত খিড়কীর বাগানে যাইতে পারিলাম না। বিমলাকে বলিলাম "বিমল্ আমার অসুখ হইয়াছে সেই কারণ তোমার সহিত যাইতে পারিব না।"

বিমলা বলিল "আমি কি একলা এতগুলি ছেলেকে আঁটিতে পারিব ?"

আমি কহিলাম "না পার শুদ্ধ শরৎবাবুকে লইয়া যাও, অপরগুলি এখন আমার কাছে থাকিবে।"

বিমলা তাহাই করিল।

বিমলা যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন পরিচারিকা আসিয়া আমার হাতে এক খানি ডাকের চিঠি দিয়া বলিল, "এই চিঠিখানি লও, আজ সকালে ডাকে আসিয়াছে; তোমাকে দিতে ভুলিয়াছিলাম" এই বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল। আমি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে বসিলাম।

চিঠিখানি যোগেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়াছিল, আমি সেই কারণ দুইবার পড়িলাম—একবার পড়িয়া আশা পুরিল না। যোগেন্দ্রের পিতা তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য যোগেন্দ্র বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া আমার হালসাকিম হইতে প্রায় দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গ্রামে অবস্থিতি করিতেছে। যোগেন্দ্র লিখিয়াছে, আমি আজ-কালের মধ্যেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।

আমি যোগেন্দ্রের চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলাম। কি লিখিলাম মাথা মুণ্ড, তাহা আর জানাইবার আবশ্যক নাই। পাঠকমহাশয় যদি ভাবুক হয়েন তাহাহইলে বুঝিয়া লইবেন; আমি যাহাকে ভালবাসি ও যাহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ, সে আমার জন্য অপরের সহিত পাণিগ্রহণের স্থিরতা দেখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। ইহার উত্তর যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিলাম। শুদ্ধ লিখিলাম না, যে সময় পত্রখানি পাঠ করি ও তাহার প্রত্যুত্তর লিখি, সে সময় আমি আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলাম। পাঠক মহাশয় আমার এরূপ বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।

যাহাহউক আমি এইরূপ অনন্যমনে চিঠিখানি লিখিয়া শিরোনামায়

আমি লিখিতেছি, এমন সময়ে নীচের একটী কক্ষে ক্রন্দন রোল উঠিল এবং আমাদিগের পার্শ্বস্থ সিঁড়ীর উপর দুই জন পরিচারিকার দ্রুত-আগমনের পদশব্দ হইল! আগন্তুকদ্বয় উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে—আমি শুনিলাম, বিপন্ন ও বিষণ্ণ ব্যক্তির আর্ত্তনাদ!! শুনিবামাত্রেই আমার হৃদয় চমকিয়া উঠিল! নিশ্চয় করিলাম আজ সংসারে কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে! দেখিতে দেখিতে আমার কক্ষদ্বার খুলিয়া একজন পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয় ও দ্রুত-আগমনপ্রযুক্ত তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। পরিচারিকা কপালে করাঘাত করিয়া—সর্ব্বনাশ হলো! সর্ব্বনাশ হলো!!

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে?"

পরিচারিকা। আর কি! শরৎ—শরৎ—

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে শরৎবাবুর বুঝি জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে; জিজ্ঞাসা করিলাম "শরৎ বাবুত শারীরিক ভাল আছেন?"

পরিচারিকা বলিল—"কেমন আছেন ভগবানই জানেন; আহা! বাছার কি হবে গা?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বলই না—কি হয়েছে?"

পরিচারিকা। চুরি—চুরি—শরৎ বাবু চুরি গিয়াছে!

শুনিবামাত্রই আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আমি বলিলাম "চুরি গিয়াছে তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তাহার গায়ে ত কোনরূপ অলঙ্কার ছিল না যে চুরি যাইবার সম্ভাবনা।"

পরিচারিকা বলিল "কি জানি। কি সর্ব্বনাশ হইল! এই বলিয়া পুনরায় মাথা চাপড়াইতে লাগিল।

আমি একে একে পরিচারিকার নিকট হইতে শরৎবাবুর অপহরণ বৃত্তান্তটী সমস্তই জানিয়া লইলাম, কিন্তু পরিচারিকা যেরূপ উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল তাহার অনুরূপ পাঠক মহাশয়ের জ্ঞাতব্য নহে, সেই কারণ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নে লিখিলাম।

বিমলা আমার নিকট হইতে শরৎ বাবুকে লইয়া খিড়কীর বাগানে যায়। তখন সূর্য্য প্রায় অস্তমিত ; বিমলা অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণ অতিক্রমকরিবার জন্য শরৎবাবুকে কোলে করিয়া একটী বৃক্ষমূলে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ বাবু ঘুমাইলেন। বিমলা হস্তস্থিত এক খানি হনুমানচরিত্র খুলিয়া দেখিতে লাগিল। বিমলা অদৃষ্টগণনা বিশ্বাস করিত, সেইজন্য অবসর হইলে প্রায়ই হনুমানচরিত্র লইয়া পড়িতে বসিত।

যাহাহউক বিমলা নিদ্রিত শরৎ বাবুকে কোলে করিয়া আপনা-আপনি নয়ন মুদিয়া হনুমানচরিত্রের গণনাচক্রে অঙ্গুলিস্পর্শ করিতেছিল, এবং সূচিপত্র খুলিয়া আপন অদৃষ্টের ভাবিঘটনাগুলি দেখিতেছিল ; এমন সময়ে একজন ক্ষীণ ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যষ্টিহস্তে অকস্মাৎ বিমলার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বলিল " এই বটে "।

বিমলা তাহার এরূপ অকস্মাৎ আগমন দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধা বলিল "ভয় নাই; আমি তোমার অদৃষ্ট গণিতে আসিয়াছি আমাকে যদি ভাল করিয়া বিদায় কর, তাহাহইলেই তোমার অদৃষ্ট গণিয়া দি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া যেন আর একজনকে আসিতে ইঙ্গিত করিল ; দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ পার্শ্ব হইতে আর এক জন মধ্যমবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইনি দেখিতে অতি *পরিপাটি-সুন্দর।* অঙ্গ-সৌষ্ঠব পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোকের ন্যায় কমনীয়। মুখখানির মনোহারিত্ব দেখিলে বোধ হয় অনেক অসামান্য রূপবতীরও ঈর্ষা হয়। কেশগুলি নৈশঅন্ধকারের ন্যায় কাল ও ঘাড়, কিন্তু সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না—একখানি রাঙ্গা রুমালে আবৃত। ইহাদিগের বেশভূষা দেখিলে দেশীয় স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হয় না। যাহাহউক, বিমলা পার্শ্বস্থ পদ-শব্দ পাইয়া নবাগত সুন্দরীর প্রতি নেত্রপাত করিল। একে অসামান্য রূপবতী, তাহাতে বিদেশীয় বেশভূষায় সুসজ্জিত—বিমলা তাহাকে দেখিয়া অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধা বিমলার বিস্মিতভাব দেখিয়া বলিল " দেখ দেখি কেমন সুন্দরী ! —ইনি আমার কন্যা ; অদৃষ্ট গণিতে ইহার ন্যায় পারদর্শী আর কেহ নাই, ইহাকে দেখিয়া কি তোমার ভক্তি হইতেছে না ?"

বিমলা মস্তকাভিনয় করিয়া বলিল " হাঁ। "

বৃদ্ধা। আমাকে কিছু দাও, আমি তোমার অদৃষ্ট গণিয়া দি ; ঐ যে হনুমানচরিত্র তুমি পড়িতেছ, উহার ন্যায় কতচরিত্র আমার কন্যার কণ্ঠস্থ।

বিমলা সহজেই নির্ব্বোধ, সুতরাং বৃদ্ধার কুহকে ভুলিয়া আপন অঞ্চল হইতে একটি সিকি খুলিয়া দিল।

বৃদ্ধা বলিল " ইহাতে হইবে না, আরও কিছু দাও।"

বিমলা। ভাল, আগে তুমি আমার হাত গণিয়া বলিয়া দাও, পরে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।

বৃদ্ধা বিমলার করপুট দেখিয়া বলিতে লাগিল " তুমি এক জন ধনাঢ্য লোকের পরিচারিকা, এই যে তোমার কোলে ছেলেটী ঘুমাইতেছে এটি তাঁহারই ? "

বলিবামাত্রেই বিমলা মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল " হাঁ। "

বৃদ্ধা পুনশ্চ আরম্ভ করিল " তুমি এক্ষণে এক জন সামান্য পরিচারিকার ন্যায় আছ, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে সুখ আছে। "

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল " কিরূপ ? "

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "তোমার বাবুর বাড়ীতে সম্প্রতি তিন জন ভদ্রলোক আসিবেন ; তাঁহারা সকলেই ধনাঢ্য, এমন কি অসংখ্যধনের অধিপতি ; তন্মধ্যে একজন তোমার রূপে মোহিত হইয়া তোমার সহিত গোপনে আলাপ করিতে চাহিবেন ; তুমি তাহাতে সম্মত হইবে না। দ্বিতীয়বারে চিঠি লিখিয়া তোমার মত জানিবার জন্য উৎসুক হইবেন, কিন্তু তিনি আপন পত্রে তাঁহার নাম লিখিতে বিস্মৃত হইবেন বলিয়া তুমি তাহার উত্তর দিবে না। তৃতীয়বারে তিনি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিবেন ; তুমি বাল্যবিধবা, সুতরাং বিধবাবিবাহ-

মতে তোমরা উভয়েই পাণিগ্রহণে সম্মত হইবে। তাহাহইলে তুমি লক্ষেশ্বরী হইয়া সুখে কাল যাপন করিবে।"

বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া বিমলা মনে মনে করিল "আমি ত সত্য সত্যই রূপসী, অতএব আমাকে যে বড় লোকে বিবাহ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?" এইরূপ ভাবিয়া বিমলা মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া গর্ব্বিতভাবে বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধার কন্যা বলিল "দেখ, মা যাহা বলিতেছেন ও বলেন, তাহা বেদ-বাক্যের ন্যায় সত্য ও অমোঘ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহাহউক তুমি যেমন সুরূপা, তেমনি তোমার অদৃষ্টে অতুল সুখভোগ আছে। তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিবে না; বহুমূল্য অলঙ্কার, হীরক ও মুক্তাখচিত নানারূপ পরিচ্ছদ, দাসদাসীসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ সংসার, সকলই তোমার অদৃষ্টে জাজ্বল্যমান! যাহাকে তুমি বরণ করিবে, তিনিও তোমার ন্যায় সুশ্রী ও সুন্দর। তাঁহার গায়ে যেরূপ বহুমূল্যের পরিচ্ছদ আছে, তাহা বোধ হয় অনেক বড় লোকে চক্ষেও দেখে নাই।"

বিমলা ক্রমশঃই অহঙ্কারে ফুলিয়া গর্ব্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কি শীঘ্রই ঘটিবে"?

"হাঁ, অতি শীঘ্র—বোধ হয় তিন মাসের মধ্যেই তোমার ভাবিপতির সহিত মিলন হইবে।" বৃদ্ধার কন্যা উত্তর করিল। "কিন্তু সাবধান, যে তিন জন তোমার বাবুর বাড়ীতে আহুত হইবেন, তাঁহারা সকলেই তোমার পাণিগ্রহণে উৎসুক; তন্মধ্যে একজন তাঁহার কোন আত্মীয়কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন; অপরটী কোন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী হইতে যাত্রাকালীন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবেন। শেষ যেটী থাকিবেন, তিনই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ—তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিও"।

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল যদি তিনটীই আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, তাহাহইলে কোন্‌টি নিরাপদ, আমি কিরূপে জানিব?

বৃদ্ধা বলিল "তাহাও আমি বলিয়া দিতে পারি, যদি তুমি আদ্ ঘণ্টার নিমিত্ত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকিতে পার তাহাহইলে আমার বিদ্যার গুণে তোমার ভাবিপতির প্রতিবিম্ব দেখাইতে পারি।"

বিমলা তাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিতে স্বীকার করিল। বৃদ্ধাও এই অবসরে আপন কন্যার মস্তক হইতে লাল রুমালখানি লইয়া বিমলার চক্ষুঃ বন্ধনকরিয়া বলিল "স্থির হইয়া বসিয়া থাক, আদ্ ঘণ্টার মধ্যেই তোমার ভাবিপতির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।" বিমলা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

যখন বৃদ্ধা বিমলার চক্ষুঃ বন্ধন করে, শরৎ বাবু সেই সময় তাহার কোলের নাড়ায় জাগ্রত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বলিল "দাও, উহাকে আমি শান্ত্বনা করিতেছি, ওরূপ গোলযোগ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিমলা আগ্রহের সহিত শরৎ বাবুকে তাহার কোলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ বাবু নিস্তব্ধ হইলে বৃদ্ধা বলিল "সাবধান, চক্ষের কাপড় খুলিও না, তাহা হইলে সকলই বিফল হইবে।"

বিমলা মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল "না"।

ক্রমে পাঁচ মিনিট্, দশ মিনিট্ আধ ঘণ্টা চলিয়া গেল, কিন্তু বিমলার ভাবিপতির প্রতিবিম্ব আসিল না। এদিকে সকলই নিস্তব্ধ! ইতিপূর্ব্বে বিমলার নিকট যে মনুষ্যসমাগমের শব্দ হইতেছিল, তাহা পরিসমাপ্ত হইল; বিমলা দেখিল নিকটস্থ আগুন্তকদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও সাড়া নাই; তখন সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "কৈ কেহইত আসিল না?"

বিমলার কথায় কে সাড়া দিবে? কেহই নাই—সমস্তই নিস্তব্ধ—নীরব! সকলই পলাতক!! তখন বিমলা সম্পূর্ণ প্রতারণা জানিয়া সজোরে চক্ষের রুমালখানি খুলিয়া ফেলিল; দেখিল "কেহই নাই"!!—বিমলা অকস্মাৎ ভয় ও বিস্ময়ে অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণপরে আবার আপনাপনি উঠিয়া ভাবিতে লাগিল—"আমি কি

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? শরৎ বাবু ত আমার নিকটে!" এই ভাবিয়া তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া দেখিল "শরৎ বাবু নিকটে নাই!!" তখন পাগলের ন্যায় আলুথালুবেশে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিয়া দৌড়িতে লাগিল।

যে সময় বিমলা আর্ত্তনাদ করিয়া শরৎ বাবুর অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, সে সময় সে দিকের মহলে কেহই ছিল না, সেই জন্য তাহার আর্ত্তনাদ কেহই শুনিতে পায় নাই। বিমলা শরৎ বাবুর অনেক সন্ধান করিয়া কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না; তখন নিরুপায়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল; দেখিল একজন বাগানের মালী সেই দিকে আসিতেছে। বিমলা বর্ত্তমান ঘটনাটীর আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিল; মালিও তচ্ছ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার বিমলার সহিত বাগানের চতুর্দ্দিকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কাহারও দেখা পাইল না।

পরক্ষণে মালী শীঘ্র গিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিল। মাঠাকুরাণী সে সময় কি করিতেছিলেন, তাহা আমি জানি না; তাহার মুখে শরৎবাবুর অপহরণ বৃত্তান্তটী শুনিবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

স্ত্রীলোকের উচ্চরোদন!! বর্হিবাটী হইতে হরনাথ বাবু ও বিজয় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই শুনিলেন। বিজয়বাবুর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরনাথ বাবুর নয়নে এক বিন্দুও জল দেখিতে পাওয়া গেল না।

যাহাহউক যে সময় বিজয় বাবু ও হরনাথ বাবু মাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত ছিলেন, সে সময় বিমলাও তাঁহাদিগের কাছে দণ্ডায়মান ছিল। বিজয় বাবু বিমলাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন; অভাগিনী পূর্ব্বমত ভয় ও বিস্ময়ে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই অবধি বিমলা মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হইল।

হরনাথ বাবু অনতিবিলম্বে বর্হিবাটীতে আসিয়া আপন দাওয়ানজীকে খানসামা, দাস, দাসী, পাক, লঠীয়াল সকলকে ডাকিতে অনুমতি করিলেন এবং এক এক জনকে এক এক দিকে শরৎ বাবুর সন্ধান করিতে

পাঠাইলেন। এক জন লোককে কলিকাতায় গিয়া বড় বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপন ছাপাইতে আদেশ করিলেন। বিজ্ঞাপনের শিরোনামায় "৫০০৲ টাকা পুরস্কার" এবং গর্ভে শরৎবাবুর অবয়ব, বর্ণ ও বয়ক্রম আর দুইটী স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ বর্ণনা লিখিত হইল। দুই তিন জন লোক বিজ্ঞাপন-গুলি লইয়া গ্রামের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানের প্রত্যেক চৌমাথার উপর মারিতে গেল; কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়াইল না। দুই তিন ঘণ্টার পর এক এক জন এক এক সময়ে শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কেহই শরৎ বাবুর কোন সন্ধান বলিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমাচার।

*　　*　　*　　পরং ত্বদুক্তত্তর
ত্বয়ৈব মাতঃ সুতশোকসাগরঃ।

নৈষধ চরিতম্।

আজ মধ্যাহ্ন; চতুর্দ্দিক রৌদ্রে কাট ফাটিতেছে। বাড়ীর পরিচারিকা-গণ প্রায় সকলেই আহারাদি করিয়া আলস্য রাখিতেছে। হরনাথবাবু বহির্বাটীতে আমলাদিগের সহিত জমিদারীর খাতা দেখিতেছেন; একজন বেহারা তাহার কাছারীগৃহের দেয়ালের ভিতর দিয়া এক গাছা দোলা-পাখার দড়ী লইয়া বহির্ভাগ হইতে পাখা টানিতেছে, কেহবা কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বাঁধা হুকায় তামাক সাজিয়া কলিকাতে ফুৎকার দিতেছে; আমি এই সময় একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় একজন পরি-চারিকা আসিয়া বলিল "গিন্নীমা তোমাকে ছেলেদিগের লইয়া তাঁহার কাছে যাইতে বলিলেন"। আমি শুনিবামাত্র মনে করিলাম মাঠাকুরাণী এক্ষণে পুত্রশোকে কাতর, হয়ত তাঁহার অবশিষ্ট গুলিকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকিবে। যাহাহউক, আমি সেই জন্য সতীশ ও শিরীশ বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তিনি খাটের উপর শয়ন করিয়া আকুলনয়নে কাঁদিতেছেন; ডাক্তর বিজয়বাবু তাঁহার শিরোদেশের উপাধানের নিকট বসিয়া আছেন। আমি যাইবামাত্র বিজয়বাবু খাটের উপর হইতে সম্মুখস্থ একখানি কেদারায় সরিয়া বসি-লেন। আমি ছেলেদিগকে লইয়া মাঠাকুরাণীর নিকটে দিলাম; তিনি তাহাদিগের দুইটীকে বুকে করিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

বিজয় বাবু বলিলেন "তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? যখন শরতের গায়ে কোন গহনা নাই, তখন তাহার প্রাণের কোন আশঙ্কা কি? আমার বোধ হইতেছে তস্করেরা পুরস্কারের লোভ পাইলে অবশ্যই কোন না কোন উপায়ে রাখিয়া যাইবে, কারণ আমি বিলক্ষণ বলিতে পারি যে শরৎকে শুদ্ধ পুরস্কারের আঁশয়ে লইয়া গিয়াছে।"

মাঠাকুরানী বিজয়বাবুর কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন; কিন্তু পুত্রশোক কি লোকের সামান্য প্রবোধ বাক্যে নিবারণ হয়? তিনি তাঁহার ক্রোড়স্থ শিরীশ ও সতীশ বাবুর মুখপানে চাহিয়া পুনরায় সাশ্রুনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! যে ব্যক্তির কখন পুত্রশোক হয় নাই সেই ধন্য!! পণ্ডিতেরা মহাদেবের ত্রিশূলাঘাত অপেক্ষা পুত্রশোক অসহ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাই বটে, মাঠাকুরাণীর বিনয়, কাতরতা ও অধীরতা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল; আমি মনে মনে স্থির করিলাম এস্থান হইতে সরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মাঠাকুরাণী আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন "একটু অপেক্ষা কর ছেলেদিগের লইয়া থাকিতে হইবে।" আমি সেই জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমার চক্ষের জল পতনোন্মুখ সুতরাং তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত কক্ষস্থ একটী মুক্তবাতায়নের নিকট গিয়া আমাকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে হইল। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকিবে এই বাতায়নের নিকট দাঁড়াইলে খিড়কীর বাগানের প্রায় সমস্তই দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ পূর্ব্বদিন দাদা এই বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া হরনাথবাবুর শয়নগৃহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যাহাহউক সজলপূর্ণনয়নে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইবা মাত্র নিম্নগামী বারিধারা নিম্নেই পড়িয়া গেল—আমি বদনচুম্বিত জলভাগ অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলাম, চক্ষুরুন্মীলন করিলাম কিন্তু কি দেখিলাম—কিছুই নহে—আকাশ বা শূন্য। কি ভাবিলাম? তাহাও শূন্য—কিছুই নহে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি খিড়কীর বাগানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম রাংচিতা বেষ্টনের অপর পার্শ্বে যেন যোগেন্দ্রর ন্যায় একজন ব্যক্তি

মুখ বাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে; দেখিবামাত্রই আমি মনে মনে করিলাম "যোগেন্দ্র এমন সময় ওখানে দাঁড়াইবে কেন! ভাল করিয়া দেখি—দেখিলাম যোগেন্দ্রই বটে।"

ইহার কারণ কি? আবশ্যক থাকিলে যোগেন্দ্র সর্ব্বসমক্ষে হরনাথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত; কারণ যোগেন্দ্র আমার প্রতিবাসী, তাহা সকলেই অবগত আছে, যাহাহউক আমার সন্দেহ হইল এবং যোগেন্দ্রের আগ্রহ দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

এদিকে হরনাথবাবুর স্ত্রী আমাকে তাহার নিকটে থাকিতে কহিয়াছেন; তাঁহার সম্মতি না লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে—কি করি? কি বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হই? প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা বাক্য বলা কোন কালেই আমার অভ্যাস নাই; মনে করিলাম যদি যোগেন্দ্রের নাম করিয়া যাই, তাহা হইলে যদি মাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করেন, "যোগেন্দ্র খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কেন"? তখন আমি কি বলিব! বিশেষতঃ যখন যোগেন্দ্র আমাকে গোপনে ডাকিতেছে, তখন অবশ্যই তাহার কোন গোপনীয় অভিপ্রায় আছে, মাঠাকুরাণীকে বলিলে হয়ত তাহার কোন না কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে; আমি সেই জন্য তাহাকে অপর কোন কথা না বলিয়া শুদ্ধ বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে অল্পক্ষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে অবসর প্রার্থনা করিলাম।

মাঠাকুরাণী সেইসময় ছেলেদুটীকে কোলে করিয়া আকুলনয়নে কাঁদিতেছিলেন ও বিজয় বাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, আমার প্রার্থনাটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল কি না, সন্দেহ। তিনি অনন্যমনে ঘাড় নাড়িয়া আমাকে যাইতে অনুমতি করিলেন।

আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া খিড়কীর বাগানের দিকে গেলাম—যে দিকে যোগেন্দ্র ছিল সেই দিকে পদচালনা করিলাম; কিন্তু দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই; যোগেন্দ্র সেস্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে। আমি বুঝিলাম হয়ত যোগেন্দ্রের কোন বিশেষ কথা থাকিবে, সেই জন্য আমাকে কোন নিভৃত

স্থানে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহাই বটে, যোগেন্দ্র অগ্রসর হইয়া চলিল ও একএকবার হস্তাভিনয়দ্বারা আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে লাগিল; আমি পদচালনা করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

এইরূপ কিয়ৎক্ষণের পর. আমরা একটী নিভৃত স্থানের বৃক্ষমূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এরূপ নির্জ্জনে যোগেন্দ্রর সহিত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হওয়া, আমার অনেক দিন হয় নাই; সেই জন্য আমার মনে মনে এক অনুপম আনন্দের উদয় হইল। অনুপম বলিলাম, কারণ সে আনন্দের উপমা দেওয়া আমার এই সামান্য বামাহস্তের লেখনীর কর্ম্ম নহে—যদি কেহ নব্য-প্রেমিক-পাঠিকা থাকেন বুঝিয়া লইবেন—পাঠকবর্গের নিকট এবিষয়ের আমার কোন বক্তব্য নাই।

যাহাহউক যোগেন্দ্র আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "সুশীলে! —তুমি কেমন আছ।"

আমি লজ্জিত ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলাম "ভাল।"

যোগেন্দ্র অপর কোন কথা না কহিয়া প্রথমতঃই জিজ্ঞাসা করিল "সুশীলে, শরৎবাবু না কি চুরি গিয়াছে?"

আমি বলিলাম "হাঁ, তুমি কাহার মুখে শুনিলে?"

যোগেন্দ্র। রাস্তায় একটী বিজ্ঞাপনে দেখিলাম—কিরূপে চুরি হইল?

আমি আদ্যোপান্ত সমস্তই তাহাকে বলিলাম; যোগেন্দ্র শুনিয়া সে বিষয়ের আর কোন কথা উল্লেখ করিল না, বলিল "সুশীলে তোমার নিকট আমার একটী অনুরোধ আছে, যদি রক্ষা কর তাহা হইলে বলি; আমি সেইজন্য এক্ষণে তোমার নিকট আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি, বল না? তোমার নিকট অনেক বিষয়ের জন্য আমি ঋণী আছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব তাহার জন্য এত বিনয় কেন?"

যোগেন্দ্র বলিল "সুশীলে আজ রাত্রি ঠিক্ দশটার সময় তোমাকে আমার সহিত কোন স্থানে যাইতে হইবে?"

আমি বলিলাম "রাত্রে! রাত্রে তোমার আমাকে কি প্রয়োজন?"

যোগেন্দ্র। প্রয়োজনটী কি, তাহা আমি এক্ষণে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না এবং অনুরোধ করি যে তুমি আমার সহিত আজ রাত্রে যেখানে যাইবে সে কথাও কাহাকে যেন না বল।

আমি তাহার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় ?"

যোগেন্দ্র বলিল "যথায় হউক, আমার সহিত যখন তুমি যাইবে, তখন আর তোমার আশঙ্কা কি ? আমি তোমাকে কোন কর্ম্মোপলক্ষে লইয়া যাইব।"

শুনিবামাত্রই আমার মনে সন্দেহ হইল! বলিলাম—"কি কর্ম্মোপলক্ষে ?"

যোগেন্দ্র বলিল "আমিত পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে তুমি আমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিও না; আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার উপর যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহাহইলে বোধ করি রাত্রি-কালে আমার সহিত কোথাও যাইতে তুমি সঙ্কুচিত হইবে না।"

আমি বলিলাম "না, সে বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই ; তবে বিবে-চনা করিয়া দেখ,—আমি এক্ষণে পরাধীন!—অন্যের বাড়ীতে দাস্যবৃত্তি করি-তেছি ; অতএব আমার ন্যায় এ বয়সে রাত্রে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, লোকে কি মনে করিবে ?"

যোগেন্দ্র। যেরূপ যুক্তিসম্মত হয় করিও; আমার তাহাতে কোন বক্তব্য নাই।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম "ভাল, যদি তোমার একান্তই আবশ্যক থাকে, তাহাহইলে আমি যাইতে পারি।"

যোগেন্দ্র শুনিয়া প্রফুল্লিত হইল,—বলিল "তোমাকে যাইতেই হইবে ; তুমি ঠিক্ রাত্রি দশটার সময় এই বৃক্ষমূলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—তোমার সাহায্য লইয়া আমি একটী মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছি, দেখিও যেন অন্যথা না হয় ; আমি যদি সেটী সম্পন্ন করিতে পারি, তাহাহইলে জানিলাম যে, আমি তোমাদিগেরই কোন মহৎ উপকারে কৃতকার্য্য হইলাম।

আমি বলিলাম "যোগেন্দ্র! তোমার মনে কি আছে তাহা আমি

বলিতে পারি না,—যাহাহউক যখন তুমি আমাকে যাইতে অনুরোধ করিতেছ, তখন অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে।"

যোগেন্দ্র বলিল "তবে দুই চারিটা টাকা সঙ্গে করিয়া লইও—আমার আবশ্যক আছে।"

আমি বলিলাম "হানি কি? হরনাথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমি পঁচিশ্ টাকা জমাইয়াছি।"

যোগেন্দ্র আমাকে আর কিছু বলিল না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিল। আমিও তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। যোগেন্দ্রের হাতে একটী বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লব ছিল; সে সেইটী অনন্যমনে হাতে করিয়া আমার সহিত এ পর্য্যন্ত কথা কহিতেছিল; এক্ষণে নতমুখে এক একটী করিয়া তাহার পাতাগুলি ছিঁড়িতে লাগিল, ও একএকবার সংক্ষেপে আমার প্রতি চাহিতে লাগিল।

এ সময়ে যোগেন্দ্রের মনের কি ভাব, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম; কারণ উভয়ের মন অন্তর্যামী, সেই জন্য পরস্পর পরস্পরের মনের সহিত ঐক্য হইল। যোগেন্দ্র আমাকে কোন কথা উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছে না, কারণ পূর্ব্বে আমি তাহাকে সে বিষয় কোন উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। যাহাহউক আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যোগেন্দ্র! তুমি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?"

যোগেন্দ্র যাহা আমাকে শেষপত্রে লিখিয়াছিল—তাহাই বলিল।

আমি। কেন তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিতে এত ব্যগ্র, তা তুমি বিবাহ করিলে না কেন?

যোগেন্দ্র কহিল "আমার ইচ্ছা নাই। যাহাকে মনে মনে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে যদি কখন পাই, তাহা হইলে বিবাহ করিব—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।"

আমি। এই পর্য্যন্ত কি?

যোগেন্দ্র। পৃথিবীর সকল আশা—সকল ভরসার পরিশেষ।

আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যোগেন্দ্রকে আর কিছু

বলিলাম না; কে যেন আমাকে বলিতে নিষেধ করিল—আমি নতমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম।

শেষে যোগেন্দ্র বলিল "তবে আমি ঠিক্ রাত্র দশটার সময় এই খানে আসিব—তুমি নিশ্চয় আসিবে ত?

আমি বলিলাম "নিশ্চয়—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয়ের ন্যায় নিশ্চয়।"

এই রূপ কথোপকথন করিয়া আমরা উভয়ে চলিয়া গেলাম—বিদায়-কালীন আমি যোগেন্দ্রকে স্বকুমারীর শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বাড়ীতে প্রত্যাগমনসময়ে তাহার সহিত যে যে কথোপ-কথন হইয়াছিল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম—যোগেন্দ্র আমাকে রাত্রে তাহার সহিত যাইতে বলিল কেন! তাহার মনে কি কোনরূপ দুষ্টাভিসন্ধি আছে? আবার ভাবিলাম—না, তাহা কখনই সম্ভব নহে—যোগেন্দ্রের চরিত্র নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক;—এরূপ হইবে না। আশ্চর্য্য কি? আমার এমন কি কার্য্য আছে যে, যোগেন্দ্র তাহা সম্পা-দন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে এবং আমি নিজে তাহাকে সাহায্য না করিলে সেটী হইবে না! তবে কি যোগেন্দ্র আমাকে মিথ্যা ভান করিয়া রাত্রে তাঁহার সহিত যাইতে আদেশ করিল! আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু এইটী স্থির করিলাম যে, যখন যোগে-ন্দ্রের সহিত যাইতে স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাকে অবশ্যই তাহার সহিত যাইতে হইবে, ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহাই হয়—হউক।

যাহাহউক আমি বাড়ীতে গিয়া প্রথমতঃই মাঠাকুরাণীর কক্ষে গেলাম—দেখিলাম তিনি অনন্যমনে ছেলে দুটীকে কোলে করিয়া শরৎ বাবুর উদ্দেশে কাঁদিতেছেন। আমি যাইবামাত্র বলিলেন "সুশীলে! তোমার যদি কোন কর্ম্ম থাকে তাহা হইলে যাইতে পার—আমি গতরাত্রের ন্যায় ছেলেদিগের আহারাদি করাইয়া আমার নিকট রাখিব। এক্ষণে ইহারা আমার সম্মুখে থাকিলে আমার মনটা অনেক সুস্থ থাকে।"

"আপনার যেরূপ অনুমতি।" এই বলিয়া আমি মাঠাকুরাণীর কক্ষ হইতে বিদায় লইয়া আপন গৃহে আসিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি উড়েনী।

* * * * I shall go with you
But mind I am yours.

Anonymous.

এ দিকে সন্ধ্যা হইল—আমিও আপনার কক্ষে আসিয়া আহারাদির পর শয়ন করিলাম। আজ আমি একাকিনী, নিকটে কেহই নাই—একাকিনী শয়ন করিয়া যোগেন্দ্রের নিকট যাইবার চিন্তা করিতেছি মনে মনে কতই ভাবিতেছি! কি করিয়া যাইব? কোথাই বা যাইব? আর কেনই বা যাইব? এমন সময় মাঠাকুরাণীর শয়ন কক্ষ হইতে ঢন্ ঢন্ করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। আমি দেখিলাম সকলেই প্রায় সুষুপ্ত—আস্তে আস্তে উঠিয়া খিড়কীর বাগানের দিকে গেলাম।

আজ অমাবস্যা—চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকলই অদৃশ্য—কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলই নিস্তব্ধ! — নীরব!! কেবলমাত্র ঝিল্লীগণ উচ্চরব করিয়া জীবন্ত প্রাণীর পরিচয় দিতেছে—খদ্যোৎগণ সেই ঘোর তামসী নিশার ক্ষুদ্রচক্ষুবৎ শতসহস্ররূপে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম;—ভাবিলাম নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূল কোথায়?—অনেক দূর!—ঘোর অন্ধকারময়!! এমন সময় পুলিস রক্ষকদিগের দূরপ্রক্ষেপণ আলোকের ন্যায় অকস্মাৎ একটী আলো আসিয়া আমার পদমূলে লাগিল; আমি চমকিয়া চরণটী তুলিয়া লইলাম, দেখিলাম—আলোক! আলোক!! আলোকটী তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া অন্তর্হিত হইল। আমি নিশ্চয় করিলাম যোগেন্দ্র আসিয়াছে!

দেখি আলোটী কোথা হইতে আসিল! ফের দাঁড়াইলাম—সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূল হইতে বোধ হইল—যে বৃক্ষমূলে যোগেন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে;—আমি আস্তে আস্তে সেইদিকেই পদচালনা করিলাম।

যোগেন্দ্র আপন আলোক দ্বারা আমার আগমন জানিতে পারিয়া এক একবার তাহার দূরপ্রক্ষেপণ আলোটী প্রক্ষেপ করিতে লাগিল; আমি নিরাপদে সেই নিরূপিত বৃক্ষমূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যোগেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে! আমি যাইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহার হস্তস্থিত লাণ্ঠানের আলোকে আমার মুখখানি দেখিয়া বলিল, "চল আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখান হইতে কতদূর?"

যোগেন্দ্র। "প্রায় দুই ক্রোশ—চল আমি তোমার আগে আগে যাইতেছি, তুমি পশ্চাৎ আইস।" এই বলিয়া যোগেন্দ্র পদচালনা করিল, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

ক্রমশঃই চলিলাম—কতদূর যাইলাম তাহা কে বলিতে পারে! একে পল্লীগ্রামের দুর্গম পথ, তাহাতে সেই অমা-নিশার ঘোর নৈশঅন্ধকার! রাস্তার উভয়পার্শ্বে বৃক্ষ, লতা, ঝোপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের তামসিক দৃশ্য, এবং শৃগাল ও কুক্কুরদিগের এক একবার দ্রুতগমনের খস্ খস্ শব্দ! আমি মধ্যে মধ্যে শুনিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল!! যোগেন্দ্র আমার অগ্রসর হইয়া চলিতেছে এবং এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার হস্তস্থিত সেই দূরপ্রক্ষেপণ আলোকে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, "সুশীলে ভয় নাই, চলে এস।" আমি যাইতে লাগিলাম।

এইরূপ কিয়ৎদূর গিয়া আমরা পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পড়িলাম। এ গ্রামের নাম কি? তাহা আমি জানি না, এবং যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিবারও অবকাশ পায় নাই। গ্রামে প্রবেশমাত্রেই একটী গলির উভয়পার্শ্বে কতকগুলি পর্ণকুটীরের সারি দেখিতে পাইলাম ও তন্মধ্যে

দুই একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকা বলিয়া বোধ হইল। কুটীরপ্রাঙ্গণে কোথাওবা ধানের মরাই, কোথাও দুই চারিটি নারিকেল গাছ, কোথাওবা খড়ের গাদা, কোথায় হাল, জোয়াল, হেলেগোরু প্রভৃতি সামান্য চাষিদিগের উপজীব্য বস্তু; সেইজন্য সে স্থানটী কোন গ্রাম বলিয়া স্থির করিলাম। যোগেন্দ্র সেই গলির মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তস্থিত দূরপ্রক্ষেপণ লাণ্ঠানের নিম্ন দেশ স্পর্শ করিয়া আলোকটী অদৃশ্য করিল, আমি এই অবসরে তাহার নিকট গিয়া পৌঁছিলাম, যোগেন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "আইস, এই বাড়ী।"

বাড়ীটি সম্পূর্ণ ভগ্নপ্রায়, ঘোরঅন্ধকারপ্রযুক্ত আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, ইহার বহির্ভাগের দুই চারিটী কড়ি অনাবরিত রহিয়াছে বলিয়া ভগ্নপ্রায় বোধ হইল। যাহাহউক যোগেন্দ্র তাহার আবদ্ধ সদর দ্বারে গিয়া আস্তে আস্তে দুই তিন বার আঘাত করিল—অভ্যন্তর হইতে উত্তর পাওয়া গেল "কেও"?

যোগেন্দ্র বলিল "আমি, গোপালেরলোক।"

পরে আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না; কিয়ৎক্ষণ পরে সদর দরজার নিম্নভাগে একটী ছোট কাটা দরজার খিল্‌টী খুড়ুৎ করিয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ আমাদিগের পদমূলে প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র বলিল "আইস"। এই বলিয়া যোগেন্দ্র সেই ক্ষুদ্র দ্বারগর্ভে প্রবেশ করিল, আমি ও ঢুকিলাম।

প্রবেশমাত্রেই আমার মনে হইল, যেন আমি কোন ভয়ঙ্কর স্থানে ঢুকিলাম; হয় ত এখানে মনুষ্য মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে—চোরেরা তস্করবৃত্তির আলোচনা করে—ডাকাইতেরা জনসমাজের অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়!! ভাবিবা মাত্রেই আতঙ্কে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; কিন্তু আমি একাকিনী নহি—যোগেন্দ্র আমার নিকট, আমি সেই জন্য তাহারই সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

একটী সুড়ঙ্গের ন্যায় সরু পথ দিয়া আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। যে লোকটী প্রথমতঃ আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দেয়, সেটী

স্ত্রীলোক; আমাদিগের আগে আগে গিয়া, অন্দরমহলে লইয়া গেল। যখন সে প্রদীপহস্তে সদর ও অন্দরমহলের মধ্যস্থ দরজাটী বন্ধ করিয়া দিল, তখন আমি তাহাকে নিরীক্ষণ করিলাম। ইনি একজন অন্যূন ৪০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক—কাল, ক্ষীণ ও জীর্ণকায়, মুখে বসন্ত-রোগের চিহ্ন; কিন্তু সেইরূপী রূপ ও বয়সের উপর তাহার চিক্কণ বেশ-বিন্যাস; ওষ্ঠে পানের রাগ—তাহাকে দেখিলে একজন প্রকৃত কদাচারিণী-ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

যাহাহউক আমি বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর এবং তন্মধ্যে একখানি বড় পর্ণকুটীর। কুটীরদ্বারের পার্শ্ব দিয়া প্রদীপের আলো আসিয়াছে। যোগেন্দ্র দ্বারে আঘাতমাত্রেই দ্বারটী খুলিয়া গেল; আমি প্রবেশকালে দেখিলাম, অভ্যন্তরে একখানি ভগ্নপ্রায় তক্তাপোষ; তাহার উপর একখানি জীর্ণ ও মলিন কাঁতা এবং একটী ছিন্ন বালিস। তক্তাপোষের পায়ার নিকট একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পানের ভাঁড়, তাহার গায়ে ও তক্তাপোষের খুরায় খয়ের ও চূণের দাগ। কুটীরের অপরপার্শ্বে একটী মাটির দেরকোর উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। আড়কাঠায় বাঁশের আলনায় দুই চারি খানি বস্ত্র এবং তাহার নিকট একটী পক্ষির পিঞ্জর—একখানি সম্পূর্ণ ছিন্ন বস্ত্রে আবৃত। আমি যাইবামাত্রই প্রথমতঃ শয্যাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম—কারণ একটী শিশুসন্তান সেখানে শুইয়াছিল—ভাবিলাম শরৎবাবু; কিন্তু শরৎবাবু নহে, একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক—শরতের বয়স নয় বা দশ মাসের অধিক নহে। যাহাহউক আমি মনে মনে করিলাম যোগেন্দ্র আমায় কোথায় আনিল—রাত্রে এরূপ স্থানে আমাকে আনিবার কারণ কি? কিন্তু মনের প্রশ্ন মনেই মিটাইলাম, মনেতেই তাহার উত্তর দিলাম; "যোগেন্দ্র ডাক্তা-রের ন্যায় অসচ্চরিত্র নহে যে, কোন কুমন্তব্যে আমাকে এখানে আনয়ন করিবে।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ঝুলমান পিঞ্জর হইতে গম্ভীরস্বরে "পড় বাবা ময়না", এইরূপ একটী মিষ্ট রব হইল, পর-

ক্ষণেই আবার প্রতিধ্বনির ন্যায় "পড় বাবা পড়" এইরূপ যেন মনুষ্য কণ্ঠ-রবের ন্যায় একটী ক্ষীণ ও মৃদু রব কুটীরমধ্যে শুনিতে পাইলাম; আমি কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি করিলাম—দেখিলাম কেহই নাই, শুদ্ধ আমি ও যোগেন্দ্র; আমার আতঙ্ক হইল!

দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ একটী বৃদ্ধলোক আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথা হইতে আসিল, তাহা আমি জানি না; কক্ষদ্বারে আমি দণ্ডায়মান, যোগেন্দ্র অভ্যন্তরে; গৃহে এমন অপর দ্বার বা ভগ্নবাতায়ন নাই যে মনুষ্য প্রবেশ করে, দেখিয়াই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল!! বিশেষতঃ ইহাকে দেখিতে অতি ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ, মুখখানি অত্যন্ত কদাকার—নাসিকা উচ্চ, চক্ষু দুটী ছোট ও গোল, কপালের মাংস বয়ো-দোষে কুঞ্চিত হইয়া চক্ষের উপর পড়িয়াছে, কেশগুলি সমস্ত শুভ্র, গ্রীবাদেশ কম্পমান, মুখখানি দেখিলে বোধ হয় পৃথিবীতে যত প্রকার শঠতা, প্রবঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা আছে সকলই তাহাতে দেদীপ্যমান। দেহটী কুঞ্চিত, অত্যন্ত ক্ষীণ ও জীর্ণ, কেবল মাত্র একখানি মনুষ্যচর্ম্মে আবৃতমাত্র। হঠাৎ দেখিয়া বোধ হইল যেন একটী শ্মশানের শবদেহ উঠিয়া আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বস্তুতঃ তাহার যদি সেই সজীব ক্ষুদ্র চক্ষের পলক না থাকিত, তাহা হইলে আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতাম। যোগেন্দ্র আমার এরূপ ভয় ও ভাবান্তর দেখিয়া অকস্মাৎ আমার বাহু ধরিয়া বলিল "ইহার নাম সেনজা মহাশয়" আর সেই স্ত্রীলোকটী ইহার গৃহিণী; ইহারা কখন কাহারও অনিষ্ট করেন না, এবং এত কাল এখানে আছেন, কখন কাহারও সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।"

আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কোথা হইতে আসিলেন"?

যোগেন্দ্র বলিল "ঐ যে মাঝের দেয়াল দেখিতেছ, উনি ঐ দেয়ালের ভিতর দিয়া আসিলেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া সেই দেয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম—দেখিলাম ইহার পার্শ্বভাগে একটী ছোট দ্বার আছে, দ্বারটী এরূপ শুষ্ক-

মৃত্তিকার ন্যায় রঞ্জিত যে, তাহা আবদ্ধ থাকিলে বোধ হয় দিনমানেও তাহাকে কপাট বা মৃত্তিকার দেয়াল বলিয়া কিছুই অনুভব করা যায় না। আমি অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, এখানে শুদ্ধ একখানি কুটীরব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু এক্ষণে পার্শ্বে অপর একটী কুটীর দেখিতে পাইলাম।

যাহাহউক আগন্তুক বৃদ্ধ আমার মুখপানে চাহিয়া যোগেন্দ্রকে বলিল "বাঃ, যোগেন! এমন সুন্দর মেয়েটীকে কোথায় পাইলে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল ও আমাকে দৃষ্টি করিয়া বলিল "সুন্দরীই ত বটে, এমন সুন্দর মেয়ে ত কৈ আমাদের বাড়ীতে কখন আসে নাই"।

যোগেন্দ্র বলিল "এখন আমাদের কোন কথা কহিবার সময় নাই; সুশীলে! তুমি যাহা আনিয়াছ ইহাদিগকে দাও; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, এবং ইহারাও তোমার নিকট কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করেন না।

আমি যোগেন্দ্রের কথাপ্রমাণ আপন অঞ্চল হইতে বৃদ্ধকে চারিটী টাকা খুলিয়া দিলাম।

বৃদ্ধ টাকা পাইয়া সহাস্য-বদনে বলিল "আমাদের যদি কেহ তাসের কাগজের ন্যায় টাকা ছড়াইয়া দিতে পারে, তাহাহইলে আমরা মর্ত্তের সামগ্রী লোকের হাতে তুলিয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আপন স্ত্রীকে বলিল, "ইহাকে যেরূপ আদেশ, করিয়া দাও।"

বৃদ্ধাস্ত্রী আমার মুখপানে চাহিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল; আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম। যে মধ্যস্থদেয়ালের দ্বার দিয়া বৃদ্ধ আমাদিগের সম্মুখে বাহির হইয়াছিল, আমরা সেই দ্বার দিয়া পার্শ্বের কুটীরে প্রবেশ করিলাম।

এ কুটীরটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত। আমি ইহার অভ্যন্তরে গিয়া দেখিলাম, ইহার চারিদিকের দেয়ালের নিম্নভাগ হইতে শেষপর্য্যন্ত কাষ্ঠের পেতেন স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, তদুপরি নানা প্রকার দ্রব্য;

কোথাও কতকগুলি পাকেট্-রুমালের বুচ্‌কি, কোথাও বাঁধা হুকার বাটি, কোথাও বাসন, টুক্‌নী ঘটি, থালা, রেকাব, গেলাস, কোথাও পুস্তকের রাশি, কোথাও ভাল ভাল জুতা, লাঠি, ছাতা, জামা, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, কোথাও ক্যাস বাক্স, কাঠের বাক্স প্যাঁটরা প্রভৃতি নানা প্রকার সামগ্রী শ্রেণীবদ্ধ রূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। আমি বাক্সগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম ইহাদিগের একটীও কলবিশিষ্ট নহে, সকলগুলিরই কলের কাছে তোবড়ান—ফাটা—ভাঙ্গা; দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ চাড় দিয়া সেগুলি খুলিয়াছে। যাহাহউক আমি কুটীরে প্রবেশমাত্রেই বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম।

বৃদ্ধা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি এই ঘরের সামগ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ? আমাদিগের বহির্বাটীর কোটাতে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক সামগ্রী আছে।"

আমি মনে মনে করিলাম ইহাদিগের আর কোটা কোথায়? হইতেও পারে, সেই বহির্ভাগে যে ভগ্নপ্রায় শূন্যকড়িগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার পার্শ্বে বুঝি কোন ঘর থাকিবে। যাহাহউক, আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না; কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় করিলাম যে ইহাদিগের যে রূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাদিগকে এত অগণ্যসামগ্রীর অধিপতি বলিয়া কখনই বোধ হয় না। অনুমান করি, উপস্থিত কক্ষটী তস্করদিগের ভাণ্ডার কিম্বা ইহারা সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অল্পমূল্যে কিনিয়া রাখিয়াছে," কিছুদিন পরে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিবে। যাহাহউক, এই সমস্ত দেখিয়া আমি আন্তরিক বিষণ্ণ হইলাম—ভাবিলাম ভাগ্যদোষে আমাকে এরূপস্থলে আসিতে হইল—এরূপ জঘন্যস্থানের আকাশে নিশ্বাসপ্রশ্বাস করিতে হইল।

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনে থাকিয়া আমাকে বলিল "তুমি জান, আমি তোমাকে কি করিব?"

আমার ভয় হইল—মনে করিলাম, বৃদ্ধা না জানি আমাকে কি করে!! আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি"?

বৃদ্ধা বলিল "ভয় নাই, এই খুরসীটীর উপরে বইস।" এই বলিয়া পেতেনের উপরিভাগ হইতে একটী কাল বোতোল লইল—দুই চারিটী কাল ভাঁড় ও একটী দাঁত মাজিবার বুরুশ আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল; আমি খুরসিটীর উপরে বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা হস্তস্থিত বোতোলের ছিপিটী খুলিয়া একটী মাটীর ভাঁড়ে কাল অঞ্জনের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ ঢালিল, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ রজনতৈল মিশ্রিত করিয়া নিকটস্থ বুরুশ খানির দ্বারা আমার মুখে, গলায়, বুকে, হাতে, পায়ে লেপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "কি লাগাইতেছ? বড় দুর্গন্ধ!"

বৃদ্ধা কহিল "ভয় নাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকাইয়া যাইবে, আর কিছুই থাকিবে না।"

বৃদ্ধা পরক্ষণে আমার নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া একটী পিত্তলের *নোলক পরাইয়া দিয়া বলিল "ইহার নাম "ব্যাশর" এবং কর্ণদ্বয়ের নিম্ন-*ছিদ্রে দুইটী ঝুমকা দিয়া বলিল ইহাকে "কাপ" বলে।" শেষে বৃদ্ধা আমার চুল খুলিয়া বাঁধিতে বসিল।

বৃদ্ধা স্ত্রী আমার যেরূপ চুল বাঁধিয়া দিল, সেরূপ চুল আমি কখন বাঁধি নাই; ইহার পেটে দুটী প্রায় ভ্রূর নিকট পর্য্যন্ত স্পর্শ করাইয়া তাহাতে মোম দিয়া চিক্কণ করিল—অলকগুচ্ছে দুইটী গিরো দিয়া দিল এবং সীঁতায় অতিরিক্ত সিন্দূর লাগাইয়া বলিল "বেশ হইয়াছে।"

আমি মনে মনে করিলাম "বৃদ্ধা আমাকে কি সং সাজাইতেছে এবং ইহার অর্থই বা কি? কিন্তু বৃদ্ধাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।"

বৃদ্ধা বলিল "এইবারে কাপড় ও হাতের গহনাটী হইলেই হয়।"

এই বলিয়া পেতেনের উপর হইতে একখানি কাপড় ও চুড়ির ন্যায় এক প্রকার গহনা আনিয়া দিল। বৃদ্ধা এই গহনাটীর নাম খাড়ু বলিয়া ছিল কিন্তু সেগুলি দেশীয়খাড়ুর ন্যায় বোধ হইল না; বোধ হয় বৃদ্ধা তাহার যথার্থ নাম জানিত না।

যাহাহউক আমি সেই খাড়ুগুলি পরিয়া বৃদ্ধার প্রদত্ত কাপড়খানি

পরিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। আমার পশ্চাতে একখানি আরসি ছিল; বৃদ্ধাকে পশ্চাৎ করিয়া নতমুখে কাপড় খানি পরিলাম; সুতরাং দর্পণ খানি প্রথমতঃ দেখিতে পাই নাই; এক্ষণে মুখ উচ্চ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে একখানি দর্পণ; দর্পণের ভিতর এক জন উড়েনী দণ্ডায়মান আছে। আমি হাসিলাম—উড়েনীও আমাকে তাহার ন্যায় দেখিয়া হাসিল।

বৃদ্ধা বলিল "আসুক, তোমার কে আত্মীয়কুটুম্ব আছে—কে অনেক দিনের পরিচিত আছে—দেখুক, তাহাদিগের সেই সুন্দরী সুশীলাকে চিনিতে পারে কি না? কিন্তু এক্ষণে আর একটী কথা আছে—তোমার গলার স্বর ও চলন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কণ্ঠরব মোটা করিয়া কথা কহিও এবং গমনকালে ঈষৎ বক্রভাবে চলিও, তাহা হইলে তোমাকে উড়েনী ব্যতীত সুশীলা বলিয়া কেহই অনুভব করিতে পারিবে না—সেটী তোমার দ্রষ্টব্য।

আমি তাহার এরূপ পরামর্শে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম না, কারণ "অন্যকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশে সজ্জিত করা যাহার ব্যবসায়" তিনি কখন কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইতে পারেন না, বরং তাহার বাক্য শুনিয়া আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলাম—ভাবিলাম আমি যোগেন্দ্রের সহিত যে কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার প্রথমেই ত প্রতারণার সজ্জা—না জানি যে কর্ম্মটী সম্পন্ন করিব, সেটী কিরূপ গর্হিত!!

যাহাহউক, আমি বৃদ্ধাকে সে বিষয়ের কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিলাম, "তুমি যে আমায় সং সাজাইয়া দিলে, তা এই রং গুলি কেমন করিয়া উঠাইতে হইবেক?"

বৃদ্ধা বলিল "তাহার জন্য ভাবনা কি? যদি তোমরা আজ রাত্রে এখানে ফিরিতে পার—ভালই; নচেৎ একটু গরম জল, সাবান ও সোডা দিয়া তুলিয়া ফেলিও।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আমাকে সে কক্ষ হইতে অপর কক্ষে লইয়া গেল।

আমি পার্শ্বস্থ কুটীরে গিয়া দেখিলাম, সেই ক্ষীণকায় বৃদ্ধ লোকটী বসিয়া আছে ও তাহার সম্মুখে এক জন উৎকলদেশীয় পুরুষ। ইহার

রঙটী আমার ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকের কেশরাশির চারি ধার থর দিয়া ছাঁটা; মধ্যভাগে শুদ্ধ চৈতন, স্কন্ধদেশে একখানি হল্‌দে রঙের গামোছা ও জানুর উপরিসীমা পর্য্যন্ত অল্প প্রমাণ একখানি কাপড় পরা, কানে সালপত্র-বেষ্টিত একটি চুরাট, তাহার অর্দ্ধেক সীমা ভস্মায়ত্ত হইয়াছে। উৎকলবাসী আমাকে দেখিবামাত্রই ঈষৎ হাস্য করিল—আমিও হাসিলাম; মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! তোমার সেই রূপের ডালাখানি কাহার কাছে রাখিয়া আসিলে?"

যোগেন্দ্র বৃদ্ধের সহিত কথোপকথন করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছে "তোমরা কি আজ রাত্রে ফিরিবে? যদি নিশ্চয় করিয়া বলিয়া যাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি।"

যোগেন্দ্র বলিল "নিশ্চয়—তবে বলিতে পারি না যদি ভোর হইয়া যায়; যাহাহউক, তোমরা শয়ন করিও—আবশ্যক হইলে আমি তোমাদিগকে জাগাইব।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র গাত্রোত্থান করিল—আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সেনজা মহাশয়ের বাড়ীট অতিক্রম করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাট্‌পাড়ী।

* * * * * but in such a habit
That they shall think we are accomplished
With what we lack.

Shakspere.

যোগেন্দ্র সেখান হইতে বহির্গত হইয়া আমাকে চুপি চুপি বলিল "সুশীলে! আমরা যেখানে যাইতেছি, সেখানে আমাদিগের পরিচিত লোক আছে, সেই জন্য আমরা উড়েসাজ সাজিলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর শুনিলে তাহারা আমাকে চিনিতে পারিবে, অতএব তুমি প্রথমতঃ যাইয়াই তোমার ভ্রাতা বলিয়া আমার পরিচয় দিও, বলিও "ইনি আমার ভাই—হাবা ও কালা—বাক্‌শক্তি রহিত।"

আমি বলিলাম "এরূপ মিথ্যা বলিয়া লাভ কি?"

যোগেন্দ্র। পাঁচ শত টাকা পুরস্কার।

আমি। এরূপ টাকায় আমার আবশ্যক নাই—লোকের নিকট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা করিয়া যদি টাকা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাহইলে সে টাকা লইয়া আমি কি করিব?

যোগেন্দ্র বলিল "মিথ্যা কথার অর্থ "অপরকে প্রতারণা করা" সুতরাং তোমার এরূপ কথাতে আপাততঃ প্রবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইবে সত্য, কিন্তু মূলে কিছুই প্রতারণা নাই—বরং প্রতারকদিগের শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

যোগেন্দ্রর ন্যায়শাস্ত্র আমি বুঝিতে পারিলাম না—কিন্তু আমার মনে আর এক ভাবের উদয় হইল—ভাবিলাম, যদি সেটী যথার্থ হয় তাহাহইলে আমি যোগেন্দ্রের জন্য সকল কর্ম্মই করিতে পারি।—আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! তাহারা কে?"

যোগেন্দ্র বলিল "গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর।"

শুনিবামাত্রেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম! কারণ আমি উহাদিগকে চিরকালই দুষ্টলোক বলিয়া জানিতাম; বলিলাম "কি সর্ব্বনাশ! আমি এই রাত্রে উহাদিগের নিকটে গিয়া কি করিব?"

যোগেন্দ্র। তোমার কিছুই আশঙ্কা নাই, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব এবং যাহা করিতে হয় বলিয়া দিব, কিন্তু তুমি প্রথমতঃ যাইয়াই বলিবে, আমরা কটক হইতে আসিতেছি, ইনি আমার ভাই, হাবা ও কালা। পূর্ব্বে আমরা এই গ্রামে কর্ম্ম করিতাম, অনেক দিনের পর বাড়ী হইতে আসিয়া দেখিলাম, আমাদিগের মনিব সপরিবারে কাশীবাসী হইয়াছেন, সুতরাং এই রাত্রে কোথায় যাই, তোমাদিগের নিকট আসিলাম, যদি একটু স্থান দাও তাহাহইলে আমারা তোমাদিগকে টাকা দিই এবং কাল প্রত্যুষে উঠিয়া কর্ম্মের সন্ধানে যাই।

আমি বলিলাম "যোগেন্দ্র! তোমার মনে কি আছে, বলিতে পার?"

যোগেন্দ্র আমার কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল "দেখি তোমার কতদূর চতুরতা—সাবধান, যেন উভয়কেই বিপদে পড়িতে না হয়।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অগ্রসর হইলাম। এবারে যোগেন্দ্র তাহার দূরপ্রক্ষেপণ আলোকটী বৃদ্ধার কুটীরে রাখিয়া আসিয়াছে সেই জন্য প্রথমতঃ গমনকালীন আমাদিগের কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমরা যে গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম, সেটীর মধ্যে মধ্যে আলোক দৃষ্ট হইল।

এ গলিটী সামান্য পল্লিগ্রামের ন্যায় নিতান্ত পর্ণকুটীরে পরিপূরিত নহে; ইহার উভয় পার্শ্বে অট্টালিকার সারি। অট্টালিকাগুলি প্রায়ই পুরাতন ও জীর্ণ; বাতায়নগুলি সমস্তই ভগ্নপ্রায়; কোনটার ভগ্নাংশ দিয়া প্রদীপের আলো আসিয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, কোনটা বা রৌদ্রতাপে ফাটিয়া হাঁ হইয়া রহিয়াছে, কোথাও অধিবাসীগণ বাতায়নের ভগ্নাংশে কাগচের-নুটী, ছিন্নবস্ত্র, বা খড়ের নুড়া দিয়া বাতায়নের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, রাস্তার উভয় পার্শ্বে সরুনালা; দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটী কালির

রেখা পড়িয়া আছে ও তাহার উপর তৈলর ন্যায় এক প্রকার চিক্কণ পদার্থ ভাসিতেছে। প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারদেশে সালপাতা, ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া কলাপাতা, জঞ্জাল, রাশি প্রমাণ রহিয়াছে। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার যারপরনাই ঘৃণা হইল—ভাবিলাম এমন কদর্য্য স্থানেও মনুষ্যে বাস করে!!

এদিকে অট্টালিকার কক্ষাভ্যন্তরে ভয়ানক গোলমাল হইতেছে; কেহ কলহ করিতেছে—কেহ সুরাপান করিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, কেহ বা বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া বমন করিতেছে। কোথাও গাঁজার দুর্গন্ধ! জানালার ভগ্নাংশ দিয়া প্রকৃত নলাকারে ধূম আসিতেছে, কোনখানে বা দুষ্ট লোক অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইয়া দুই একটী কদাচার-বেশ্যার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে। আমি যতই যাইতে লাগিলাম, ততই বোধ হইল যেন আমি কোন পাপময় স্থানে বিচরণ করিতেছি—কোন দুষ্কর্ম্মের সোপানোপরি পদচালনা করিতেছি—ঘৃণাকর নরককুণ্ডে প্রবিষ্ট হইতেছি; মনে মনে করিলাম যোগেন্দ্র আমাকে কোথায় আনিল!!

যাহাহউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি কিয়দ্দূর গিয়া যোগেন্দ্রকে আর দেখিতে পাইলাম না; যোগেন্দ্র কোথায়? এই সম্মুখস্থ প্রাচীর অবধি আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই!! আমি তাহার সন্ধানে প্রাচীরের সম্মুখীন হইলাম, দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র দ্বার সেই প্রাচীরে সন্নিবেশিত আছে—তাহার একাংশ মুক্ত; আমি সেই মুক্তদ্বার দিয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটী ভগ্নপ্রায় দ্বিতল অট্টালিকা; যোগেন্দ্র তাহার প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া আছে; আমি যাইবামাত্র যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে কেন?"

যোগেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল "চুপ—চুপ, শরৎ—শরৎ।

আমি মনে মনে করিলাম "শরৎ"!!

যোগেন্দ্র বলিল "মনে আছে ত, আমি তোমার হাবা ভাই, কটক্ হইতে আসিতেছি।"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

পরক্ষণেই যোগেন্দ্র সেই ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; আমিও ঢুকিলাম।

কি সর্ব্বনাশ! মাতালের চক্র! আমি একে স্ত্রীলোক—পূর্ণযৌবনা! তায় এরূপ চক্রে কখন পড়ি নাই; সুতরাং ভয়ে আমার আত্ম-পুরুষ উড়িয়া গেল; দেখিলাম একটী কক্ষের তক্তাপোষের উপর কতক-গুলি লোক একত্রে বসিয়া সুরাপান করিতেছে; তাহাদিগের সম্মুখে একটী সুরার বোতল! আমরা যাইবামাত্রেই তাহারা সকলে হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; বোধ হয় তাহারা আমাদিগের কদর্য্য রূপ দেখিয়া ব্যঙ্গ করিল; বলিতে কি তাহাদিগের হাস্য শুনিয়া ভয়ে আমার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইল; আমি অনিমিষলোচনে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

এক জন এক দিক হইতে ব্যঙ্গভাবে বলিল "কি হে কালমাণিক! কোথা থেকে?" আর একজন বোতোল হইতে একটী কাঁচের পাত্রে সুরা ঢালিয়া আমার দিকে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক কি একটী ইংরাজী কথা বলিল, আমার সেটী ঠিক মনে নাই, পাঠক মহাশয়ের যদি ইংরাজীভাষা অভ্যাস থাকে বা সেই কথাটীর চর্চ্চা থাকে তাহাহইলে সংশোধন করিয়া লইবেন; কথাটি যথা "গুড্ এস্থ্।"

যাহাহউক আমরা দাঁড়াইবার অল্পক্ষণ পরেই এক জন লোক আসিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? কোথাহইতে আসিলে?"

আমি বলিলাম "কটক্।"

ব্যক্তিটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কেন?"

আমি, যোগেন্দ্র যাহা আমাকে বলিয়াছিল, তাহাই বলিলাম। ব্যক্তি-টির কথোপকথনে তাহাকে আড্ডাধারী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম। আড্ডা-ধারী যোগেন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "এটী তোমার কে?"

আমি বলিলাম "ভাই—হাবা ও কালা।"

লোকটী আমাকে অপর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না—আমাদিগের নিকট হইতে সে রাত্রের ঘরের ভাড়া ও আমাদিগের খোরাকীর স্বরূপ

একটী টাকা লইয়া বলিল " একটু বিলম্ব কর, খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেলে তোমাদিগকে ঘর দেখাইয়া দিব, থাকিও।" এই বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আমি। কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া চারি দিকে দেখিতে লাগিলাম, ভাবিলাম " গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর কোথায়? দাদা তাহাদিগের সঙ্গী, "বোধ হয় তাহাদিগের সঙ্গে দাদাকে দেখিতে পাইব" এই ভাবিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু তিন জনের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সদরদ্বারে গোপালের কণ্ঠস্বরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে " ওহে মাণিক—মাণিক " এইরূপ কণ্ঠস্বর হইল। বলিতে বলিতে গোপাল ও গদাধর আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল, কিন্তু দাদাকে দেখিতে পাইলাম না; ভাবিলাম " দাদা কোথায়?" যাহাহউক, আড্ডাধারী মাণিক গোপালের সম্বোধনমাত্রেই মাণিক দ্রুত-পদে উপর হইতে আসিয়া তাহাদিগের নিকট দাঁড়াইল।

মাণিককে গোপাল ও গদাধরের একান্ত আজ্ঞাবহ দেখিয়া স্থির করিলাম, সে গোপালের বেতন ভুক্ত দাস—হয় ত গোপাল এই বাড়ীটী ভাড়া লইয়া তাহাকে ইহার রক্ষকস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে—উপস্থিত মাতালগুলি গোপালের বন্ধু ও আহুত।

যাহাহউক, গোঁয়ার গোপাল আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক প্রকার অদ্ভুতস্বরে বলিল, "এ রূপসীটি কে? বাঃ! এমন রূপ ত কাহারও দেখিনাই।"

আড্ডাধারী বলিল "উহাকে কিছু বলিও না, উহারা আজ রাত্রে এই খানে থাকিবে—একটা টাকা দিয়াছে।"

গোপাল ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর স্বরে বলিল "একটা?—নিয়ে আয় শালা তোর ঠাঁই কি আছে।" এই বলিয়া যোগেন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিল।

মাণিক গোপালের মুখপানে চাহিয়া বলিল " উহাকে কিছু বলিও না, ও হাবা; যাহা বলিতে হয় ইহাকে বল।" এই বলিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

আমি বলিতে না বলিতে অবশিষ্ট যাহা ছিল অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিলাম।

গোপাল সন্তুষ্ট হইয়া আর কিছু বলিল না ; এবারে মৃদুস্বরে মাণিকের মুখপানে চাহিয়া বলিল "উপরে ছাগল ছানাটার কাছে সেই দুটো গণক-মাগী আছে ত? দেখ, তাহারা যেন পলায় না।

দুইটা গণকমাগীর নাম শুনিয়াই "ছাগল ছানাটী কি?" তাহার অর্থ আমি এক প্রকার বুঝিয়া লইলাম ; শুনিবামাত্রেই আমার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল ; ভাবিলাম আমরা যে এরূপ বেশে এখানে আসিয়াছি তাহা ইহারা বুঝিতে পারে নাই ; তাহাহইলে আমাদের সম্মুখে এ সমস্ত কথা বলিত না। যাহাহউক আমি এরূপ ভাবে দাঁড়াইলাম, যেন আমি তাহা-দিগের উপস্থিত কথোপকথনের বিষয় কিছুই জানি না; ফলতঃ সেই দিকেই কর্ণপাত করিয়া রহিলাম।

মাণিক বলিল "আর কেন, ছাড়িয়া দাও।"

গোপাল। দাঁড়াও বাবা, আজ রাস্তার মোড়ে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেখিয়া আসিয়াছি, আর আট নয় দিন পরে দুই হাজার টাকা হইবে, তখন আমরা এই বলিয়া একখানি চিঠি লিখিব যে, যাঁহারা ইহার ভিতর আছেন, তাঁহাদিগের বেকসুর খালাস, আর দুই হাজার টাকা পুরস্কার।

গদাধর মাণিকের প্রতি চাহিয়া বলিল "তা তুমি কি মনে করিয়াছ আমরা এ দেশে রূপ দেখাইতে আসিয়াছি?"

মাণিক। তা'ত বুঝিলাম, কিন্তু তোমরা যাহাদিগের রাখাইয়া দিয়াছ, তাহারা যে আরও আট নয় দিন অপেক্ষা করে এরূপ বিবেচনা হয় না।

গোপাল। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন? তাহারা কি বলে?

মাণিক। তাহারা বলে আমাদিগের যাহা পাওনা হইয়াছে, এখনই চুকাইয়া দিক্—আমরা রাত্ দিন এরূপ ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিতে চাহি না।

গোপাল। এখনই—এখনই; আমি কি মাহিনে দিতে ভয় করি?

এই দেখ্" এই বলিয়া গোপাল আপনার জামার পাকেট বাজাইতে লাগিল।

আমি মনে মনে করিলাম যোগেন্দ্র যে উদ্দেশে আমাকে এখানে আনিয়াছে তাহা যদি সফল হয়, তাহাহইলে জানিলাম আমাদের প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা, শঠতা সকলই সার্থক হইল।

যাহাহউক গোপাল, গদাধর ও মাণিক পরক্ষণেই আমাদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া পরস্পর কি পরামর্শ করিতে লাগিল ও এক একবার আমার প্রতি চাহিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী মৃদুস্বর বলিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, শুদ্ধ এই মাত্র বুঝিলাম "ইহাকে বলিলে হয়—ইহাকেই বল"।

পরক্ষণেই গোপাল আমার নিকটে আসিয়া ভয় দেখাইয়া বলিল "বল্ মাগি, ঠিক্ করে বল্—আমরা যে কথা বল্‌ছিলেম তুই তার কিছুই জানিস্ কি না? নইলে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবো।"

আমি সভয়ে বলিলাম "না আমি কিছুই জানি না।"

গোপাল আর কিছু কথা কহিল না; মানিককে ভ্রূভঙ্গী করিয়া ইঙ্গিত করিল; মাণিক বলিল "সে যাহাহউক, আমি তোমাকে একটী কথা বলি, করিবে তো?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"

মাণিক বলিল, তোমার ত এখন কোন কাজকর্ম্ম নাই, তা আমরা যদি তোমাকে একটী চাকুরি করিয়া দি—তাহাহইলে তুমি কর, কি না? মন্দ কি—আট নয় দিন থাকিলে কিছু টাকা পাইবে।

আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলাম। যোগেন্দ্র আমার বাহু ধরিয়া দণ্ডায়মান ছিল; আমাকে ইঙ্গিত করিয়া সম্মত হইতে বলিল।

আমি বলিলাম "তোমাদিগের কথা কত দূর সত্য তাহা আমি জানি না; যদি যথার্থ হয়, তাহাহইলে আমি সম্মত আছি; কারণ এ দেশে আমার ঘরবাড়ী কিছুই নাই; বিশেষতঃ এই হাবা ভাইটীকে আমায় প্রতিপালন করিতে হয়।"

মাণিক। তবে আইস, আমি তোমাদিগকে একটী কর্ম্মের ভার দি। এই বলিয়া তাহারা তিন জনে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল।

গমনকালীন আমি যোগেন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; যোগেন্দ্র প্রকৃত হাবার ন্যায় এক একবার কণ্ঠস্বর বাহির করিতে লাগিল ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আমি উপরে যাইয়া একটী কক্ষদ্বার দেখিতে পাইলাম; ইহাতে তিনটি কুলুপ দেওয়া। গোপাল একে একে তিনটীর চাবি খুলিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল—আমরা কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশমাত্রেই দেখিলাম একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মুদিতনয়নে এক খানী দুল্যমান কেদারায় বসিয়া ঢুলিতেছে। ইহার বয়ক্রম প্রায় ৬০ বৎসরের অধিক হইবে, বেশভূষা দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় বোধ হইল না; বিমলা শরৎ বাবুর অপহরণ বৃত্তান্তটী বলিবার সময় যেরূপ "বৃদ্ধা গণিকার" কথা বলিয়াছিল, ইহাকে সেই রূপ বোধ হইল! আমি দেখিয়াই স্থির করিলাম এই—সেই।

বৃদ্ধা অকস্মাৎ আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "ব্যাপার কি?"

গোপাল। ভাল।

বৃদ্ধা। এত গোল কেন?

গোপাল। তোমাদের বিদায় দিতে এসেছি, কত মাহিনা হয়েছে বল, এখনই চুকাইয়া দিই।

বৃদ্ধা। টাকা এনেছ?

গোপাল। "আনি নাই ত কি—তোবেটীদের ভয় করে চল্‌তে হবে না কি?" এই বলিয়া আপনার পাকেট্ হইতে দশটী টাকা লইয়া বৃদ্ধার সম্মুখে গণিয়া দিল।

বৃদ্ধা বলিল "দেখ গোপাল! তুমি আমাদিগের সঙ্গে ওরূপ কথা কহিও না—জান, আমরা তোমাদের কি পর্য্যন্ত না উপকার করেছি! এই বলিয়া বৃদ্ধা ডাকিল "কামিনি"।

কামিনী পার্শ্বস্থ একটি শয্যার মশারীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। বিমলা আমাকে কামিনীর রূপলাবণ্যের কথা যেরূপ বলিয়াছিল তাহার অন্যতর ইহাতে কিছুই দেখিলাম না—সেইরূপ পরিপাটী সুন্দর, সেইরূপ মৃদুহাস্য ও সেইরূপ বিলোল দৃষ্টি। ইহাকে দেখিয়াই আমার মনে মনে দুঃখ হইল; ভাবিলাম, এরূপ অনুপম সুন্দরী বিধির বিড়ম্বনায় জঘন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

যাহাহউক বৃদ্ধা বলিল, "চল এখানে আর এক দণ্ডও থাকিবার আবশ্যক নাই। আমরা সমস্তই চুকাইয়া পাইয়াছি, আমাদিগের কাপড় ও আর আর সামগ্রী লও।"

কামিনী তাহাই করিল এবং তাহারা উভয়েই সেই বিদেশীয় বেশভূষাগুলি ছাড়িয়া দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

গোপাল আমাকে বলিল "দেখ ঐ বিছানার ভিতর একটী ছেলে শুইয়া আছে, তোমাকে তাহারই ভার লইতে হইবে এবং এই ঘরের ভিতর বন্ধ থাকিতে হইবে; আমরা ঐরূপ তিনটী চাবি দিয়া চলিয়া যাইব, এইখানেই তোমাদিগের আহারাদি সমস্তই আসিবে, তজ্জন্য চিন্তা নাই।" এই বলিয়া গোপাল, গদাধর ও মাণিক আমাদিগকে পুনরায় চাবিবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি প্রথমতঃই মশারিটি তুলিয়া দেখিলাম শরৎ বাবু!! আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না, শরৎ বাবুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম; একবার নহে, শতবার—সহস্রবার; কোলে করিলাম—বুকে রাখিলাম, তবু সে চুম্বনের আশা পুরিল না। পাঠকমহাশয় আমি যেরূপ স্নেহ, যত্ন ও আহ্লাদের সহিত শরৎ বাবুর মুখচুম্বন করিয়াছিলাম, সেরূপ আপনি কখন কাহার মুখ-চুম্বন করেন নাই, কারণ আমার ন্যায় এরূপ অবস্থাতে আপনি কখন পড়েন নাই, পড়িলে জানিতে পারিতেন।

যাহাহউক যোগেন্দ্রও আপন উদ্দেশ্যের কতকটা সফলতা দেখিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "যোগেন্দ্র কর কি? উহারা কক্ষের পার্শ্ব হইতে শুনিলে আমাদিগের সমস্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবে।"

যোগেন্দ্র নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

আমি মৃদুস্বরে যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! তুমি এ সন্ধান কেমন করিয়া পাইলে?"

যোগেন্দ্র বলিল "চুপ্, এখন ওসব কথায় কাজ নাই, পরে বলিব; এক্ষণে উপায়? আমাদিগের ত চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, এক্ষণে আমরা কোন রূপ উপায়ে যদি শরৎকে না লইয়া যাইতে পারি এবং কাল প্রত্যূষে যদি আমাদিগের এরূপ ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাহইলে আমাদের উভয়কেই কাটিয়া ফেলিবে!"

আমি শুনিয়াই ভয়ে কম্পিত হইলাম; বলিলাম "যোগেন্দ্র! উপায়—তুমি।"

দশম অধ্যায়।

উপায়।

পড়েছি তুফানে কিন্তু ছাড়িব না হাল
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল ॥

দীনবন্ধু।

আমরা কারাবদ্ধ—রাজকীয় কারাগার নহে—দ্বীপান্তর প্রেরিত দুষ্ট-লোকদিগের কারাবাস নহে—দাস, দাসী, পুত্র, কলত্র সমাকীর্ণ হিন্দু-মহিলার অন্তঃপুর-বাসের ন্যায় কারাবাস নহে;—দস্যুদিগের কুটিল উদ্দেশ্য সাধনের কারাবাস; আমরা সেই কারাবাসে থাকিয়া দুইজনে অকুল পাথার ভাবিতেছি। এ দিকে রাত্র প্রায় অবসন্ন হইয়া আসিল! ত্রিজামা রজনীর দ্বিজাম গত হইল; এক্ষণে আর অবশিষ্ট ভাগ আছে। পাঠক-মহাশয়! হয়ত রাত্র প্রভাত হইলে দস্যুরা আমাদিগের ছদ্মবেশ দেখিয়া উভয়কেই বিনষ্ট করিবে!! মনে করেছিলাম হয়ত আমার জীবন চরিতের এই পর্য্যন্ত শেষ হইবে—আমাদিগের "গুপ্তলিপির" মর্ম্ম গুপ্তই থাকিবে, কিন্তু তাহা নহে; যখন সে বিপদে উদ্ধার হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি, তখন এ বামা হস্তের বিশ্রাম নাই—শুনুন—

যোগেন্দ্র বলিতেছে "উপায় আছে?"

আমি বলিলাম "কি?"

যোগেন্দ্র। আমাকে কি কোন প্রকারে বাহিরে থাকিতে দিবে না?

আমি। তবে ঘরে পুরিয়া চাবিবদ্ধ করিল কেন?

যোগেন্দ্র আর কিছু বলিল না; অকস্মাৎ চমকিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল "চুপ্ চুপ্।"

পরক্ষণেই কক্ষদ্বারে শিকলের শব্দ হইল; কে যেন বহির্ভাগ হইতে আমাদিগের ঘরের চাবি খুলিতেছে! আমি মনে করিলাম হয়ত কেহ আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে—হয়ত গোঁয়ার গোপাল আমাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে প্রাণ সংহার করিতে আসিতেছে। ভাবিবা মাত্রেই আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল; আমি সভয়ে কক্ষদ্বারে লক্ষ্য করিয়া রহিলাম; দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক কতকগুলি কদর্য্য খাদ্য-দ্রব্য হস্তে, কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ইহাকে দেখিবা মাত্রেই আমি দস্যুদিগের পরিচারিকা বলিয়া স্থির করিলাম; কিন্তু ইহার যেরূপ নীচলোকের ন্যায় আকৃতি ও মলিন বসন তাহা দেখিলে বোধ হয় তাহার স্পৃষ্ট অমৃত হইলেও তাহাতে অভিলাষ হয় না। আমি মনে করিলাম, কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া এরূপ নীচ-জাতির স্পৃষ্ট দ্রব্য কি রূপে গ্রহণ করিব? সেই জন্য বলিলাম "রাত্র অধিক হইয়াছে, আমরা এত রাত্রে আহার করি না, তুমি লইয়া যাও"।

যোগেন্দ্র সহাস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া হাবার ন্যায় অভিনয় দ্বারা বুঝাইয়া দিল "আমি খাইব—যথা লাভ।"

আমি মনে করিলাম, যোগেন্দ্র শুদ্ধ আপন অভিনয় দেখাইবার জন্যই হয়ত আহার করিতে সম্মত হইল, যাহাহউক যোগেন্দ্র খাদ্যগুলি সম্মুখে রাখিয়া অম্লান বদনে খাইতে লাগিল; দীন, দরিদ্র, হাবা লোকেরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে যেরূপ আনন্দ ও আগ্রহের সহিত আহার করে, যোগেন্দ্র সেই-রূপ অভিনয় দেখাইয়া আহার করিতে লাগিল। আমি তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু এ দিকে চিন্তা; মনে করিলাম, যোগেন্দ্র এ ঘরে থাকিলে হয়ত কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে না, সেই জন্য বাহিরে থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। যাহাহউক সেটী আমার অধিকার নহে—গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের হাত; তাহারা যখন আমাদিগের হস্তগত রাখি-

বার জন্য চাবিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, তখন যে যোগেন্দ্রকে অন্যগৃহে শয়ন করিতে অনুমতি করে, এরূপ কখনই বোধ হয় না।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় হঠাৎ আমার অন্তঃকরণে আর এক ভাবের উদয় হইল, আমি পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "দেখ আমাদিগের একটী প্রর্থনা আছে, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার মনিবদিগকে বল।"

পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল "কি?"

আমি বলিলাম "দেখ আমাদিগের জাতে, ভাই ও ভগ্নী এক ঘরে শুইতে নাই; তুমি যদি বাবুদিগকে গিয়া বল যে, আমার ভাইকে অপর ঘরে শুইতে দেন, তাহা হইলে ভাল হয়; আমার হাবা ভাই, যেখানে-হউক এক পাশে পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে দোষ কি?"

পরিচারিকা বলিল "আমি বাছা সে টি পার্‌বো না, তাঁহারা যে রাগী মানুষ, হয় ত বল্‌বেন তো-বেটীর সে কথায় আবশ্যক্ কি?"

আমি বলিলাম "ঝি! তোমাকে আমি পুরষ্কার করিব, এই আট নয় দিন কর্ম্ম করিয়া যাহা পাইব, তাহা হইতে আমি তোমাকে কিছু দিয়া যাইব।"

পরিচারিকা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "দেখি বাছা! তাহারা কি বলেন?" এই বলিয়া পুনরায় কক্ষদ্বারে চাবি দিয়া চলিয়া গেল।

আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিবে ত?"

যোগেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল "এখন কেমন করিয়া বলিব—কিছুই স্থির নাই।"

বলিতে বলিতে পরিচারিকা কক্ষ দ্বার খুলিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি করিয়া আসিলে?"

পরিচারিকা। বাবুরা রাজি হয়েছেন, কিন্তু তোমার ভাইকে তাঁহারা যে ঘরে শোন্, সেই ঘরে শুইতে হ'বে।

আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই—তাঁহারা

যেখানে বলিবেন সেইখানে শুইবে,” এইরূপ বলিয়া আমি যোগেন্দ্রকে অভিনয় দ্বারা বুঝাইয়া দিলাম “তুমি পরিচারিকার সঙ্গে যাও।”

যোগেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া সম্মত হইল এবং তাহার অবশিষ্ট খাদ্যগুলি একগালে পুরিয়া পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল; পরিচারিকা পূর্ব্ববৎ কক্ষদ্বারে চাবি দিয়া নামিয়া গেল।

এক্ষণে আমি একাকিনী—নিকটে কেহ নাই, শুদ্ধ চিন্তাদেবীর ভয় ও আশ্বাসপরিপূর্ণ মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম; প্রথমতঃ নিদ্রিত শরৎ বাবুর প্রতি চাহিয়া দুই তিনবার তাহার মুখচুম্বন করিলাম ও বলিলাম “শরৎ! তোমার জন্য আমরা এই ঘোর রাত্রে কিপর্য্যন্ত না দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তুমি অবোধ, কিছুই জান না।”

শরৎবাবু আমার অঙ্কে ঘুমাইতেছিল, আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতে অর্দ্ধউন্মীলিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া হাসিল এবং পুনরায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন সে আমার কথা শুনিয়া পরিহাস করিল—আমি আর একবার তাহার মুখচুম্বন করিলাম।

যাহাহউক আমি এইরূপ শরৎবাবুকে কোলে করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলাম,—ভাবিলাম, আমি কোথায়? কাহার কন্যা? কোথায়ইবা আসিয়াছি!!—কোথায় কুলবালা পিতা মাতার আয়ত্তাধীন হইয়া গৃহে থাকিব—না, এই রাত্রে দস্যুমণ্ডলীর দ্বারা কারাবদ্ধ হইলাম; কি আশ্চর্য্য! বিপদ সর্ব্বদাই দুরবস্থার সহগামী,—মনুষ্যের দুরবস্থা হইলে সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিঘ্ন, বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়; যাহাহউক এক্ষণে আমাকে কে উদ্ধার করে?—বাবা কোথায়? তিনি কেনই বা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? মাতার “গুপ্তলিপি” খানির এমন কি মর্ম্ম যে, পিতা তদ্দর্শনে আমাদিগের স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে বিবাগী হইলেন? দুর্ভাগ্য “গুপ্তলিপিই” আমাদিগের যত অনিষ্টের মূল; বাবা গেলেন, দাদাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগী হইলেন; মনে করেছিলাম দাদাকে এইখানে দেখিতে পাইব—কিন্তু কৈ? তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না; থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন উপায় হইত। আবার ভাবিলাম, যোগেন্দ্র,

গোপালদিগের এককক্ষে শয়ন করিয়া কি রূপে আমাকে উদ্ধার করিবে? যদি তাহারা আজ রাত্রজাগরণ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাহইলে কি হইবে? যোগেন্দ্র নির্ব্বোধ, এরূপ সঙ্কটে কেন আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল! একেবারে দস্যুদিগকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করিলে কোন চিন্তাই থাকিত না, সহজেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া আসিত। আবার ভাবিলাম, না; তাহাহইলে হয়ত যোগেন্দ্রকেও দস্যুদিগের লইয়া পুলিষের সহিত কষ্ট পাইতে হইত, বোধ হয় সেই কারণ তাহাহইতে বিরত হইয়াছে; কিম্বা যোগেন্দ্র, গোপাল ও গদাধরকে আপন গ্রামবাসী বলিয়া এরূপ করিতে ইচ্ছুক নহে; অথবা আমাকেই শরৎবাবুর উদ্ধারের প্রতিজ্ঞাত ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাওয়াইয়া দিবার জন্যই এইরূপ করিতেছে।

যাহাহউক আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় শরৎবাবু অকস্মাৎ আমার কোলে জাগ্রতপ্রায় হইয়া অস্থির হইল; আমি আস্তে আস্তে তাহার কাণ চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলাম ও তাহাকে মশারির ভিতর শয়ন করাইয় দিলাম।

এবারে আমার মনে আর এক ভাবের উদয় হইল; ভাবিলাম, দেখি এ ঘরের কোন বাতায়ন ভগ্নপ্রায় আছে কি না, যদি যোগেন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া আপনি পলাইতে পারি। কিন্তু দেখিলাম কোন উপায় নাই—বাতায়নগুলি সমস্তই লৌহদণ্ডে আবদ্ধ! বিশেষতঃ আমি যে বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা খুলিবা মাত্রই নিম্নদেশ হইতে একটী ভয়ানক বিলাতী কুক্কুরের রব হইল, আমি চমকিত হইয়া পুনরায় কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া বসিলাম।

একে পথভ্রমণের কষ্ট—তায় রাত্র জাগরণ; বসিবা মাত্রই আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল; কিন্তু এদিকে ভয় ও চিন্তা! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বচ্ছন্দ নহে, ক্ষণে ক্ষণে চক্ষুরুন্মীলন, ক্ষণেক বা নিমীলন করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এরূপে ছিলাম, তাহা আমি জানি না; অকস্মাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নিম্ন প্রদেশ হইতে মাতালমণ্ডলীর উচ্চ কণ্ঠরব আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল; আমি অনন্যমনে ছিলাম, সুতরাং অকস্মাৎ এরূপ

কণ্ঠরোল শুনিয়া ভয়ে কাতর হইলাম,—হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল!! কিন্তু সাহসে ভর দিয়া কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম, আহুত মাতালমণ্ডলীর সভাভঙ্গ হইবার শব্দ; সকলে আহারাদি করিয়া বিদায় হইতেছে। কেহ উচ্চরবে কাহাকে ডাকিতেছে—কেহ হাসিতেছে—কেহ চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে—কেহ বা তাম্রচূড়ের ন্যায় কণ্ঠরব করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। আমি গোঁয়ার গোপালের উচ্চহাস্য শুনিতে পাইলাম; গোপাল একজনের সহিত কথা কহিয়া উচ্চহাস্য করিল—শেষে সদর দ্বারে খিল আঁটিয়া অট্টালিকার ভিতর আসিল। মাতাল-গণ রাস্তায় গোল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এদিকে কক্ষস্থ ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল; সময় কাহারও হস্তগত নহে, যতই রাত্র যাইতে লাগিল, ততই আতঙ্কে আমার রক্ত শুখাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীটি নিস্তব্ধ হইল। ভীষণ জনকোলাহের পর অকস্মাৎ গম্ভীর ও শান্ত ভাব দেখিয়া কালের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনটী আমার মনে উদয় হইল; আমি পুনরায় ভাবিতে লাগিলাম; শরৎবাবু নিদ্রিত,—অবোধ শিশু, আপন অদৃষ্টের কথা কি জানিবে? আমি আর একবার মশারির নিকট গিয়া তাহার সরলস্বভাবপরিপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া চুম্বন করিলাম।

পাঠকমহাশয়! এই উপযুক্ত সময়; জীবনসঙ্কট অতিক্রম করিবার এই উত্তম অবসর। কিন্তু সেটী কি আমার সাধ্যাতীত? কোন ক্রমেই নহে, যোগেন্দ্র ব্যতীত এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই; কিন্তু যদি যোগেন্দ্র আমার ন্যায় পথশ্রান্ত প্রযুক্ত ঘুমাইয়া পড়ে, আর এ দিকে ভোর হইয়া যায়, তাহাহইলে কি হইবে? আমি এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম; মনে মনে কখন ভয়, কখন নৈরাশ, কখন আশ্বাস, কখন আনন্দ উদয় হইতে লাগিল; ক্রমে গাত্রলিপ্ত রঙগুলি শুকাইয়া কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল, আমি মনে মনে করিলাম, কতক্ষণে বাড়ী যাইয়া এগুলি মুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল; পেতেনের উপরস্থ সময়নিরুপণ যন্ত্রে ঢন্ ঢন্ করিয়া চারিটা রাত্রের নিরুপণ করিয়া দিল; আমি পরক্ষণেই বাতায়নটী খুলিয়া দেখিলাম, রাত্র প্রায় প্রভাত হইয়াছে; বনদেবীর অঙ্কপালিত পক্ষিকুল এক একবার শব্দ করিতেছে; পেচক, বাদূড় প্রভৃতি নিশাচর পক্ষি সমস্ত একে একে প্রত্যাগমন করিতেছে; তামাসী-নিশার তামাসীবরণ ক্রমে ক্রমে শুভ্রভাব ধারণ করিতেছে। আমি বাতায়নটী বন্ধ করিয়া পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে উপবেশন করিলাম। এমন সময়ে আমার কক্ষদ্বারে শব্দ হইল,—কে যেন চাবি খুলিতেছে!! শুনিবা-মাত্রেই আমার হৃদয়ে কশাঘাত হইতে লাগিল—অন্তকরণে ভাবি ঘটনার উদয় হইল আমি বিস্মিতভাবে কক্ষদ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম।

পরক্ষণেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইল,—আমি দেখিলাম, যোগেন্দ্র!! যোগেন্দ্র দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আপন ওষ্ঠদ্বয়ে একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "চুপ—আর বিলম্ব নহে—এক মুহূর্ত্তও নহে;—আইস।"

আমি আগ্রহের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া যেমন শরৎবাবুকে কোলে লইতে যাইব, শরৎ আমার সজোর স্পর্শনে জাগ্রত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিল!! আমি বুঝিলাম শরৎ আমার কাল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে;—উপায়? আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিলাম এবং শরতের পরিচিত আমার কণ্ঠরব শুনাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়া-ইতে লাগিলাম।

এদিকে যোগেন্দ্র আমাদিগের এরূপ গতিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কক্ষ-দ্বারটী বন্ধ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল; আমি শরৎকে প্রায় পাঁচ মিনিট্ কাল ঘুম পাড়াইতে লাগিলাম। পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন—এই পাঁচ মিনিট আমার পাঁচ যুগ!!

শরৎ নিস্তব্ধ হইলে, যোগেন্দ্র আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এখন?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

পরক্ষণেই আমরা কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দে—আস্তে আস্তে উপরের সিঁড়ী হইতে নামিতে লাগিলাম। সিঁড়ীটী দুর্ভাগ্যক্রমে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, সুতরাং সামান্য পদক্ষেপ করিলে অধিক শব্দ হইবার সম্ভাবনা, আমরা সেইজন্য একএক ধাপ নামিতে লাগিলাম, ও এক একবার দণ্ডায়-মান হইয়া কর্ণপাত পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলাম, "কেঁহ আসিতেছে কি না।"

সিঁড়ীতে নামিবার সময় মাতালমণ্ডলীর সেই আমোদগৃহটি আমার নয়নপথে পতিত হইল; কারণ সিঁড়ীটির উভয় পার্শ্বে কোন আবরণ ছিল না। যাহাহউক আমি কক্ষটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ইহার দ্বার-গুলি অনাবদ্ধ; অভ্যন্তরে কতকগুলি মদের বোতল; ও চারিদিকে আকের ছিব্‌ড়ে, আনারসের খোসা, আমাচারের চর্ব্বিতভাগ, তামাকের গুল্ প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে।

আমোদগৃহের অপরপার্শ্বে গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরদিগের শয়ন-গৃহ; তাহারা তিন জনে সতন্ত্র শয্যায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। আমরা সমস্ত সিঁড়ীগুলি অতিক্রম করিয়া নিচে আসিয়াছি, শুদ্ধ একটী ধাপমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় শরৎ পুনরায় চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!! কি সর্ব্বনাশ!—এক্ষণে স্বভাবের প্রদীপ, কে নিবাইবে? আমি নিরুপায় হইয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলাম "শরৎ শরৎ, বাবা বাবা! কিন্তু সকলই নিষ্ফল; শরৎ আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাঠকমহাশয় এরূপ অবস্থায় আমার মনে কিরূপ উদ্বেগ, ভয় ও কাতরতা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন; আমি ইতি-কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া অনিমিষ লোচনে দাঁড়াইয়া রহিলাম; যোগেন্দ্র তদ্দর্শনে বলপূর্ব্বক আমার বাহু আকর্ষণ করিয়া একেবারে সদর দ্বারের নিকটে টানিয়া আনিল। পরক্ষণেই কক্ষাভ্যন্তর হইতে গোপালের কণ্ঠস্বরের ন্যায় একটী উচ্চ রব শুনা গেল "কি-ও? গদা—গদা,—চোর—চোর,—বিশ্বাসঘাতক,—বাট্‌পাড়;" এইরূপ উচ্চরবের সহিত পরক্ষণেই দ্রুত পদশব্দ হইল!! যোগেন্দ্র অকস্মাৎ আমার হাত ধরিয়া সদর দ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া শিকল টানিয়া দিল, ও তাহার হস্তস্থিত উপরের

ঘরের একটী কুলুপ লাগাইয়া দ্বার বন্ধ করিল; আমরা উভয়েই দ্রুতপদে পলায়ন করিলাম।

যোগেন্দ্র কিয়দ্দূর আসিয়া তাহার হস্তস্থিত কুলুপের চাবিটী অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাচীরের অপরপার্শ্বে ফেলিয়া দিল; আমরা অনেক দূর অবধি অট্টালিকার অভ্যন্তরোত্থিত গোপাল ও গদাধরের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু কে শুনে? আমরা উভয়ই পলাতক; ক্রমশঃই ছুটিলাম, বিশ্রাম নাই—বিরাম নাই; এদিকে মনে মনে আতঙ্ক; এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম, কেহ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে কি না, দেখিলাম কেহই নাই—রাজমার্গ জনমানবশূন্য: মনুষ্যের মধ্যে শুদ্ধ আমি, যোগেন্দ্র এবং ক্রোড়স্থ শিশু। যোগেন্দ্র আমাকে যেরূপ পথ দিয়া লইয়া গেল, আমি তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না; কারণ নির্ণয় করিবার অবকাশ পাই নাই।

এইরূপে রাজপথের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চক্র অতিক্রম করিয়া আমরা একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম। ইহাতে প্রবেশ মাত্রেই আমি মনে করিলাম যে, এ গলিটী পূর্ব্ব রাত্রের সেই প্রথম গলি হইবে, যোগেন্দ্র সেই গলির মধ্যভাগে গিয়া একটী অট্টালিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ইহার বাতায়ন গুলি সমস্তই আবদ্ধ; বহির্ভাগে একটী ভগ্নপ্রায় কক্ষের দুই চারিটী কড়ি অনাবরিত রহিয়াছে, দেখিবামাত্রই ইহাকে সেনজা মহাশয়ের বাড়ী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম; আমি বলিলাম, "যোগেন্দ্র! ওখানে যাইও না, গোপাল ও গদাধর প্রথমে এই খানেই আসিবার সম্ভাবনা।"

যোগেন্দ্র বলিল "কোন চিন্তা নাই, আমরা নিষেধ করিয়া দিলে কেহই এখানে আসিতে পাইবে না।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র সদর দ্বারে আঘাত করিল।

অভ্যন্তর হইতে—"কে-ও?"

যোগেন্দ্র বলিল "আমি যোগেন্।"

পরক্ষণেই দ্বার উৎঘাটিত হইল। প্রবেশ মাত্রেই আমরা সেনজা

মহাশয়ের স্ত্রীকে দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বরাত্রে ইহার যেরূপ পরিধেয়বস্ত্র দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ; শুদ্ধ মুখখানি শুষ্ক; দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি আমাদিগের জন্য গতরাত্রে জাগ্রত ছিলেন; যাহাহউক সেনজা মহাশয়ের স্ত্রী আমাদিগকে দেখিয়া বলিল "এই যে, তোমরা আবার ফিরিয়াছ—অ্যাঁ? আবার একটী ছেলে!" এই বলিয়া বৃদ্ধাস্ত্রী শরৎকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "এক্ষণে কি তোমরা কাপড় ও বেশ পরিত্যাগ করিতে চাহ?"

আমি বলিলাম "হাঁ"।

আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অন্দরমহলের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেনজামহাশয় প্রাঙ্গণে বসিয়া মুখপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, আমাদিগকে দেখিবামাত্র "এই যে, আবার যোগেন্দ্র; এবারে আর একটী ছেলে—বাঃ!" এই বলিয়া তাহার সেই প্রবঞ্চনা-পরিপূর্ণ বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন।

যোগেন্দ্র বলিল "হাঁ, আমরা নিরাপদে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছি কিন্তু এক্ষণে যতক্ষণ না আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই, ততক্ষণ তুমি কাহাকেও এখানে আসিতে দিও না।"

সেনজা মহাশয়ের স্ত্রী বলিল "তোমরা সে বিষয়ের কোন আশঙ্কা করিও না, আমারা কাহাকেও এক্ষণে আসিতে দিয়া তোমাদিগের সহিত কলহ করিতে দিব না; আর তোমরা এরূপ মনে করিও না, যে বিষয়কর্ম্মের সময় আমরা কাহারও সম্মান করিয়া কর্ম্ম করি; তবে আমাদিগকে যে যেরূপ আদেশ করে, তাহাকে সেইরূপ করিয়া দি; টাকা পাইলে গ্রহণ করি, না পাইলে, তাহার সঞ্চিত কোন দ্রব্য অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া লই, এবং সময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া আমাদিগের পরিশ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা সর্ব্বদাই লোকের সহিত সংশ্রব রাখিয়া কর্ম্ম করি ও পুলিষের দৌরাত্ম্য হইতে সতন্ত্র থাকি।

আমি বৃদ্ধা স্ত্রীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের সহিত সেনজা মহাশয়দিগের অধিক ঘনিষ্ঠতা থাকিবে, কিন্তু সেটী আমার ভ্রম।

যাহাহউক বৃদ্ধাত্রী এইরূপ বলিয়া আমাকে সেই পার্শ্বস্থ কুটীরে লইয়া গেল, ও একে একে আমার গহনা, কাপড় ও মাথার চুল খুলিয়া ফেলিয়া শেষে গায়ের রঙগুলি তুলিতে বসিল; বোধ হয় পাঁচ, দশ মিনিটের মধ্যেই আমি, "যে আমি সেই আমি" হইলাম। বলিতে কি, বৃদ্ধার শিল্প-কৌশল দেখিয়া আমি এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম "বৃদ্ধা! আমি তোমার বিদ্যার কৌশল দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম; আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে কিছু টাকা পুরস্কার দিয়া যাইব, কিন্তু আমার নিকট এক্ষণে কিছুই নাই।"

বৃদ্ধা বলিল "তুমি মনে করিলে বাড়ী গিয়া পাঠাইয়া দিতে পার—কি বল?"

আমি মৌনে সম্মতি হইয়া ঘাড় নাড়িলাম।

বৃদ্ধা টাকার আশ্বাস পাইয়া আগ্রহের সহিত বলিল "বোধ করি তুমি ভুলিবে না; দেখ, আমি তোমাদিগের জন্য অধিক পরিশ্রম করিয়াছি, কারণ তোমাদিগকে দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ইহাদিগের ন্যায় লোক এপর্য্যন্ত আমাদিগের বাড়ীতে আইসে নাই, অতএব ইহাদিগের কর্ম্মটি অবশ্যই কোন উপন্যাসের ন্যায় অলৌকিক ঘটনা হইবে।

যাহাহউক আমি বৃদ্ধার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাকে আশ্বাস দিলাম, বলিলাম "তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি বাড়ী গিয়া তোমাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিয়া আমি বৃদ্ধার সহিত অপর কক্ষে গেলাম; দেখিলাম, যোগেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে। যোগেন্দ্র এক্ষণে সেই উৎকলবেশ-ধারী যোগেন্দ্র নহে; যে যোগেন্দ্রকে দেখিলে আমার নয়ন তৃপ্ত হয়, মন পরিতোষ লাভ করে, হৃদয় আনন্দ রসে প্লাবিত হইতে থাকে, এক্ষণে সেই যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র আমাকে দেখিয়া হাসিল; আমি মনে মনে করিলাম "যোগেন্দ্র! তোমার এ হাসি সেই কদর্য্য উৎকলবেশধারী মুখের যোগ্য হয় নাই।"

যাহাহউক আমরা এইরূপ বেশ পরিবর্ত্ত করিয়া সেখান হইতে বিদায়

হইলাম। শরৎ বাবু এতাবৎকাল সেনজা মহাশয়ের শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, এক্ষণে আমার বাহুদ্বয়ের অভ্যন্তরে; —এখনও নিদ্রিত।

আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! তুমি শরতের সন্ধান কিরূপে পাইলে? আর কেনই বা একেবারে হরনাথবাবুর গোচর করিয়া দস্যুদিগকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করিলে না?"

যোগেন্দ্র বলিল "আমি প্রথমতঃ আমার বাসার সন্নিকটে ঐরূপ বিদেশী স্ত্রীলোকের কোলে শরৎকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে ও বিদেশী লোকের কোলে হরনাথবাবুর সন্তানকে দেখিয়া আমি সন্দিগ্ধ চিত্তে উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সমস্ত সন্ধান লইয়াছিলাম এবং কি উপায়ে শরৎকে আনয়ন করা যায়, এইটী স্থির করিয়া তোমার নিকটে গেলাম। আমি হরনাথবাবুকে এবিষয় জ্ঞাত করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমি জানিতাম গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরদিগের একজন লোক সর্ব্বদাই হরনাথবাবুর বাড়ীর সন্ধানে ফিরিত; তাহাদিগের এরূপ মানস ছিল যে, যদি হরনাথবাবু কোন রূপে শরতের সন্ধান পাইয়া দস্যুদিগকে পুলিষের শাসনাধীন করিবার উপক্রম করেন, তাহাহইলে তাহারা শরতের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিবে।

শুনিবামাত্রই আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম "যোগেন্দ্র! তোমার চতুরতাগুণে শরৎ প্রাণরক্ষা পাইয়া আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে— আবার সেই শোকাতুরা জননীর ক্রোড়ে সমর্পিত হইতে চলিয়াছে; তোমার নিকট হরনাথবাবুর সমস্ত পরিবার যে কি পর্য্যন্ত বাধ্য রহিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভাল, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; যখন তুমি আমাদিগের কক্ষ হইতে গিয়া দস্যুদিগের নিকট শুইতে গেলে তখন তুমি কি করিলে? আর কি উপায়েই বা পুনরায় আমাদিগের কক্ষে উপস্থিত হইলে?"

যোগেন্দ্র বলিল "আমি প্রথমতঃ হাবা ও কালার ন্যায় গিয়া একটী সতন্ত্র বিছানায় শুইলাম। আমি যে ঘরে শুইয়াছিলাম, সে ঘরে চারিটী বিছানা ছিল; তন্মধ্যে আমি একটীতে, আর গোপাল, গদাধর ও মাণিক

তিন জনে তিনটী সতন্ত্র বিছানায় শুইল। গোপাল প্রথমতঃ বিছানার নিকট গিয়া তাহার গায়ের জামাটি মশারির চালে খুলিয়া রাখিল; আমি জানিতাম যে গোপালের সেই জামাটীতে তোমাদিগের ঘরের তিনটি চাবি আছে। যাহাহউক গোপাল বিছানায় ঢুকিলে আমিও নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলাম।

গদাধর ও মাণিক অগ্রে ঘুমাইল, কিন্তু গোপাল শয্যায় গিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল জাগিয়া ছিল; আমি তাহার পাশ ফিরিবার সাড়া পাইয়া শুদ্ধ যে এইটি জানিতে পাইয়াছিলাম এরূপ নহে; আমার নাসিকার শব্দ পাইয়া গোপাল একবার স্বগত বলিল "বেটা উড়ের ঠাঁই যদি কিছু টাকা থাকে তাহাহইলে গলা টিপিয়া মারিবার এই উত্তম অবসর—দেখি"। এই বলিয়া গোপাল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যার নিকট আসিয়া আমার কটিদেশ স্পর্শ করিল।

আমি বলিলাম " কি সর্ব্বনাশ--কি সর্ব্বনাশ !!

যোগেন্দ্র। আমি প্রথমতঃ ভয় পাইয়াছিলাম, কারণ যদি সে আমার গায়ে হাত দিত, তাহাহইলে অবশ্যই আমার ছদ্মবেশ জানিতে পারিত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গোপাল সেটী করে নাই। যাহাহউক আমি সাহসে ভর করিয়া ক্রমান্বয়ে নাক ডাকাইতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোপাল আমার সম্পত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া পুনরায় শয্যায় গিয়া শুইল, এবং অল্পক্ষণ পরেই নাশিকার শব্দ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল; আমি এই অবসরে শয্যা হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে তাহার জামা হইতে তোমাদিগের ঘরের চাবিগুলি সংগ্রহ করিলাম ও উপরে গিয়া তোমাদিগের ঘরের চাবি খুলিলাম; পরে যাহা হইল তাহা তুমি জান।"

আমি বলিলাম "হাঁ; আর তোমার বলিবার আবশ্যক নাই।"

এইরূপ কিয়ংক্ষণ কথোপকথনের পর আমরা আমতা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যোগেন্দ্র! এইত গ্রামে আসিয়া

পড়িলাম, হরনাথবাবুর বাড়ীও আর অধিক দূর নহে—ঐ দৃশ্যমান; এক্ষণে চল আমরা তাঁহাকে গিয়া সবিশেষ জ্ঞাত করি এবং দস্যুদিগকে উচিত মত শাস্তি দি।”

যোগেন্দ্র বলিল “না সেটি হইবে না; আমি তাহাদিগকে লইয়া পুলিষের সহিত কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করি না। যদিও দুষ্টের দণ্ড দেওয়া আমার অভিপ্রেত বটে, তত্রাচ সামান্য পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের সহিত রাজমার্গে গমন করা আমার কর্ম্ম নহে; বিশেষতঃ গোপালেরা অতিশয় দুষ্ট লোক; আমরা হরনাথবাবুকে এবিষয় জ্ঞাত করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিতে পারিবে এবং হয়ত কোন না কোন উপায়ে আমাদিগের অনিষ্ট সাধনে, এমন্ত কি প্রাণ সংহার করিতে পারিলেও পরাঙ্মুখ হইবে না।

আমি যোগেন্দ্রকে আর কিছু বলিলাম না, শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলাম “ তবে কি আমি হরনাথবাবুকে কোন কথা বলিব না।”

যোগেন্দ্র বলিল “ না; আমার নাম মাত্রও করিওনা, এবং দস্যুদিগেরও কোন সন্ধান বলিয়া দিও না।”

যোগেন্দ্র এই রূপ কথোপকথন করিয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীর কিয়দ্দূর হইতে চলিয়া গেল; আমি শরৎকে দুই তিনবার মুখচুম্বন করিয়া বাড়ী লইয়া চলিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্পাদ।

অভাগীরে কৃপানেত্রে আজি কে হেরিল
হারাধন কোন্ জন কুড়াইয়া দিল ?

নির্ব্বাসিতের বিলাপ।

এক্ষণে ভোর হইয়া পড়িল। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উদয় হইতে লাগিলেন। জলে, তমালে, বকুলে একে একে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জল নবরাগে রঞ্জিত হইয়া মৃদুবায়ু হিল্লোলে থরে থরে নৃত্য করিতে লাগিল; তমাল নবকিশলয়ে সূর্য্যকিরণ পাইয়া এক অপূর্ব্ব চিক্কণভাব ধারণ করিল; পৃথিবী নব উৎসাহে উৎসাহী হইয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল; আমি এইরূপ সময়ে খিড়কীর বাগান দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমি যে সময় বাড়ীতে প্রবেশ করি, সে সময় বিমলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; শরৎকে আমার কোলে দেখিবামাত্রই আহ্লাদে চীৎকার করিয়া দ্রুতপদে মাঠাকুরাণীকে সংবাদ দিতে গেল।

আমি শরৎকে লইয়া উপরের সিঁড়ীটী অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় মাঠাকুরাণী আলুথালু বেশে আমার নিকট আসিয়া আগ্রহের সহিত শরৎকে কোলে লইলেন,—আহ্লাদে তাঁহার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল—তিনি তাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞনয়নে চাহিয়া বলিলেন "সুশীলে! তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলে; তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।

দেখিতে দেখিতে হরনাথ বাবু, বিজয় বাবু, ও আর আর সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরনাথ বাবু আমার প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া বলিলেন "সুশীলে! তোমার চরিত্র সৎ—অতি সৎ! তুমি কি প্রকারে শরৎকে আনিয়াছ, তাহা আমরা এক্ষণে কিছুই জানি না; যাহাহউক আহারাদির পর তুমি আমার কাছারী ঘরে যাইও, আমি তোমাকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দিব।

মাঠাকুরাণী ঈষৎ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "১০৲ টাকা! তুমি কেমন করে বল্লে? তুমি কি মনে করেছ সুশীলার ঋণ টাকা দিয়া পরিশোধ করিবে—প্রাণ দিলেও তাহা পরিশোধ হবার নহে।"

হরনাথবাবু কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন "তুমি বুঝিতেছ না; সুশীলা আমাদিগের যেরূপ উপকার করুক না কেন—তবু আমার বাড়ীর দাসী; ১০৲ টাকার অধিক আর উহাকে কি দিব?"

আমি হরনাথবাবুর বাক্যে আর কর্ণপাত করিলাম না; "রাত্রিজাগরণ প্রযুক্ত অসুস্থ আছি" এইটি জানাইয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেলাম।

আমি প্রথমতঃ কক্ষে গিয়া মাঠাকুরাণীর সৌজন্য ভাবিয়া মনে মনে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু হরনাথবাবুর বাক্যগুলি স্মরণ করিবামাত্র আমার অন্তরে বিষাদ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম "আমি দুঃখিনী পরিচারিকা বলিয়াই তিনি আমাকে এরূপ উক্তি করিলেন।"

যাহাহউক আজ আমি আহারাদির পর একটু বিশ্রাম রাখিলাম; কতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, তাহা আমি জানি না, কারণ রাত্রিজাগরণ প্রযুক্ত আমি অঘোরে ঘুমাইয়াছিলাম, অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিলাম প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; মাঠাকুরাণী এপর্য্যন্ত আমার শিরদেশে বসিয়াছিলেন; চক্ষুরুন্মীলন মাত্রেই বলিলেন "সুশীলে! তুমি এক্ষণে কেমন আছে?—তুমি অসুস্থ বলে আমি তোমাকে ডাকি নাই।"

আমি ব্যগ্রভাবে গাত্রোত্থান করিয়া, বলিলাম "কেন—আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?"

মাঠাকুরাণী বলিলেন "মা সুশীলে! আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং

আজ হইতে তুমি আমার আজ্ঞাবহ পরিচারিকা নহ ; তবে আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি,—আমার স্বামী তোমার সহিত যেরূপ অবজ্ঞাভাবে কথা কহিলেন, তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না—দেখ বৃদ্ধ হইলে কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

আমি বলিলাম "না মাঠাকুরাণি! আমার সে কথা আর কিছুই মনে নাই—সে জন্য আপনাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবেক না।"

মাঠাকুরাণী পুনশ্চ বলিলেন "সুশীলে! তুমি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছ তাহা ৫০০ টাকা পারিতোষিকে পরিশোধ হইবার নহে; যাহাহউক আমার ইচ্ছা যে, তাঁহার নিকট হইতে পারিতোষিকের টাকা লইয়া তোমাকে গহনা গড়াইয়া দি, এবং তোমার কর্ম্মে আর এক জনকে নিযুক্ত করিয়া তোমাকে আমার সহচরীর ন্যায় রাখি; আমি তোমাকে এরূপ ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করি যে, লোকে দেখিয়া তোমাকে পরিচারিকা না মনে করে।

আমি বলিলাম "মাঠাকুরাণি! পুরস্কারের আশয়ে আমি শরৎকে লইয়া আসি নাই, ও সামান্য পরিচারিকা হইতে একেবারে ধন্যাঢ্য-লোকের পরিবারের ন্যায় স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইতেও আমার ইচ্ছা নাই; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি এই রূপ শারীরিক পরিশ্রম করে নির্ব্বিঘ্নে আপনার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে পারি—আমার কর্ম্মে আপনাকে আর কাহাকেও নিযুক্ত করিতে হইবেক না।"

মাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে বলিলেন "সুশীলে! তুমি অবোধ—টাকা পাইলে কেহ কি ছাড়িয়া থাকে,—অমত করিও না, আমি যাহা বলিতেছি—কর।"

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! টাকা পাইলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু গ্রহণের পূর্ব্বে সেটী গ্রাহ্য কি না, ইহা বিবেচনা করা উচিত; অতএব আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি—তজ্জন্য আবার টাকা কি? আপনি পুনঃ পুনঃ আমাকে ওরূপ অনুরোধ করিবেন না।"

মাঠাকুরাণী আমার কথায় কোন মনযোগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ

করিতে লাগিলেন এবং আমার একান্ত অসম্মতি দেখিয়া বলিলেন "সুশীলে! তোমাকে আর আমি কি বলিব—আমি তোমার হাতে ধরিতেছি; আমার স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এই স্বর্ণবলয় জোড়া গ্রহণ কর, অগ্রাহ্য করিলে আমি দুঃখিত হইব।" এই বলিয়া তিনি আপন হস্ত হইতে তাঁহার স্বর্ণবলয় খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন। স্পষ্ট বলিতে কি; আমার ন্যায় দরিদ্র পরিচারিকার হস্তে ওরূপ বহু মূল্যের স্বর্ণবলয় পরিতে আমাকে কুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কি করি? পাছে তিনি দুঃখিত হন, সেইহেতু তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

মাঠাকুরাণী আমাকে স্বর্ণবলয় পরাইয়া বলিলেন "দেখ দেখি, আমার অপেক্ষা তোমার হাতে বালাদুগাছি কেমন দেখাচ্চে! ওরূপ নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর শরীরে শুধু হাত কি ভাল দেখায়?"

আমি তাঁহার বাক্যে কোন উত্তর করিলাম না; নতমুখ হইয়া রহিলাম; মাঠাকুরাণী এবারে আমাকে শরতের উদ্ধারের বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম, কিন্তু দস্যুদিগের নাম ও ঠিকানা কিছুই তাঁহার গোচর করিলাম না; আমি স্পষ্টই বলিলাম "তস্করদিগের সন্ধান আমি আপনাকে বলিব না; যদিও দুষ্টের দণ্ড দেওয়া বিধেয় বটে, কিন্তু আমি যাহার সাহায্যে শরৎকে উদ্ধার করিয়াছি, তিনি পুলিষের কোন সংশ্রবে থাকিতে চাহেন না, এবং আমিও সেই জন্য তাহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা শরৎকে চুরি করিয়াছিল, তাহারা অতি হিংস্রক লোক; সুতরাং আমরা "এই কর্ম্মেরকর্ম্মী" এইটী জানিতে পারিলে হয়ত কোন না কোন সময়ে আমাদিগের অনিষ্ট সাধনে হস্তক্ষেপ করিবে।

মাঠাকুরাণী বলিলেন "ভাল, যদি তোমার একান্তই দস্যুদিগের নাম উল্লেখ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহাহইলে বলিবার আবশ্যক নাই; আমি তোমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিয়া তস্করদিগকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করি নাই, আর আমি সকলকেই বলিয়া দিব যে, কেহ যেন তোমাকে এবিষয়ের কোন প্রশ্ন না করে।

এইরূপ অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি আজ রাত্রে শরৎ ও আর আর ছেলে গুলিকে সঙ্গে করিয়া শুইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

আমি তাহাতে সম্মত হইলাম এবং বিদায়কালে তাহাকে আমার প্রতিশ্রুত সেনজামহাশয়ের স্ত্রীর টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম।

মাঠাকুরাণী বলিলেন "হাঁ—আমার দুইটী কর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন করিতে হইবে, একটী তোমার প্রতিজ্ঞাত টাকা; অপরটী শরতের জন্য দেবতাদিগের পূজা দেওয়া।" এই বলিয়া তিনি আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যভিচার।

* * * * O curse of marriage
That we can call these delicate creatures our's
And not their appetites.

Othello.

শরৎবাবুর অপহরণের পর, প্রায় চারিমাস কাল হরনাথবাবুর সংসারে এমন কোন ঘটনা হয় নাই, যে পাঠকমহাশয়দিগকে জ্ঞাত করি, সুতরাং এই চারিমাস কাল আমার নিরাপদে কাটিয়া গেল; শুদ্ধ নিরাপদে কেন? সুখ ও সচ্ছন্দে যাপন করিলাম; বিশেষতঃ মাঠাকুরাণী শরতের উদ্ধারের পর হইতে আমাকে বিশিষ্টরূপ যত্ন করিতেন, এমন কি দিনমানে প্রায় চারি পাঁচ বার আমার গৃহে আসিয়া আমার তত্ত্ব লইতেন; কখন বা কোন প্রতিবাসী সঙ্গিনী আসিলে আমাকে লইয়া তাস খেলিতে বসিতেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাঠাকুরাণী যখনই আমার সহিত গল্প করিতে আসিতেন, তখনই তিনি কথা প্রসঙ্গে বিজয় বাবুর উল্লেখ করিতেন, "বিজয় বাবু আর কোন সময়ে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন কি না,—বা অপর কোন স্থানে আমাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন কি না?"

আমি তাঁহাকে বলিতাম যে, "যদিও বিজয়বাবু কোন না কোন সময়ে

আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমাকে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়া অন্যমনে চলিয়া যাই,—তাঁহার দিকে লক্ষ্য করি না; কারণ, আপনি জানেন বিজয়বাবু আমার ধর্ম্মপথের প্রধান কণ্টক।”

যাহাহউক আজ অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আমার শিরঃপীড়া হইল; আমি সেইহেতু বিমলাকে ছেলেদিগের ভার দিয়া খিড়কীর বাগানে গেলাম—মনে করিলাম, সমস্ত দিন গৃহমধ্যে থাকিয়া হয় ত আমার এরূপ অসুখ উপস্থিত হইয়াছে—খিড়কীর বাগানে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইলেই সারিয়া যাইবে।

এক্ষণে ফাল্গুণ মাস; মলয়মারুত প্রকৃতির সায়ংসৌন্দর্য্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; আমি স্পর্শনমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিলাম, এবং স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক বেড়াইতে লাগিলাম।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল—ভাবিলাম, এক্ষণে অপরাহ্ণ-প্রায়—আর অধিকক্ষণ এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; এই ভাবিয়া আমি বাড়ী যাইবার মানস করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ আমার পশ্চাৎ-দেশে মনুষ্যের পদ-শব্দের ন্যায় চর্ম্মপাদুকার শব্দ হইল; আমি মনে করিলাম, হয়ত বিজয়বাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া এই দিকে আসি-তেছেন; আমি সেইহেতু বাড়ীর দিকে প্রত্যাগমন না করিয়া নিকটস্থ একটী কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পাঠকমহাশয় জানিবেন, এই কুঞ্জটী উপবনস্থ লতামণ্ডিত চেয়াড়ীর ফটকের ন্যায় নহে; ইহা চতুষ্কোণ ও লতাবিতানে বেষ্টিত। ইহার মধ্যস্থ অপর একটী বেষ্টন থাকায় পার্শ্বাপার্শ্ব দুইটী ছোট ছোট গৃহের ন্যায় হইয়াছে, সুতরাং এক কক্ষ হইতে কথা কহিলে অপর কক্ষে তাহা স্পষ্ট শুনা যাইয়া থাকে। দুইটী কক্ষের অভ্যন্তরস্থ দুই খানি বসিবার কাষ্ঠাসন এবং দুইটীরই স্বতন্ত্র প্রবেশ পথ।

যাহাহউক চর্ম্মপাদুকার শব্দ পাইয়া আমি আস্তে আস্তে ঐ দুইটী লতাবেষ্টিত কক্ষের একটীতে গিয়া বসিলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া শুনিলাম সেই আগন্তুক ব্যক্তির পদ-শব্দটি অপর

কক্ষে আসিয়া নিঃশব্দ হইল; ভাবিলাম হয় ত বিজয়বাবু আমার এখানে আসিবার কোন রূপ সন্ধান পাইয়া চৌরভাবে আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন;—অকস্মাৎ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—হৃৎকম্প হইতে লাগিল—কিন্তু আমি নিস্তব্ধ!! গাত্রোত্থান করিয়া পলাইলে পাছে কোন রূপে আমার পদ-শব্দ পাইয়া আমাকে আক্রমণ করেন, সেই ভয়ে সেইখানে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কুঞ্জবেষ্টনের অপর পার্শ্বে অপর এক জনের পদশব্দ হইল!! শুদ্ধ পদশব্দ নহে, গাত্রাভরণের ঝুন্ ঝুন্ বাদ্য,—পরিধেয় বস্ত্রের খস্ খস্ শব্দ! আমি শুনিবা মাত্রেই আগন্তুক স্ত্রীলোক বলিয়া নিশ্চয় করিলাম, কিন্তু কে? কি বৃত্তান্ত? কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না, যাহা-হউক স্ত্রীলোকটীও আমার কুঞ্জকক্ষের অপর বেষ্টনে গিয়া উপস্থিত হইল।

অনতিবিলম্বে "কেও, রাজলক্ষ্মি! প্রাণেশ্বরি! এস, এস;" এইরূপ অস্ফুট কিন্তু স্নেহ পরিপূর্ণ স্বরে প্রিয়সম্ভাষণ শুনিতে পাইলাম। শ্রবণ মাত্রেই আমি বিজয় বাবুর কণ্ঠস্বর বলিয়া নিশ্চয় করিলাম; বিজয় বাবু পুনশ্চ বলিলেন "দেখ দেখি, এই সময়টী আমার কেমন সুখের সময়।"

পরক্ষণেই "আমিও সমস্তদিন এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম" এই বাক্যগুলি বামা ও মৃদুকণ্ঠ স্বরে উচ্চারিত হইল; আমি বুঝিলাম ইনি আমার পরিচিত হরনাথ বাবুর স্ত্রী।

ছি—ছি, কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! উহাদিগের কথোপকথন শুনিয়া আমার হৃদয়ে মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি অবজ্ঞার উদ্রেক হইল; ভাবিলাম এস্থল হইতে উঠিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ; যদিও আমি আপন ইচ্ছাধীন এখানে উপস্থিত হই নাই সত্য, তত্রাচ এরূপ চৌরভাবে উহাদিগের কথোপকথন শুনিবার আমার কোন আবশ্যক নাই—কর্ম্মটিত এক প্রকার বুঝিয়া লইলাম।

আমি এই রূপ মনস্থ করিয়া গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ আমার কুঞ্জবেষ্টনের প্রবেশ পথে ছায়ার ন্যায় একটি মনুষ্যাকৃতি উপস্থিত হইয়া, আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। ইনিকে তাহা

আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম না; কারণ সে সময়টি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল, বিশেষতঃ উপরস্থ বড় বড় বৃক্ষ শাখার আচ্ছাদন এবং পার্শ্বস্থ কুঞ্জ বেষ্টনের লতামণ্ডলীর অবরোধ প্রযুক্ত আলোকপথ অধিকতর আবদ্ধ হইয়াছিল; যাহাহউক ব্যক্তিটি এরূপ নিঃশব্দে এবং চৌরভাবে আসিয়া আমার সেই কাষ্ঠাসনের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল যে, বোধ হয় কোন সরীসৃপের গতিও ওরূপ শব্দশূন্য নহে। যাহাহউক আগন্তুক যে গুপ্তভাবে অপর কক্ষস্থ প্রণয়িদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতে আসিয়াছিল তাহা আমি তাহার নিঃশব্দোপবেশন মাত্রেই জানিয়াছিলাম। আগন্তুক উপবেশন করিলে মধ্যস্থ বেষ্টনের অপর পার্শ্ব হইতে পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ হইল।

"আমি যেমন তোমার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে ভাল বাসি, তেমনি তুমি আজ চারি দিনের পর এখানে আসিলে; কি বলিব আমার মন তোমার জন্য যেরূপ কাতর হয়, তোমার যদি সেরূপ হ'ত, তা'হলে আর ভাবনা কি?" হরনাথ বাবুর স্ত্রী অতি কাতর স্বরে এইটি বলিলেন।

বিজয়বাবু। কেন রাজলক্ষ্মি? তুমি ও কথা বল্লে! তুমি কি মনে করেছ যে, আমার প্রণয় তোমার প্রতি ক্রমে লাঘব হয়ে আস্‌চে? তা তুমি এক নিমেষের জন্যও মনে স্থান দিও না; আমাদিগের সেই বাল্য কালটি মনে কর দেখি—যে সময়ে আমাদিগের এই প্রণয়ের সূত্রপাত হয়; বাল্যপ্রণয় কি কখন কোন কালের জন্য বিস্মৃত হওয়া যায়?

মাঠাকুরাণী পুনশ্চ কাতর স্বরে বলিলেন "যদি জগদীশ্বর সেই সময়ে আমাদিগকে বিবাহ সূত্রে বন্ধন কর্‌তেন, তাহলে আর আমাকে কোন যন্ত্রণাই সহ্য কর্‌তে হ'ত না।"

বিজয়বাবু। রাজলক্ষ্মি! তুমি সে সমস্ত কথা এখন ভুলে যাও—কে জানিত যে, সেই সময় আমার খুল্লতাত প্রাণত্যাগ কর্‌বেন? কে জানিত যে, তিনি সেরূপ অল্প বয়সে পৃথিবী হ'তে বিদায় হয়ে আমাদিগের শুভ কার্য্যে ব্যাঘাত কর্‌বেন? আর বিশেষতঃ আমারও কিছু সে সময় এমন অবস্থা ছিল না যে, নিজ ব্যয়ে তোমার পাণিগ্রহণ করি।

মাঠাকুরাণী। না, আমি কিছু তোমাকে এমন বলি নাই যে, তুমি ভবিষ্যৎ না জেনে আমাকে কেন এ পথে দাঁড়করালে? তবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে নিশ্চয় জান্‌তেম যে চিরকালই তুমি আমার থাকিবে।

বিজয়বাবু বলিলেন "কেন রাজলক্ষ্মি! তুমি যেন আন্তরিক দুঃখের সহিত আমাকে বল্লে? আমি কি কখন কোন কালে তোমাকে অযত্ন করেছি? না কখন তোমার অবিশ্বাসের কর্ম্ম করেছি?—তবে বিবাহ? কি কর্‌বো—তুমি এক জন ধনাঢ্য কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, তায় সে সময় বয়স্কা হয়ে উঠেছিলে, সুতরাং তোমার মা বাপ আমার জন্য অপেক্ষা না করে, উপস্থিত পাত্র হরনাথ বাবুকে অর্পণ কল্লেন; যাহোক, আমি তাতে দুঃখিত হই নাই, কারণ আমি দরিদ্র সন্তান, সে সময়ে আমার কাছে এলে তোমাকে আমার সহিত দুঃখ পাইতে হইত, বোধ করি তোমার স্মরণ থাক্‌বে আমি সেই জন্যই তোমাকে বলেছিলাম যে, হরনাথ বাবুর সহিত তোমার বিবাহ হলে অবশ্যই তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা, কারণ আমরা চিরকালই হরনাথ বাবুর অনুগত এবং তুমিও আমার কুটুম্ব।

মাঠাকুরাণী বলিলেন "বিজয়বাবু! আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌তে পারি যে, আমি যদি এরূপ ঘটিবে পূর্ব্বে জানিতাম তাহাহইলে কখনই তোমার নিকট আবদ্ধ হইতাম না; বোধ করি তুমি বিলক্ষণ জান যে, কোন কালেই আমার এরূপ কর্ম্মে মতি ছিল না এবং সেই হেতু এখনও আমি কোন কোন সময় তোমার নিকট আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমি "বিশ্বাস ঘাতিনী"। এই বলিয়া মাঠাকুরাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ও বলিলেন "দেখ বিজয়! তোমার জন্য আমাকে স্বামীর নিকট কত প্রকার প্রবঞ্চনা করিতে হয়, কতই সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হয়, তাহা তুমি কিরূপে জানিবে? তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলে আমার মনে হয় যেন, তিনি আমার আন্তরিক ভাব গুলি বুঝিতেছেন—হৃদয়স্থিত পাপের তালিকা গুলি পাঠ করিতেছেন; আমি এইটী মনে করে তাঁহাকে কতরূপে সান্ত্বনা করি—কত প্রকার কথা বলে তাঁহার

আন্তরিক ভাবটী ভুলাইবার চেষ্টা করি; যাহাহউক বিজয়! অবশ্যই এক দিন আমাকে এই পাপের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে—অবশ্যই—অবশ্যই এক দিন আমাকে এই সমস্ত প্রতারণা, মিথ্যাকথা ও শঠতার জন্য গুরুতর দণ্ড বহন কর্‌তে হবে।”

বিজয়বাবু। কি সর্ব্বনাশ, রাজলক্ষ্মি! আজ সমস্ত দিন অপেক্ষা করে আধ ঘণ্টার জন্য তোমার কাছে এলেম, কোথায় তুমি আমার সহিত প্রিয়সম্ভাষণ কর্‌বে,—ভালভাসা, স্নেহ, যত্ন দেখাবে; তা না করে অনর্থক কতকগুলি ভাবি ঘটনার উপর নির্ভর করে কষ্ট পাচ্চ; তুমি যে আপনাকে পাপী বলে উল্লেখ কচ্চো, সেটী তোমার ভ্রম; তোমার চরিত্র যেরূপ সৎ—তাহাতে তোমাকে পাপী বলে সম্বোধন কর্‌লে কটক্তি করা হয়।

“না বিজয়! সেটী কটূক্তি নহে, কারণ সেটী সত্য—বেদ বাক্যের ন্যায় অমোঘ; যে দিন হতে তোমায় আমি যৌবন সমর্পণ করেছি, সেই দিন হতেই আমি পাপী—সেই দিন হতেই আমি কলুষিত; আমি হরনাথ বাবুকে বিবাহ করেছি সত্য, কিন্তু সেটী আমার “প্রতারণার আবরণ” এবং এখন পর্য্যন্তও যখন আমি সতীশের মুখের প্রতি লক্ষ্য করি,—তখনই আমি তোমার সাদৃশ্য দেখে হৃদয়ে ব্যাথা পাই; অতএব বিজয়! আমি তোমাকে স্থির-নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে, আমার এই মহাপাপের গুরুতর দণ্ড অবশ্যই এক দিন না এক দিন ঘটিবে।”

বিজয় বাবু বলিলেন “রাজলক্ষ্মী! আজ আমি তোমার এরূপ ভাব দেখে সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হলেম্‌—তোমার এসমস্ত বলিবার অর্থ কি?

মাঠাকুরাণী। “বিজয়! পাপের দণ্ড যদি এই পৃথিবী হতেই আরম্ভ হয়, তাহলে আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্চি, যে আমার সেই দণ্ডভোগ কর্‌বার সূত্রপাত এখন হতেই আরম্ভ হয়েছে।

বিজয়বাবু। কেন রাজলক্ষ্মি! তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকেও কথা বল্‌চো—আমি কি তোমার নিকট কোন দোষ করেছি?

মাঠাকুরাণী বিষন্ন ভাবে বলিলেন “না বিজয় তোমার দোষ নহে—আমার অদৃষ্টের দোষ—যে ব্যক্তি কুপথগামী হয়ে অন্যকে না বুঝে ভাল

বাসে, তারই এইরূপ ঘটে থাকে—পরমেশ্বর তাকে, তারই প্রণয়ের সূত্রধরে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেন।"

বিজয় বাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন "রাজলক্ষ্মি! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্চে, যেন তুমি কোন কামিনীর প্রতি রীশ করে আমাকে একথা বল্‌চো;—কেন? আমি কি তোমার কোন অবিশ্বাসের কর্ম্ম করেছি? আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্চে না।"

রাজলক্ষ্মী। এখন স্মরণ হবে কেন? মনে করে দেখ দেখি, এবারে যে দিন তুমি প্রথমে আমাদের বাড়ীতে এলে এবং আমি তোমাকে ছেলে গুলিকে দেখাবার জন্য সুশীলার ঘরে লয়ে গেলাম, তুমি কেমন আগ্রহের সহিত সুশীলার মুখ খানি পুনঃ পুনঃ দেখ্‌ছিলে। আমি কি সে সময় তোমার মনের গতি বুঝ্‌তে পারি নাই, না তোমার প্রতি লক্ষ্য করি নাই; সেই দিন হতেই আমার মন উচ্চাটন হয়েচে—সেই দিন হতেই আমি হৃদয়-যন্ত্রণা সহ্য কচ্চি।

বিজয়বাবু কপট দুঃখের সহিত বলিলেন "ছি, রাজলক্ষ্মী। তুমি কি আমাকে এমন নীচ মনে করেছ যে, আমি একজন সামান্য পরিচারিকার প্রতি কুটিলভাবে লক্ষ্য কর্‌বো; তবে সে দিন প্রথমে তোমার বাড়ীতে এসে, একজন নূতন লোক দেখ্‌লেম, তাই তাকে একবার দৃষ্টি করেছি—তাতে আর দোষ কি?

মাঠাকুরাণী। কেন? সুশীলার বুঝি রূপলাবণ্য দেখ্‌ছিলে? কেমন সুন্দর গঠন! কেমন নম্রপ্রকৃতি! কেমন বঙ্কিম চক্ষুঃ! বিলোল দৃষ্টি! এইগুলি বুঝি প্রত্যক্ষ কচ্ছিলে; সেই জন্যই তোমার—

"হা—হা—হা, সেই জন্যই আমার—সেই জন্যই আমার; রাজলক্ষ্মি! তুমি পাগল হয়েছ—খেপেচ; কিম্বা ব্যঙ্গ করে আমার মনবোঝ্‌বার জন্য এইরূপ বল্‌চো?" বিজয় বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া কপটভাবে এইরূপ বলিলেন।

মাঠাকুরাণী। কেন? মোন বোঝ্‌বার জন্যই ব।কেন? আমি তোমাকে স্বচক্ষে সুশীলার প্রতি কটাক্ষ কর্‌তে দেখি নাই; তুমি সে দিম সুশীলার

কোলে শরৎকে দেখ্‌বার ভান করে তাকে কি বঙ্কিমভাবে দৃষ্টি কচ্ছিলে না? বল—আমার গায়ে হাত দিয়ে বল; আমি কি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

"কি সর্ব্বনাশ!! রাজলক্ষ্মি! তুমি যেন প্রকৃত কলহ করবার জন্যই আজ এখানে এসেছ? কোথায় এমন নির্জ্জন স্থানে এসে আমার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ কর্‌বে, তা না করে অনর্থক কতকগুলি বাক্যব্যয় কত্তে বসেছ।"

এখন বাক্যব্যয় হবে বৈ কি? যাহোক বিজয়! আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যে ক্রমে লাঘব হয়ে আস্‌চে, এতে অবশ্যই আমার মনে দুঃখ হবে কিন্তু ইহা অপেক্ষা তুমি যে সুশীলাকে কুপথগামী করবার চেষ্টা কচ্চো এতে আমার আরও দুঃখ; কারণ সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা—নির্দ্দোষী; বিশেষতঃ মনে করে দেখ দেখি, সুশীলা শরতের জন্য কি পর্য্যন্ত না আমাদের উপকার করেচে—যারা মনুষ্য হয়ে মনুষ্যকে খূন করে, সুশীলা তাদের কাছ থেকে শরৎকে আমার কোলে এনে দিয়েছে; তাকে কি কুপথগামী করা তোমার উচিত কর্ম্ম?"

বিজয় বাবু বলিলেন "রাজলক্ষ্মি! তুমি কি বাড়ী থেকে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ যে, আজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেই করবে? আমি স্বরূপ বল্‌চি তুমি আমাকে যে কথাগুলি বল্‌লে, তার আমি বাষ্পও জানি না এবং আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌তে পারি যে, সুশীলাকে আমি এক দিনও কুভাবে দৃষ্টি করি নাই।

ঠাকুরাণী। দৃষ্টি করিলেই আমি বা তোমার কি কর্‌বো?—আমার কোন উপায় নাই।

বিজয় বাবু। কেন? যদি আমার প্রতি তোমার একান্তই অবিশ্বাস হয়ে থাকে, তা হলে তুমি সুশীলাকে তোমার বাড়ী থেকে বিদায় করে দিতে পার; তাতে আমার কোন আপত্ত্য নাই।

"কি বল্লে, বিজয় বাবু! সুশীলাকে আমি বাড়ী থেকে বিদায় কর্‌বো—কি বল্‌বো শরৎ তোমার ঔরষজাত সন্তান—কিন্তু যদি আমার ন্যায় তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ কত্তে হতো, তা হলে কখনই তুমি এ কথা মুখে আন্‌তে পাত্তে না।"

বিজয় বাবু। না, রাজলক্ষ্মি! আমি তোমাকে সে রূপ বিদায় কর্‌তে বলি নাই, আমার ইচ্ছা তুমি আর এক স্থানে সুশীলার কর্ম্মের ধার্য্য করে, তাহাকে বিদায় কর; তা হলে ত আর তোমার কোন আপত্য নাই?

মাঠাকুরাণী। না বিজয়! সেটী কখনই হতে পারে না; যদি সুশীলার জন্য আমাকে যাবজ্জীবন কষ্ট পেতে হয়—যদি সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিতে হয়, তথাচ কখনই আমি আপন ইচ্ছায় সুশীলাকে বিদায় কর্‌তে পার্‌ব না।

"তবে কি তুমি আমাকে বিদায় হতে বল? তাতেও আমি অসম্মত নাই।" বিজয়বাবু ক্ষুণ্ণভাবে এইরূপ বলিয়া দীর্ঘ্য নিশ্বাস ফেলিলেন।

মাঠাকুরাণী। না বিজয়! আমি ত তোমাকে কিছু বলি নাই; তুমি মনে দুঃখ কচ্চ কেন?—আমি কি তোমাকে বাড়ী থেকে যেতে বল্লেম। তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার মন কত কাতর হয়।

বিজয় বাবু কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিলে,মাঠাকুরাণী পুনর্ব্বার বলিলেন" এ কি! তুমি যে মৌনভাবে রহিলে—না বিজয়! কিছু মনে করো না, আমি তোমার দুটী পায়ে পড়ি; সুশীলার কথা বলাতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আমাকে মার্জ্জনা কর—আর আমি কখন তোমাকে ওকথা বল্‌বো না; আমি আগে এটী ভাবি নাই যে, তুমি আমার প্রতি বিমুখ হলে আমার কি দশা ঘটিবে।"

বিজয় বাবু বলিলেন, "রাজলক্ষ্মি! তুমি যেমন আমাকে পাইতে অভিলাষ কর, তেমনি আমিও তোমার অভিলাষী; বিবেচনা কর দেখি, আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ কল্লেম না কেন? সে কি শুদ্ধ তোমার জন্য নহে—আমি কি মনে মনে স্থির করে রাখি নাই যে, হরনাথ বাবুর পরমায়ুর এই শেষ ভাগ? আর—"

মাঠাকুরাণী। চুপ্ চুপ্, বিজয়! কেহ আড়াল হতে শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে—কি বল্‌বে? এস আর এখানে অধিক্ষণ নহে,—বাড়ীর ভিতর

যাই; তুমি বাগানের পাশ দিয়া সদর বাড়ীতে উপস্থিত হও।"

এইরূপ কথোপকথনের কিয়ৎক্ষণ পরেই উভয়েরই পদশব্দ পাইলাম—কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শুনিলাম, আবার কিয়দ্দূর গিয়া শব্দটী দূরগমনের সহিত মিশাইয়া গেল।

আমি এখনও স্পন্দহীন! পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে আমার কাষ্ঠাসনের অপর পার্শ্বে আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া আছেন; এখনও তিনি আমাকে অনুভব করিতে পারেন নাই; আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ব্যক্তিটী চলিয়া গেলে আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেটী ঘটিল না—আমি আর এক বিপদে পড়িলাম; প্রণয়ীদ্বয় চলিয়া গেলে যেমন তিনি গাত্রোত্থান করিবেন, অকস্মাৎ তাহার দক্ষিণ বাহু আমার পরিধের বসনে সংস্পর্শ হইল; আমি কম্পিত হইলাম! হৃদয় গুরুতর বেগে আঘাত করিতে লাগিল!।

যাহাহউক আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, বোধ হয় হরনাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের প্রমাণ লইবার জন্যই গুপ্তভাবে আসিয়া আমার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, ব্যক্তিটী হরনাথ বাবু নহে, বিজয় বাবুর খানসামা "সাধুচরণ।"

বসন সংস্পর্শন মাত্রই সাধুচরণ ভয় ও বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল "একে—কেগা?"

আমি বলিলাম "আমি—সুশীলা; চল, আমি যাই।"

দুষ্ট সাধুচরণ আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া দ্রুতপদে কুঞ্জ বেষ্টনের প্রবেশ পথে বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম "ছি; সাধুচরণ! আমাকে ছাড়িয়া দাও, এখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছি, আর বিলম্ব করিব না।"

সাধুচরণ। কেন? এতক্ষণ বিজয়বাবুর কথা শুনিবার জন্য বিলম্ব করিতেছিলে, এখন আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর। মনে কর না কেন, এখন আমিই তোমার বিজয় বাবু।"

আমি "সাধু! তুমি আমার সহিত ওরূপে কথা কহিও না; আমি

বিজয় বাবুর কথা শুনিবার জন্য এখানে আসি নাই, ঘটনাক্রমে আসিয়া পড়িয়াছি।”

সাধুচরণ বলিল “আমাকে আর লুকাইলে কি হবে? আমিত তোমার সমস্তই শুনিলাম; যাহোক এখন আমার একটী কথা আছে? যদি তুমি সেটী না রাখ তাহোলে আমি তোমাকে ছাড়িব না।”

শুনিবামাত্রই ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল, কিন্তু তাহাকে কোন কথা প্রকাশ করিলাম না, ভাবিলাম—যদি আমি তাহার সহিত কোন রূপ বিবাদ করি, তাহা হইলে হয়ত, দুষ্ট আমাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবে, সেই ভয়ে আমি বলিলাম “সাধুচরণ! যদি তোমার কোন কথা থাকে তাহা হইলে আমি আজ তোমাদিগের তোষাখানায় গিয়া শুনিব, এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও।”

সাধুচরণ। সেটি কি কাজের কথা? তুমি অমন সুন্দর মেয়েমানুষ— তায় মাঠাকুরাণী তোমাকে কত ভাল বাসেন; তুমি কি কখন আমাদিগের তোষাখানায় আসিয়া থাক? না, মাঠাকুরাণী তোমাকে আসিতে দিবেন?

আমি বলিলাম “সাধুচরণ! আমি সমস্ত দিন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, সেই জন্য তোমাদিগের নিকট যাইতে অবসর পাই না; যদি তোমার কোন কথা থাকে আজ গিয়া শুনিব, তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই—এখানে অধিক্ষণ থাকিলে, যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে কি মনে করিবে?”

সাধুচরণ বলিল “কি মনে কর্‌বে? আমাদিগের বর্দ্ধিষ্ণুরা যাহা করে গেলেন তাহাই মনে কর্‌বে।”

তাহার কথা আর আমার সহ্য হইল না; আমি ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া বলিলাম “দেখ সাধুচরণ! তোমার গতিক্ বড় ভাল দেখিতেছি না, তুমি যদি আমার সহিত ওরূপ ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি বাড়ী গিয়া সমস্তই বিজয় বাবুকে বলিয়া দিব।”

সাধু। বল্লেই বা, আমি তাতে কি ভয় করি—না তুমি মনে করেছ যে তিনি আমাকে জবাব দিলে আমার আর কোথাও চাক্‌রি হবে না—আমি ত ছাড়্‌ব বলেই তাঁর “কল্‌কাটী” টিপে দিয়েছি।

আমি মনে মনে ভাবিলাম—এক্ষণে উপায় কি—এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার হইব—"সাধুচরণ! তোমাকে মিনতি করি আমাকে ছাড়িয়া দাও আর অসিক্ষণ আবদ্ধ করিও না—আমার অনেক কর্ম্ম আছে।" আমি এই রূপ তাহাকে মিনতি করিলাম।

সাধুচরণ বলিল "তোমার কর্ম্ম আছে তা আমার কি? এক্ষণে আইস" এই বলিয়া দুষ্টমতি যেন কক্ষদ্বার হইতে বাহুপ্রসারণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল; ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই সত্য, কিন্তু ছায়ারূপ এক জন ব্যক্তির বাহু প্রসারণ দেখিয়া আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম; দুষ্টমতি সাধুচরণ তচ্ছ্রবণে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল—আমি এই অবসরে দ্রুতপদে পলায়ন করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাক্যবাণ।

> I should but teach him how to tell my story
> And that would woo her.
>
> *Shakspere.*

ধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি কি কাহার অগোচর থাকে? বসনাচ্ছাদিত বহ্নি কি কখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে? না দুষ্কর্ম্মের আবরণ কখন দুশ্ছেদ্য হইয়া থাকে? আজি আমি রাত্রিকালে শয়ন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি—খিড়কীর বাগানের আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটী আমার মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল; কখন মাঠাকুরাণীর দুশ্চরিত্রের বিষয়টী স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলাম—কত প্রকার ভয়, আশঙ্কা, ঘৃণা উদয় হইল—কত প্রকার দুঃখ, উদ্বেগ, কৃতজ্ঞতা অন্তরে উত্থিত হইতে লাগিল। কখন ভাবিলাম, মাঠাকুরাণীর পরিণয়টী প্রতারণার আবরণ মাত্র; এক জনকে পতিত্বে বরণ করিয়া অপরের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া কি অযুক্তি!! কি ঘৃণা! আবার ভাবিলাম—মাঠাকুরাণী শরতের উদ্ধারের পর হইতে আমার একান্ত অনুগত হইয়াছেন, তিনি আমার জন্য পৃথিবীর সকল সুখ, সকল সম্পদ—বিসর্জ্জন করিতে পারেন; বিজয় বাবুর সম্মুখে তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করিলেন—মনে মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

আবার কখন ভাবিলাম—সাধুচরণ বলিল "বিজয় বাবুকে ছাড়িবার জন্যই তাঁর "কলকাটিটী টিপিয়াছি" ইহার অর্থ কি? সাধুচরণ কি হরনাথ বাবুর আজ্ঞাধীন হইয়া কুঞ্জবেষ্টনে গিয়াছিল?—কি হরনাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীর অসচ্চরিত্রটী পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিয়াছেন? সাধুচরণ ত বিজয় বাবুর

দাস, সে কি এরূপ করিবে? অথবা হয় ত তাহার প্রভুকে সতর্ক করিবার জন্য গুপ্তভাবে থাকিয়া অপর কোন আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যাহা হউক এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? আমি কি হরনাথবাবুর বাড়ী থাকিয়া প্রণয়ীদ্বয়ের কলহ বর্দ্ধন করিব? না এ স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া অপর কোথাও কর্ম্মের চেষ্টা করিব? যদি এ স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে কি বলিয়া মাঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইব? মিথ্যা কথা বলা আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু যদি সত্য বলি, তাহা হইলে আমি যে কুঞ্জবেষ্টনে গিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছি, এটী আপনার মুখেই স্বীকার করিতে হয় এবং হয়ত, তিনি এরূপ মনে করিতে পারেন যে, বিদায়কালীন সুশীলা আমার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া গেল; কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে কোন কথা জ্ঞাত না করি—অর্থাৎ সাধুচরণ যে গুপ্তভাবে কুঞ্জবেষ্টনে গিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে, এইটী যদি তাঁহাকে না বলি, তাহা হইলে হয় ত এক প্রকার তাঁহার অনিষ্ট সম্পাদন করা হয়, কারণ হরনাথ বাবু যদি তাঁহার পরিবারের দুশ্চরিত্রটী প্রমাণ করিবার জন্য সাধুচরণকে কুঞ্জবেষ্টনে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একটা মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা—অবশ্যই মাঠাকুরাণীর অদৃষ্টে ভাবী অমঙ্গলরূপ ভীষণ বজ্রাঘাত হইবার সূত্রপাত!! ভাবিবামাত্রই আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল—হৃদয় অধিকতর বেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

যাহা হউক চিন্তার আনুষঙ্গিক আরও কত প্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাপের কত প্রকার দণ্ড—কত প্রকার নরকযন্ত্রণা—কত প্রকার অপবাদ—লজ্জা, একে একে সমস্তই আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিব, তাহার কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, শেষে স্থির করিলাম, দেখি, কালের বিচিত্র গতি কোন্ দিকে গিয়া স্থির হয়; আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

স্বপ্ন চিন্তার অনুগামী—জাগ্রতাবস্থায় চিন্তার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত ভয়,

আতঙ্ক, দুঃখ, উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার নিদ্রাবস্থায় কখন কখন সেইগুলি উদয় হইয়া বিশ্রামসুখ নষ্ট করে। আমি শয়ন করিয়া মাঠাকুরাণীর দুশ্চরিত্রজনিত যে সকল ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিতে-ছিলাম—তাঁহার পাপমতির ভাবী দণ্ডরূপ যে যে নরকযন্ত্রণাগুলি মনে করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছিলাম, এক্ষণে নিদ্রাবস্থায় আবার সেই সকল স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম; দেখিলাম—আমি যেন ধর্ম্মরাজের সহিত তাঁহার দণ্ড-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি—কি ভয়ঙ্কর স্থান!! পাঠক মহাশয়! পাপীদিগের প্রতি ধর্ম্মরাজের কি ভয়ঙ্কর শাসনপ্রণালী! যদি আপনার দেখিবার অভিলাষ থাকে—আসুন, আমি আপনাকে আমার স্বপ্নবৃত্তান্তটী জ্ঞাত করি।

দেখিলাম, আমি যেন পান্থবেশে অদূরবর্ত্তী একটী প্রশস্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম; ধর্ম্মরাজ যেন আমাকে সমভিব্যাহার করিয়া বলিতেছেন "সুশীলে! এই দেখ পাপীদিগের দণ্ডরাজ্য—এই রাজ্যে আমি পাপী—মহাপাপীদিগের নানাপ্রকার শাস্তি দিয়া পুনর্জ্জন্মের অনুমতি দিয়া থাকি—অদূরবর্ত্তী ঐ যে অগ্নিশিখা সমুত্থিত দেখিতেছ, উহা সহস্রমুখী অগ্নিকুণ্ডের সহস্র শিখা একত্রিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছে।" আমি চক্ষু-রুন্মীলন করিয়া দেখিলাম যেন, ধূমাকারে আকাশপথ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, এবং তন্মধ্যস্থ মাংসাহারী পক্ষিগণ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে; ভূতলে ভূত, প্রেত, প্রেতিনী প্রভৃতি ভূতযোনিগণ শবদেহ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, কেহ পা—কেহ হাত—কেহ বা মস্তকের কেশরাশি ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; কোথাও বা এক দৈত্য একটী বালকের শবদেহ কোলে করিয়া নখাঘাতে তাহার উদরদেশ ছিন্ন করি-তেছে, কেহ বা অর্দ্ধদগ্ধ নরমুণ্ড লইয়া ভীষণ দংষ্ট্রাগ্রে চর্ব্বণ করিতেছে; এ দিকে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যমদূতেরা শত সহস্র মৃতদেহ আনিয়া উপস্থিত করিতেছে! দেখিবা মাত্রই আমি ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলাম—হৃদয় গুরুতর বেগে আঘাত করিতে লাগিল, আমি স্পন্দহীন দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন "সুশীলে! আইস, আমি তোমাকে নরককুণ্ড মহলে লইয়া যাই। যে যে পাপের যে দণ্ড, একে একে সমস্তই তোমাকে দেখাইব" এই বলিয়া তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইলেন।

আমি, নরককুণ্ড মহলে প্রবেশ মাত্রেই, নানা প্রকার ভয়ানক আর্ত্তনাদ শুনিয়া কাতর হইলাম—কেহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে—কেহ চীৎকার করিয়া এক একবার "ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর—অপরাধ মার্জ্জনা কর" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে—কোথাও বা "আর সহ্য হয় না—অসহ্য—অসহ্য গেলাম—মলাম" এইরূপ বিকটস্বরে উচ্চনাদ করিয়া উঠিতেছে; তাহাদিগের হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি মনে করিলাম, হা মনুষ্য! বিষয়-সুখে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করা কি তোমাদিগের শ্রেয়? এই ত বিষয়সুখ! এই ত পরৈশ্বর্য্যে-কাতরতার প্রতিফল! এই ত কামমদে মত্ত হইবার পরিণাম—পুত্রকলত্রের মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার চরম ফল!!

পরক্ষণেই নরককুণ্ডমহলে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম—উহার এক পার্শ্বে যেন অগ্নিকুণ্ডস্থ তৈলপূর্ণ লৌহ কটাহের শারি; তাহাতে কত শত লোক সিক্ত হইতেছে—কেহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তন্মধ্য হইতে উত্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, পরক্ষণেই আবার যমদূত আসিয়া ভীষণ মুদ্গারাঘাতে তাহাকে পুনর্নিক্ষেপ করিতেছেন; ধর্ম্মরাজ বলিতেছেন "এই যে কামিনীগুলি দেখিতেছ, ইহারা নররূপী রাক্ষসী—সমাজভয়ে আপন গর্ভজাত সন্তানের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিল; আর ঐ যে মনুষ্যগুলি দেখিতেছ, উহারা ধনোপার্জ্জনের জন্য অপরের প্রাণ সংহার করিয়াছিল; সেই জন্য প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলে সে যেরূপ কষ্টে প্রাণত্যাগ করে, তদপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্টে ইহাদিগের দণ্ডভোগ হইতেছে।"

অপর দিকে দেখিলাম, কতকগুলি লোক তপ্ত লৌহ অঙ্গার করপুটে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, ধর্ম্মরাজ যেন বলিতেছেন "দেখ, ইহারা যে হস্তে পরস্ব হরণ করিয়াছিল, সেই হস্তেই আপন কর্ম্মের প্রতিফল পাইতেছে; দুরাত্মারা যন্ত্রণায় অসহ্য হইয়া লৌহ অঙ্গার নিক্ষেপ করিলেই আমার দূত আসিয়া ইহাদিগের মস্তকে ভীষণ মুদ্গারাঘাত করিবে।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ প্রদর্শিত নানা প্রকার পাপীর নানা প্রকার দণ্ড দেখিলাম, কিন্তু স্বপ্নাবস্থা প্রযুক্ত সমস্তগুলি স্মরণ রাখিতে পারি নাই—যাহা হউক উপসংহারকালে অপর একটী নরককুণ্ডে আমার মাঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইলাম; এটী পুতীগন্ধ বিশিষ্ট বিষ্ঠাময় নরক; মাঠাকুরাণী যেন তন্মধ্যে পতিতা রহিয়াছেন ও এক একবার ভীষণ ক্রিমি কীট দংশনে কাতর হইয়া ছুট্‌ফট্ করিতেছেন—কখন বা পরিত্রাণহেতু মস্তকোত্তলন করিয়া যমদূত কর্ত্তৃক লৌহ মুদ্গরাঘাতে পুনর্নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যমদূত বলিতেছেন "পাপীয়সি! ব্যভিচারিণি? পতি সত্ত্বেও তোর ব্যভিচারদোষ! এক্ষণে তাহার প্রতিফল ভোগ কর।"

আমি স্বপ্নাবস্থায় মাঠাকুরাণীর এরূপ দুর্গতি দেখিয়া যারপর নাই কাতর হইলাম—অবশেষে দুঃখে অধৈর্য্য হইয়া নিদ্রাবশে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম! পরক্ষণেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলাম সমস্তই অলীক—আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সতীশ নিদ্রাবশে আসিয়া আমার গাত্রে পড়াতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে, সেই কারণে আমি আর ঘুমাইলাম না; কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে আমার অন্তঃকরণ যেন কোন ভাবী অমঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল—দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইয়া উঠিল—ভাবিলাম, হয় ত আজ এ সংসারে কোন মহান অনিষ্ট ঘটিবে; যাহা হউক, আজ আমি ছেলেদিগের প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া যোগেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিতেছি, এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "সুশীলে! আজ শরৎ বাবুর উপলক্ষে মাঠাকুরাণী দেবপূজা দিতে যাইবেন—সমস্তই প্রস্তুত—তোমাকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কে কে যাইবেন?

পরিচারিকা বলিল "তাহা আমি বিশেষ বলিতে পারি না, কর্ত্তা-মহাশয় আমাদিগের কাহাকেও যাইতে আদেশ করেন নাই, বোধ হয় তিনি, বিজয় বাবু, মাঠাকুরাণী ও তুমি এই কয়েক জনে যাইবে, সেই জন্য

শুদ্ধ একখানি গাড়ী দরজায় দেখিলাম—বোধ হয় অধিক ব্যয় করা কর্ত্তার অভিপ্রায় নহে।”

আমি মনে মনে করিলাম; ইহার অর্থ কি? হরনাথ বাবু ইংরাজী-প্রকৃতির লোক, তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া দেব পূজায় গমন করিবেন, এটি ত কখনই বোধ হয় না; আর তিনি যাইলেও এরূপ সমারোহশূন্য হইয়া শুদ্ধ আমাদিগের তিন জনকেই বা সঙ্গে লইবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ পরিচারিকা বলিল “বিজয় বাবুও সঙ্গে যাইবেন” হরনাথ বাবু কি আপন ইচ্ছায় বিজয় বাবুকে সঙ্গে লইয়াছেন? না মাঠাকুরাণীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সম্মত হইয়াছেন? যদি তিনি আপন ইচ্ছায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া থাকেন—তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকিবে—অবশ্যই ইহার মূলে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া অপর একখানি বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শরৎকে কোলে লইয়া মাঠাকুরাণীর গৃহে গেলাম। প্রবেশ মাত্রেই মাঠাকুরাণী বলিলেন “সুশীলে! আসিয়াছ—এই দেখ, আমারও সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এক্ষণে চল আর বিলম্বের আবশ্যক নাই।” এই বলিয়া তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আরও দুই চারিটি কর্ম্ম সমাধা করিয়া লইলেন, কিয়ৎক্ষণের পর আমি, মাঠাকুরাণী, বিজয় বাবু ও হরনাথ বাবু সকলে একত্র হইয়া সদর দ্বারস্থ শকটখানির সমীপবর্ত্তী হইলাম।

হরনাথ বাবু প্রথমতঃ তাঁহার পরিবারকে গাড়ীতে উঠিতে আদেশ করিয়া বিজয় বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন “বিজয়! সুশীলার হস্ত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দাও—কি জানি উহার কোলে শরৎ—যদি চরণে আঘাত পায়!” এই বলিয়া হরনাথ বাবু যেন ব্যঙ্গচ্ছলে মৃদুহাস্য করিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

পাঠক মহাশয়! তাঁহার এরূপ পরিহাসের মর্ম্ম কি কিছু বুঝিতে পারেন? আমি ত ইহার কোন ভাব সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, পাছে বিজয় বাবু আমার গাত্রস্পর্শ করেন, এই ভয়ে আমি লজ্জায় ও আশঙ্কায় দ্রুতপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম; আমি ও মাঠাকুরাণী

অশ্বদ্বয়কে পশ্চাৎ করিয়া বসিলাম, এবং বিজয় ও হরনাথ বাবু আমাদিগের সম্মুখ আসনে উপবেশন করিলেন।

এক্ষণে কোন লজ্জাশীলা অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু মহিলার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমার ন্যায় এরূপ অল্প বয়সে দুই জন পর পুরুষের সহিত এক খানি শকটের ভিতর একত্রে গমন করা কি যুক্তিসম্মত হইয়াছিল? কিন্তু আমি কি করি? পরের দাসত্ব করিতে হইলে সময়বিশেষে লজ্জার মাথা খাইতে হয়; তথাচ নারীস্বভাব-প্রযুক্ত আমি গাড়ীর ভিতর ছিলাম, প্রায়ই অবনত মুখে শরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলাম এবং হরনাথ বাবুর পরিহাসটী স্মরণ করিয়া মনে মনে কতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম, কতই আশঙ্কা—লজ্জা—ঘৃণার উদয় হইতে লাগিল।

এদিকে গাড়ীখানি প্রথমতঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ হইল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার হরনাথ বাবুর আদেশে সারথি কিঞ্চিৎ অশ্ববেগ সম্বরণ করিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল।

হরনাথ বাবু মাঠাকুরাণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজলক্ষ্মি! বিজয়কে সঙ্গে লইলাম বলিয়া কি তুমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়াছ? না হয় বল, বিজয়কে নামিয়া যাইতে বলি? "এই বলিয়া হরনাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মাঠাকুরাণী প্রথমতঃ কপট লজ্জা প্রকাশ করিয়া নতমুখী হইলেন, আবার বিজয় বাবুর নামিবার কথা শুনিয়া তাঁহার মুখখানি শুখাইয়া গেল।

হরনাথ বাবু বলিলেন "রাজলক্ষ্মি? তোমার মুখখানি শুখাইল কেন? বিজয় থাকিলেই বা তাতে দোষ কি? বিজয় ত সর্ব্বদাই আমাদিগের সঙ্গে থাকে—আর দ্বিতীয়তঃ আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, সেই জন্য তোমার এমন বয়সে সর্ব্বদাই এক জন নব্য ছোক্‌রা কাছে থাকা ভাল; কি বল বিজয়?—এই বলিয়া হরনাথ বাবু বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

শুনিবা মাত্রই আমি চমকিয়া উঠিলাম। কি সর্ব্বনাশ! হরনাথ বাবু কি মাঠাকুরাণীর গুপ্ত বিষয়টী জানিতে পারিয়াছেন? নতুবা তাঁহার এরূপ ব্যক্ত করিবার অর্থ কি? এইরূপ মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া মাঠাকুরাণীর

প্রতি দৃষ্টি করিলাম—দেখিলাম, তাহার মুখখানি শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যেন তিনিও উদ্বিগ্নমনা হইয়াছেন।

যাহা হউক মাঠাকুরাণী আপন মনোগত ভাবটী লুক্কায়িত করিবার জন্য হরনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন? তোমার এরূপ কহিবার তাৎপর্য্য কি?"

হরনাথ বাবু বলিলেন "না, তাৎপর্য্য আর কি? স্ত্রীলোকের বৃদ্ধ স্বামী হইলে কত প্রকারে তাহাকে প্রবঞ্চনা করে, কত প্রকার অবিশ্বাসের কর্ম্ম করিয়া থাকে, তা তুমি কেবল বিজয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়াছ বৈ ত নয়, তাতে আর দোষ কি?"

পুনরায় আমার হৃদয় কম্পিত হইল—পুনরায় আমি আতঙ্কে কাতর হইলাম। এবারে মাঠাকুরাণী লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিলেন, তাঁহাকে অধিকতর কাতর দেখিলাম, কিন্তু তিনি হরনাথ বাবুকে কোন উত্তর করিলেন না।

বিজয় বাবু এতাবৎ কাল নিঃশব্দে বসিয়া ছিলেন, এবং এক একবার আপন মনে, কখন আপনার অঙ্গুরিটী, কখন বা ঘড়ীর চেন্‌গাছটী হাত দিয়া দেখিতেছিলেন।

হরনাথ বাবু পুনরায় বলিলেন "বিজয় বাবু! তুমি গত কল্যের "আর্য্য-দর্পণ" দেখিয়াছিলে?"

বিজয় বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন "আজ্ঞে না।"

হরনাথ বাবু। কালিকার "আর্য্যদর্পণে" সম্পাদক "হিন্দুপরিবার-দোষ" শিরোনাম দিয়া, একটী প্রস্তাব লিখেন। সম্পাদক হিন্দুপরি-বারের নানা প্রকার দোষ এবং তন্নিবারণের নানা প্রকার উপায় দর্শাইয়া হিন্দু-মহিলার ব্যভিচারদোষটীর উল্লেখ করেন; তিনি বলেন যে, "যে জাতি কামিনীকুলের গৌরব জানে না, তাহারা কখনই সভ্যতা-শ্রেণীতে পদার্পণ করে নাই, দেখ, সুসভ্য ইংরাজ জাতির মধ্যে আপন স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ পাইলেও অতি অল্প লোকই তাহার প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এরূপ ঘটিলে কেহ তাহার পরিবারেরর মস্তক মুণ্ডন

করতঃ নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া থাকেন, কেহবা একবারেই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া স্ত্রীহত্যারূপ গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়া পড়েন; সেই হেতু সম্পাদক ইংরাজদিগের "পরিবার পরিত্যাগ" আইনের অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বোধ হয় না, কারণ "পরিবার পরিত্যাগ" আইনের পোষকতা করিলে ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে দুষ্কর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া হয়; আমার মতে স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে, যতদিন না, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায়—ততদিন স্বামী নিস্তব্ধ থাকিবেন, যেহেতু, সন্দিহান হইয়া কোন কর্ম্ম করা যুক্তিসম্মত নহে; পরে যখন তিনি যথার্থ প্রমাণ পাইবেন, তখন হইতেই সেই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর দণ্ড বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন: কিন্তু একবারে তাহার প্রাণসংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে; একে একে—ক্রমে ক্রমে, তাহার সেই কুটীল প্রণয়ের সূত্রধরেই তাহাকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং অবশেষে যেরূপেই হউক সেই দণ্ডের পরিসমাপ্তি করা বিধেয়।"

হরনাথ বাবু যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই তাহার অন্তরে ক্রোধাগ্নি সমুত্থিত হইতে লাগিল—ততই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল,—বাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উদ্গাত হইতে লাগিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা গোপন করিয়া সৌম্যভাবে বলিলেন "কি বল, বিজয়! তোমার এবিষয় মত কি?"

বিজয় বাবু যেন সশঙ্কিতচিত্তে অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "মহাশয়! আমি এ বিষয় কি জানি—আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

হরনাথ বাবু বলিলেন "হাঁ, তা সত্য, তুমি এবিষয় কি জানিবে—বিবাহিত না হইলে কেহ কি স্ত্রীলোকের মর্ম্ম বুঝিতে পারে? যাহোক বিজয় বাবু! তুমি ত এখন বেশ টাকা উপার্জ্জন কচ্চো, একটী মনোমত পাত্রী দেখে বিবাহ কর না কেন; আমি বিলক্ষণ বলিতে পারি তোমার মনে একজনকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছা আছে, কি বল—নয়?"

বিজয় বাবু যেন বিস্মিত ভাবে বলিলেন "কেন মহাশয়! আজ আমাকে একথা বলেন!"

হরনাথ বাবু বলিলেন, বল্লেম কেন?—“বলি, আজ কাল আমি জ্যোতির্গণনা কত্তে পারি; কার কি মনোগত ভাব তা আমি জানি, এবং এটাও বল্‌তে পারি, যে তুমি যাকে বিবাহ কত্তে মানস করেছ, অপর কোন কামিনীর অনুরোধে পড়ে তাকে বিবাহ কত্তে পাচ্চ না; কারণ তাহার সঙ্গে তোমার অনেক দিনের আলাপ; এমন কি তার বিবাহ হবার পূর্ব্ব থেকে তুমি তাঁর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়েছ।

শুনিবামাত্রেই বিজয় বাবুর মুখখানি শুখাইয়া গেল; তিনি অপ্রতিভ হইয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিলেন; এদিকে মাঠাকুরাণীও মৌনবতী; তাহার বাহ্যিক অবয়বে আন্তরিক উদ্বিগ্নতা, ভয় ও লজ্জা প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি মনে মনে করিলাম, কি সর্ব্বনাশ! হরনাথ বাবু এসমস্ত কিরূপে জানিতে পারিলেন! এসমস্ত যে কুঞ্জবেষ্টনের কথা—ভয় ও লজ্জা আসিয়া আমার অন্তরে উপস্থিত হইল।

হরনাথ বাবু পুনরায় ব্যঙ্গভাবে বলিলেন, “বিজয়! আমি একটি তোমাকে পরামর্শ দিই, কেন অনর্থক ব্যয় করিয়া বিবাহ করিবে? আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তুমি যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছ তার স্বামির বৃদ্ধাবস্থা—আর অল্পদিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেই তোমার হইবে।” এই বলিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন।

শুনিবামাত্রই আমি চমকিয়া উঠিলাম; এবং মাঠাকুরাণীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলাম সর্পাঘাত হইলে যেরূপ লোকে শিহরিয়া উঠে, তিনিও সেই রূপ কম্পিত হইয়া উঠিলেন।

হরনাথ বাবু আপন বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মাঠাকুরাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; “রাজলক্ষ্মী! তুমি কেন ওরূপ মৌনাবলম্বন করে আছ? তোমার মত পতিব্রতা স্ত্রী যদি সকলের হতো, তাহলে কি আমি বিজয়কে বিবাহ করতে বারণ কত্তেম—কখনই না। যাহোক আমার সঙ্গে কথা কও, তুমি আমাকে যেরূপ ভাল বাস, যেরূপ প্রকৃত প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হয়ে সেবা কর, শুশ্রূষা দ্বারা আমার মনোরঞ্জন কর; তাতে তোমার ওরূপ বিষণ্নবদন দেখ্‌লে আমার বস্তুতঃ আন্তরিক কষ্ট হয়”—

মাঠাকুরাণী যেন, অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের বশবর্ত্তী হয়ে বল্লেন, "নাথ! আমার প্রার্থনা যে আপনি বিজয়ের সহিত আর উপহাস না করেন, কারণ বিজয় কুটুম্বের ছেলে, ওরূপ করা আপনার উচিত নহে।

হরনাথ বাবু। কেন? আমি বিজয়কে কি বলেছি; শুদ্ধ তার বিবাহের কথা বলেছি বৈত নয়, তাতে আর দোষ কি? আর বিজয় তোমারই কুটুম্ব; আমার সহিত উহার সম্পর্ক কি?

মাঠাকুরাণী। কেন; আমার সহিত সম্পর্ক থাকিলে, কি আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকা হয় না?

"হাঁ তা সত্য—একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি," এই রূপ বলিয়া হরনাথ বাবু আমার ক্রোড়স্থ নিদ্রিত শরৎ বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শরৎ! তোমার সহিত তোমার মারতো সম্পর্ক আছে, কিন্তু আমার সঙ্গে কি তোমার কোন প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাও?"

শুনিবা মাত্রেই আমি চমকিত হইলাম—অদূরে বজ্রপাত শুনিলে আতঙ্কে যেরূপ শরীর শিহরিয়া উঠে, অকস্মাৎ তাঁহার এরূপ বাক্য শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম, ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ! শরৎ যে বিজয় বাবুর পুত্র এটী কি ইনি জানিয়াছেন? তবে ত মাঠাকুরাণীর দুষ্টাচারটীর প্রমাণ আর আবশ্যক করে না; আমি এইটী ভাবিয়া মাঠাকুরাণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, তিনিও উম্মনা; অন্তরে উদ্বিগ্নতা, ভয় ও লজ্জার উদ্রেক হওয়ায় বাহ্যিক যেন অধৈর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

হরনাথ বাবু পুনরায় বিজয় বাবুকে সম্বোধন করিয়া আরম্ভ করিলেন, "যাহাহউক বিজয়! তুমি যাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছ, আমি তাহাকে দেখিয়াছি—ঠিক্ এই সুশীলার মত—নয়? ঐরূপ রূপ, ঐরূপ গঠন, ঐপ্রকার লাবণ্য—বয়স!" এইরূপে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া একে একে আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

আমি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া রহিলাম—ভাবিলাম, পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও—আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি, এ লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই;

আবার ভাবিলাম, আমি ত কোন দোষে দোষী নই, তবে হরনাথ বাবু আমাকে কেন এরূপ লজ্জা দিতেছেন; অনাথিনী পরিচারিকা বলিয়া কি তিনি এরূপ বলিতেছেন? এইটী স্মরণ করিবামাত্রেই আমার চক্ষুঃদ্বয় জলপূর্ণ হইল, এবং অকস্মাৎ অশ্রুধারা পড়িয়া শরতের গা ভিজিয়া গেল।

হরনাথ বাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন "একি সুশীলে! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি ত তোমায় কিছুই বলিনাই!

এই রূপ বলিতে বলিতে শকটখানি দেবালয়ের সন্নিহিত হইল; অশ্ব-সেবক পশ্চাৎ হইতে দ্রুতপদে আসিয়া আমাদিগের গাড়ীর দ্বার খুলিয়া-দিল, আমরা সকলে একে একে অবতরণ করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুর্জ্জন পরিহার।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

চাণক্য।

যে যেরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হউক না কেন; যিনি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হউন না কেন, যে স্থানে পরমেশ্বরের নাম উত্থিত হইতেছে, সে স্থানটী অতি রমণীয় ও পবিত্র স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি দেবালয়ে প্রবেশমাত্রেই আহ্লাদে পুলকিত হইলাম; ধূপ, ধূনার গন্ধে আমার অন্তরে একটী স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইল—নির্ম্মল ধর্ম্মজ্যোতিঃ আসিয়া আমার মানস-দর্পণে পতিত হওয়াতে অদূরস্থ দেবমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া ভক্তি-রসের আবির্ভাব হইল; আমি নত-শিরে প্রণিপাত পূর্ব্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাঠাকুরাণী দেবকার্য্য সম্পাদন করিলে আমি তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মগুলি সমাধা করিয়া বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া আসিয়াছি; সে মহিষ-রাথায় যাইবে; সুকুমারীর জন্য যে যে সামগ্রীগুলি কিনিয়াছি, ইচ্ছা আছে তাহাকে দিয়া পাঠাইয়া দিব; অতএব আপনার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই এস্থান হইতে গমন করি; বোধ হয় যোগেন্দ্র আমাকে বাড়ীতে না দেখিতে পাইলে চলিয়া যাইবে।"

মাঠাকুরাণী বলিলেন " যদি, একান্তই তোমার যাইবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে যাইতে পার; কিন্তু শরৎকে লইয়া যাও, ইহার দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, কি জানি আমাদিগের যাইতে যদি বিলম্ব হয়।" এই বলিয়া তিনি শরতের মস্তকে দেবীর প্রসাদ পুষ্প স্পর্শ করাইয়া আমার কোলে দিলেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যে স্থানে মাঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেই স্থানটী হরনাথ বাবুর বাড়ী হইতে যদিও কিঞ্চিৎ দূর হইবে সত্য, কিন্তু পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি যোগেন্দ্রের সহিত প্রথমতঃ সেই খান দিয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীতে গমন করি, সেই হেতু এবং আরও দুই একবার গমনাগমন প্রযুক্ত সেই পথটী আমার পরিচিত ছিল: যাহা হউক আমি কিয়ৎ-দূর গিয়া ক্রোড়স্থ শিশুটীর ভারবহনে ক্লান্ত হইয়া একটী নিভৃতস্থানের বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলাম।

এস্থানটী অতি রমণীয় ও নির্জ্জন; আমার ন্যায় প্রলোভিত নারী-রূপ পান্থের এই একটী নিরাপদ স্থান; আমি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম নিকটস্থ রাজমার্গের অপর পার্শ্বে শুদ্ধ একখানি প্রাচীরবেষ্টিত পর্ণকুটীর রহিয়াছে; এতদ্ব্যতীত আর কোথাও মনুষ্যের আবাস ভূমি দেখিতে পাইলাম না। ইহার অদূরে, পার্শ্বে, সম্মুখে, চারিদিকেই কৃষকদিগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ধূধূ করিতেছে, কোথাও চাষী চাষ দিতেছে, কোথাও বা দূরস্থ জলাশয় সূর্য্যকিরণ পাইয়া মৃদু বায়ু হিল্লোলে ঝিকি ঝিকি করিতেছে, আবার কোথাও বা দূরবর্ত্তী গ্রামের গৃহ ও বৃক্ষাদির ক্ষুদ্র দৃশ্যটী বিরাজ করিতেছে। আমি উপবেশন করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শরৎ আমার সঙ্গে কথা কহিতেছে—ইলি; বিলি, সিলি, মা—হাম্।

আমি বলিলাম " শরৎ! তুমি অতি অন্যায় উপায়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সেই জন্য তোমার গর্ভধারিণী নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।"

শরৎ কিছু উত্তর করিল না, মুখের লালা আমার করপুট মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

আমরা এইরূপে বসিয়া আছি এমন সময় অকস্মাৎ আমার পশ্চাৎ-দেশে মনুষ্যের পদশব্দের ন্যায় শব্দ হইল। আমি প্রথমতঃ মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম কেহই নাই; পরক্ষণেই অকস্মাৎ বিজয় বাবু আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিবামত্রেই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—ভাবিলাম, কি দুর্ভাগ্য! বিজয় বাবু কোথা হইতে আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন,—ইহার জন্য আমার কোন স্থানেই নিস্তার নাই; এই রূপ ভাবিয়া আমি শরৎকে কোলে লইয়া গমনোদ্যত হইলাম।

বিজয় বাবু বলিলেন "সুশীলে! যাইও না, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

আমি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "এরূপ স্থানে আমার সহিত আপনার কোন কথার আবশ্যক নাই, সরুন—আমি যাই।"

বিজয় বাবু বলিলেন "সুশীলে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আমার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ; যদি তুমি আপন ইচ্ছায় এস্থান হইতে যাইতে উদ্যত হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও আমি এখনই তোমার অনিষ্ট সম্পাদন করিব, কিন্তু যদি তুমি ভদ্রতা কর, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিব না।"

আমি অনন্য-উপায় হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

বিজয় বাবু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলে! তুমি আজ হরনাথ বাবুর মনের ভাব দেখিলে ত; তিনি এরূপ হইলেন কেন? বলিতে পার আমাদিগের বিপক্ষে তাহাকে কি কেহ কোন কথা বলিয়াছে?"

আমি তাঁহার বাক্যে কোন উত্তর করিলাম না; বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ইহার যথার্থ উত্তর দিলে, সাধুচরণ যে পূর্ব্ব রাত্রে কুঞ্জবেষ্টনে গিয়া গুপ্তভাবে তাহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে এবং আমিও সেইখানে ছিলাম, এইটী স্বীকার করিতে হয়; এ কারণ আমি নিস্তব্ধভাবে রহিলাম।"

বিজয় বাবু পুনরায় বলিলেন, সুশীলে! বল, আমি তোমাকে মিনতি

করি, এবিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? আমার বোধ হচ্ছে তুমিই কোনরূপে জানিতে পারিয়া হরনাথ বাবুকে এবিষয় জ্ঞাত করিয়াছ, নচেৎ তিনি তোমার সম্মুখে ঐ সমস্ত কথা বলিবেন কেন?"

আমি বলিলাম, "আপনি কি মনে করিয়াছেন যে, আমি জানিলেও তাঁহার সম্মুখে এরূপ লজ্জাকর কথা উত্থাপন করিতে সাহস করিব?"

বিজয় বাবু কহিলেন "যদি তুমি নিজেও না বলিয়া থাক, হয়ত অপর কাহাকেও বলিতে পরামর্শ দিয়া থাকিবে?"

আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম "বিজয় বাবু! বোধ হয় আমার এরূপ নীচ প্রকৃতি নহে যে, আমি কাহারও নামে লোকের নিকট গ্লানি করিব?"

বিজয় বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন "সে যাহোক সুশীলে! এখন ও সমস্ত কথা ছেড়ে দাও, বাড়ীথেকে বাহিরে আসা অবধি ঐ সমস্ত কথায় আমার মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, আমি ওবিষয়ের আর কোন কথা উল্লেখ করিতে চাহি না এবং স্থির করেছি যে, কাল প্রত্যূষে তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, পরে যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই ঘটিবে;—যাহোক সুশীলে, হরনাথ বাবু মন্দ ভেবে যেরূপ উপহাস করুন না কেন? স্বরূপ বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে আমার মন যে কি পর্য্যন্ত প্রীতিলাভ করে তাহা আমি বলিতে পারি না; কেমন নম্রতা, কেমন সুশীলতা, কেমন মিষ্টালাপ, অধিক কি তোমার লজ্জাশীল মুখের রক্তিমলাবণ্য যে কি পর্য্যন্ত মধুর—তাহা আর কি বলিব—ঐ দেখ, তোমার অবনত মুখের কেমন মাধুর্য্য!!"

আমি তাহার এরূপ বাক্যে ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলাম "আমার ন্যায় অনাথিনী পরিচারিকার প্রতি কি আপনার এরূপ উক্তি করা উচিত? আপনি যদি আমার সহিত ওরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি মাঠাকুরাণীকে বলিয়া দিব।"

বিজয় বাবু বলিলেন "সুশীলে! আমাকে তোমার ওরূপ ভয় দেখাইবার অভিপ্রায় কি? তুমি কি মনে করেছ যে, রাজলক্ষ্মীকে বলিয়া আমাদের কলহ বর্দ্ধন করিবে?—আমি সে আশঙ্কা করি না।"

আমি বলিলাম "আজ্ঞে না, আমারও সেরূপ অভিপ্রায় নহে; আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি তাঁহার আশ্রয়াধীন, অতএব তাঁহার বাড়ীতে থাকিলে আমার প্রতি যে কেহ অত্যাচার করিবে, আমি তাঁহার নিকট ব্যতীত আর কাহার কাছে ক্রন্দন করিব?".

বিজয় বাবু বলিলেন "কেন সুশীলে! আমি কি তোমাকে কোন কু-কথা বলেছি যে, তুমি ওরূপ বল্‌চো? আমি দুঃখিত হলেম যে, সত্য কথা বলিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও। তুমি সুন্দরী ও সুশীলা তাহা কে না জানে? আর তোমার জন্য আমার মন যে একান্ত কাতর একথাও অযথার্থ নহে; বলিতে কি, সময়ে সময়ে তোমার বিচ্ছেদ যাতনা যে আমাকে কি পর্য্যন্ত অধৈর্য্য করে, তাহা আর কি বলিব?"

আমি তাহার এরূপ গর্হিত বাক্যের কোন উত্তর করিলাম না;—শরৎকে কোলে লইয়া গমনোদ্যত হইলাম।

বিজয় বাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "সুশীলে! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যাইও না; আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, এবং আমি যদি ভদ্রলোক হই—না, না, আমি দিব্য করিব না, কারণ আমি আমার বশতাপন্ন নহি;—যাহোক সুশীলে! তোমার মার পীড়ার সময় তোমাকে দেখে অবধি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যদি কখন আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তুমিই আমার, অতএব আমার প্রার্থনা এই যে তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর।"

আমি বলিলাম "বিজয় বাবু! সে সমস্ত এখনকার কথা নহে, যদি আমার প্রতি আপনার কোন রূপ অসদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দিন—পরে যাহা হয় বলিব।"

বিজয় বাবু। না—সুশীলে, আমি এখন তোমাকে ছাড়িতে পারিব না, আমার মন ছাড়িতেছে না, যদি তুমি আমার এ প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহাহইলে নিশ্চয় জানিও, আমি কোন না কোন সময়ে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইব; কারণ তোমার জন্য আমি অধৈর্য্য হয়েছি—এমন কি, উন্মত্তপ্রায়।

"আর রাজলক্ষ্মীর জন্য?" অকস্মাৎ এইরূপ প্রশ্নটী আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল; কেন বলিলাম তাহা আমি জানি না; বোধ হয় ভাবিয়াছিলাম যে, এরূপ বলিয়া তাহাকে লজ্জা দিলে হয়ত তিনি আমার সহিত কথোপকথনে নিরস্ত হইবেন; কিন্তু ফলে দেখিলাম, তিনি ইহাতে আরও প্রশ্রয় পাইলেন; বলিলেন—

"সুশীলে! সে সব কথা এখন ছেড়ে দাও—সে সমস্ত আমার বাল্যকালের চাপল্য, সুতরাং অস্থায়ী; যাহাহউক সুশীলে! আমি স্বীকার করিতেছি যে, রাজলক্ষ্মীকে আমি ভালবাসি সত্য এবং তাহার প্রতি আমার অনুরাগও আছে; কিন্তু তুমি আমার মনকে যেরূপ আবদ্ধ করেছ—তোমার প্রতি আমার যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ উপস্থিত হয়েছে, রাজলক্ষ্মীর উপর তাহার শতাংশের একাংশও নহে; অধিক কি, তোমাকে দেখিলেই আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।"

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল—ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল—তিনি স্পন্দহীন চাহিয়া রহিলেন।

আমি মনে করিলাম এরূপ অবিবেচক ব্যক্তির নিকট অধিকক্ষণ থাকা যুক্তিসম্মত নহে, সেই হেতু অকস্মাৎ শরৎকে কোলে লইয়া দ্রুতপদে সেই সম্মুখস্থ প্রাচীরবেষ্টিত পর্ণকুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম; ভাগ্যক্রমে দ্বারটী অনাবদ্ধ ছিল—আমি প্রবেশমাত্রেই তাহা আবদ্ধ করিয়া দিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন কথা।

Where then, Oh! where shall proverty reside
To escape the pressure of contigious pride

Goldsmith.

আমি কোথায় এলাম? কাহার বাড়ী, কিছুই জানি না; দ্বারটী আবদ্ধ করিয়া যেমন পশ্চাৎ ফিরিব অমনি কুটীর হইতে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল "সুশীলা! এসেছ—এস, আমি সে দিন ভাবিতেছিলাম যে তোমাকে এক সময়ে এখানে ডাকিয়া আনিব।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম এ লোকটী আমার নাম কি রূপে জানিতে পারিল!

বৃদ্ধা বলিল "আমি তোমাকে চিনি, তুমি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে থাক—তোমার কোলে এইটী তাহার ছেলে নয়?"

আমি। আপনার কি এই বাড়ী?

বৃদ্ধা। হাঁ—মা, আমার এই ঘরখানি—এস, বাড়ীর ভিতর যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধাস্ত্রী আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

আমি অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বৃদ্ধার ঘরখানি চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাচীরের একদিকে প্রশস্তভাবে থাকাতে বাড়ীটী সদর ও অন্দর মহলে বিভিন্ন হইয়াছে, কুটীরখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। আমি যাইবামাত্র বৃদ্ধা তাহার কুটীরের দাওয়ায় একখানি পিঁড়ি আনিয়া আমাকে বসিতে দিল।

আমি উপবেশন করিয়া কুটীরাভ্যন্তরে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, ঘরখানির অভ্যন্তরে সামান্য গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল সজ্জিত রহিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলাম " এখানিতে কে শোয় ? "

বৃদ্ধা বলিল " আমি ও আমার এক নাত্নী ; আর ঐ যে ছোট ঘর-খানি দেখিতেছ, উহা আমাদের পাকশালা। "

আমরা এই রূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ বহির্ভাগে দুই তিন জন লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—" হরিচরণ আছ ? হরিচরণ দরজা খুলে দাও ; হরে দরজা খোল্—ও শালা হরে দরজা খোল্‌নারে শালা। "

বৃদ্ধা স্ত্রী তচ্ছ্রবণে আমার নিকট হইতে উঠিয়া কুটীরস্থ একটী মুক্ত বাতায়নে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল " কেগা তোমরা ? "

" আমি সাধুচরণ—শ্রীমান বিজয় বাবুর খান্‌সামা ; দরজা খোল্, না হলে সদর দ্বার ভেঙ্গে ফেল্‌ব। " বহির্ব্বাটী হইতে প্রত্যুত্তর আসিল।

আমি সাধুচরণের নাম শুনিবামাত্রই আতঙ্কে চমকিত হইলাম—ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! বিজয় বাবুর খান্‌সামা এখানে কি করিতে আসিল! বিজয় বাবু কি আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য সাধুচরণকে পাঠাইয়াছেন ? আমি সশঙ্কিতচিত্তে কুটীরস্থ মুক্ত বাতায়নে গিয়া দেখিলাম, সদর দ্বারের বহির্ভাগে দুই জন অশ্বারোহী আসিয়া আস্ফালন করিতেছে, আর সাধুচরণ গুম্ গুম্ করিয়া দ্বারে ঘা মারিতেছে।

আমি সভয়ে বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলিলাম " উহারা দুষ্ট লোক—আপনি দ্বার খুলিবেন না, বোধ হয় আমাকেই আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। "

বৃদ্ধা স্ত্রী বলিল " ভয় নাই—তুমি যখন আমার কাছে আসিয়াছ তখন তোমার আর আশঙ্কা কি ? "

বলিতে বলিতে আমাদিগের অন্দর মহল হইতে এক জন যুবা পুরুষ দ্রুতপদে আসিয়া বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল। ইনি কে তাহা আমি জানিতাম না, বৃদ্ধা স্ত্রী তাহাকে লক্ষ্য করাইয়া বলিল " ইহার নাম হরিচরণ, তুমি ইহাকে চিনিবে না, আমার বাপের বাড়ীর প্রতিবাসী, এক্ষণে সহায় ও

সম্পত্তিহীন হইয়াছে বলিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছি—ইচ্ছা আছে, উহার সহিত আমার নাতনীর বিবাহ দিব।”

বস্তুতঃই হরিচরণকে অতিদীনভাবাপন্ন দেখিলাম—তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র খানি জীর্ণ ও মলিন, গায়ের জামাটী ছিন্ন, চর্ম্ম পাদুকা দেখিলে বোধ হয় কোন গৃহস্থ অব্যবহার্য্য দেখিয়া তাহাকে দান করিয়াছে; অধিক কি, তাহার সুন্দর মুখশ্রী সত্ত্বেও বিবেচনা হয় যেন দীনতা প্রযুক্ত তাহার সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির হ্রাস হইয়াছে, যাহা হউক তাহাকে দেখিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, আমার নিকট যদি কিছু থাকিত তাহা হইলে আমি হরিচরণকে দিয়া যাইতাম।

এদিকে হরিচরণ ক্রোধ ভরে সদর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাস করিল “কে তোমরা?”

এক জন বলিয়া উঠিল “হরে দরজা খোল্, নতুবা চাবুকে তোর পিঠের ছাল্ তুলবো।”

শুনিবামাত্রেই হরি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “তোর মত অমন্ অনেক গোবিন্দ চৌধুরী দেখেছি যে আমাকে চাবুক মারে—জানিস্ না, পুলিষ কি কত্তে আছে?”

গোবিন্দ চৌধুরী। পুলিষ ত আমার সিন্ধুকের ভিতর—তোর মত কি আমরা পুলিষকে ভয় করি?

হরিচরণ বলিল “তোর ঐশ্বর্য্যের জারি আর আমার কাছে করিস্ না; যাহা লয়ে তোর গর্ব্ব, সেত আমরই পৈতৃক ধন; আমি তোর মত বিশ্বাস-ঘাতকের ছেলেকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিই না।”

হরিচরণের কথা শেষ হইতে না হইতেই অপর একজন বলিয়া উঠিল “হরে! তুই সাবধান হয়ে কথা কস্—জানিস্, গোবিন্দ বাবু একজন এগ্রামের বড় লোক?”

হরিচরণ। হাঁ বড়লোক!! “যদি উত্তম পরিচ্ছদ পরিলে বড়লোক হয়; যদি ঘড়ি, ঘড়িরচেন্ ঝুলাইলে বড় লোক বুঝায়—যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে পরস্বহরণ করিলে বড় লোক হইয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই উহাকে বড় লোক

বলা যাইতে পারে, কিন্তু যদি বড় লোক শব্দে “সদ্‌গুণ সম্পন্ন” বলিয়া বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে ওর কোন্ খান্‌টা বড় লোক ?”

গোবিন্দ চৌধুরী ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “দেখ্ হরে! তুই বড় প্রশ্রয় পেয়েচিস্—তুই যদি পুনরায় ও কথা মুখে আনিস্ তাহলে আমি এখনই গিয়ে তোকে সোজা করবো।”

হরিচরণ অকুতোভয়ে উত্তর করিল “দেখ্ গোবে! তুই যদি ফের্ ওকথা উচ্চারণ করিস্ তাহা হলে আমি তোর গলা টিপে এখান থেকে বিদায় কোরে দিব।

সাধুচরণ এপর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ছিল, গোবিন্দ বাবুর প্রতি এইরূপ অপমানকর বাক্য অসহ্য বিবেচনা করিয়া বলিল “মহাশয়! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এখনই গিয়া উহার মস্তক চূর্ণ করি।”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন “আমি আশ্চর্য্য হলেম, যে তুমি এখন পর্য্যন্তও আমার আজ্ঞার অপেক্ষা কচ্চো।”

বলিতে না বলিতে যেমন সাধুচরণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া হরিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, অমনি হরি ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করতঃ প্রহার করিতে করিতে বাড়ী হইতে তিরোহিত করিয়া পুনরায় দ্বার আবদ্ধ করিল। আগন্তুকেরা কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া “আচ্ছা শালা—থাক, তুমি কত দিন উহাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবে—দেখিব।” এই বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি শুনিবামাত্রেই সঙ্কুচিত হইলাম; ভাবিলাম—তবে নিশ্চয়ই উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, নচেৎ এরূপ বলিবে কেন? যাহা-হউক এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে রাজপথ দিয়া বাড়ি যাইব—দুরাত্মারা যদি আমাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে! এই চিন্তাই আমার অন্তঃকরণে প্রবল হইয়া উঠিল।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ হরিচরণ আস্ফালন পূর্ব্বক অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলিল “দিদি মা! তুমি কখনই ঐ সমস্ত কদাচারী লোকদিগকে বাড়িতে আসিতে দিও না, উহারা

অতিশয় দুর্জ্জন—বিশেষতঃ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেধো ব্যাটা আমার বাড়িতে কোন দুষ্ট-অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকে—বাসন্তী আমাকে আপনমুখে বলিয়াছে।”

বৃদ্ধা স্ত্রী বলিল “কি করিব বাছা, আমি বুড় মানুষ—অমন দুরন্ত লোকদিগকে কি আঁটিতে পারি?”

হরিচরণ আর কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় আপন মনে বহির্ভাগে চলিয়া গেল।

আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “উহারা কে? আর কেনই বা এখানে আসিয়াছিল?”

বৃদ্ধা বলিল “না বাছা, আমি তোমাকে কোন কথা বলিব না; তুমি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে থাক এবং উহারা হরনাথ বাবুর বন্ধুর ছেলে, কি জানি যদি কোন দিন কোন কথা বলিয়া ফেল, তাহাহইলে আর আমার মাথা থাকিবে না—বিশেষতঃ আমি হরনাথ বাবুর প্রজা।

আমি বলিলাম “আপনি বলুন, আপনার কোন আশঙ্কা নাই; আমি কাহাকেও কোন কথা বলিয়া আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করিব না।”

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল “তবে শুন—ঐ যে দুই জন ঘোড়সোয়ার দেখিলে উহারা হরনাথ বাবুর বন্ধুর সন্তান। তুমি জানিবে না, হরিচরণের পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার কতকগুলি ভূ-সম্পত্তি ছিল; ঐ জমি হরনাথ বাবু ও গোবিন্দ বাবুর জমির মধ্যবর্ত্তী, কিন্তু উহা-দিগের কাহারো সম্পত্তি নহে; আমার বাপের বাড়ির দেশের এক জন জমীদারের এলাকায়। যাহাহউক, হরিচরণের বাপ বৃদ্ধ হইলে, তিনি ঐ সমস্ত জমি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছিলেন; তাঁহার বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, শুদ্ধ সে সময় হরিচরণ নাবালক, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর হরিচরণ সে সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবে না; সেই জন্য তিনি তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি গোবিন্দ চৌধুরীর পিতার নিকট রাখেন।

যখন হরিচরণের পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি আপন

পরিবারকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, আমার ত বিষয় আশয় কিছুই নাই, যে কিছু টাকা জমি বিক্রয় করিয়া পাইয়াছি, সেগুলি গোবিন্দ চৌধুরীর বাপের নিকট আছে, অতএব তুমি এই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া সেই সমস্ত বুঝিয়া লও।"

হরিচরণের মা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বাবুর পিতা যখন শুনিলেন যে, হরিচরণের পিতার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিচরণের মা হরিচরণকে দিয়া বলাইল যে, "কর্ত্তা বলিতেছেন আপনার নিকট আমাদিগের জমি বিক্রয়ের টাকা আমানৎ আছে।"

গোবিন্দ চৌধুরীর পিতা তখন বিস্মিত ভাবে বলিল "আমার নিকট! কৈ—না, কিছুই নহে; যাহা ছিল তাহা উনি লইয়াছেন; ভাল, যদি উনি আপনার মুখে এ কথা বলিতে পারেন তাহাহইলে আমি অবশ্যই একথা স্বীকার করিব।"

এদিকে হরিচরণের পিতার তখন বাক্‌শক্তি রহিত, সুতরাং প্রত্যুত্তরে অপারক হইয়া গোবিন্দ বাবুর পিতার মুখপানে চাহিয়া দর দর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আর বলিতে পারিল না—তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল এবং কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিরা বলিল—"সেই পর্য্যন্ত হরিচরণ এক জন চাষীর নিকট ক্রমান্বয়ে প্রায় আট বৎসর কর্ম্ম করিতেছে। বস্তুতঃ সুশীলে! বলিতে কি, হরিচরণের যেরূপ ধৈর্য্য, বিবেচনা, ও নির্ম্মল-স্বভাব তাহাতে বোধ হয় যে, উহার ন্যায় সচ্চরিত্রপুরুষ অতি অল্পই আছে; আমি সেই জন্য তাহার সঙ্গে আমার বাসন্তীকার বিবাহ দিব বলে স্থির করেছি। আহা! ইহাদিগের দুই জনের কেমন ভালবাসা! কেমন প্রণয়! কেমন মিষ্টালাপ!! বলিতে কি সুশীলে! ইহারা যখন দুই জনে একত্র বসে কথা বার্ত্তা কহে, তখন দেখিতে যে কি পর্য্যন্ত মধুর তাহা তোমাকে কি বলিব; প্রকৃত প্রণয় যে কাহাকে বলে তাহা ইহারাই বুঝিয়াছে; সুশীলে! তুমি আমার বাসন্তীকে দেখিয়াছ?"

আমি বলিলাম " না, তিনি কোথায় ?"

বৃদ্ধা। একটু অপেক্ষা কর—সে এইখানেই গিয়াছে—এখনই আসিবে। তুমি যেমন সুন্দরী, বাসন্তিকাও তোমার মত; তায় তোমাকে সমবয়স্কা দেখিলে কতই সন্তুষ্ট হইবে।

আমরা এই রূপ কথোপকথন্ করিতেছি, এমন সময় বাসন্তিকা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার হাতে এক খানি বাজারের ডালি—বাসন্তিকা ডালিখানি আনিয়া তাহার মাতামহীর সম্মুখে নামাইল।

বাসন্তিকার রূপখানি নয়নতৃপ্তকর। যখন বৃদ্ধা আমাকে তাহার রূপের কথা বলে, তখন মনে করিয়া ছিলাম যে, হয়ত সে আপন স্নেহ বশতঃই নাতিনীর রূপের গৌরব করিতেছে, কিন্তু তাহা নহে, বাসন্তিকার মুখপানে চাহিয়া বোধ হইল বিধাতা বুঝি পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যগুলি একত্রিত করিয়া তাহাকে নির্জ্জনে গড়িয়াছেন।

বাসন্তিকা বলিল, " দিদি মা! ইনি যে বাবুদের বাড়ীর ঝী; তুমি ইহাকে কোথায় পইলে ?"

বৃদ্ধা বলিল, " উনি আপনিই আসিয়াছেন. আমি তোমাকে দেখাইবার জন্য বসাইয়া রাখিয়াছি।"

বাসন্তিকা আর উত্তর না করিয়া ব্যস্তসমস্তে আপন চাঙ্গারীর ক্রীত সামগ্রীগুলি বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া দিল এবং নতশিরে আমাকে প্রণাম করিতে আসিল।

আমি বলিলাম, " ও কি বাসন্তি? আমি তোমার সমবয়স্কা ?"

বাসন্তিকা। না—আপনি আমার অপেক্ষা বড় এই রূপ বলিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আমি তাহার শিষ্টাচার ও নম্রতা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

বাসন্তিকা উপবেশন করিলে বৃদ্ধা তাহাকে কলহ বৃত্তান্তটী একে একে বলিতে লাগিল। আমি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, বাসন্তী যতই শুনিতেছে, ততই তাহার মুখখানিতে আন্তরিক উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাধুচরণের নামোল্লেখ শুনিয়া বাসন্তী ক্রোধে

রক্তিমাবর্ণ হইয়া বলিল “দিদি মা! আমি জানি, আমাদিগের সংসারে অনিষ্ট ঘটিবে; গোবিন্দবাবু ও আর আর লোকের কথা ছেড়ে দিন; কারণ বড়লোকেরা আপনাদের বিষয়ামোদেই মত্ত থাকেন; কিন্তু দুষ্ট সাধুচরণের হস্তে আমার আর নিস্তার নাই।

আমি তাহার এরূপ বাক্যে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাসন্তি! সাধু কি তোমাকে কোন কথা বলিয়াছিল?”

বাসন্তী লজ্জায় নিম্নমুখী হইয়া বলিল “যাহাতে আমি হরিচরণের অপ্রিয় হই, তাহাই তাহার একান্ত চেষ্টা; এক দিন আমি তাহার বাক্যের কোন উত্তর করি নাই বলিয়াই হরিচরণের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতেছে।” বলিতে না বলিতে বাসন্তিকার চক্ষে জল আসিল।

আমি বাসন্তিকার এরূপ শোকাতুর মুখখানি দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম; ভাবিলাম, পৃথিবীতে আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র লোকের জুড়াইবার স্থান কোথায়? যেখানে টাকা—সেই খানেই বল—সেই খানেই অত্যাচার—অধর্ম্ম।

যাহা হউক আমি বাসন্তিকাকে বলিলাম, “বাসন্তি! তুমি কাতর হইও না, হরিচরণ বিলক্ষণ বুদ্ধিমান; কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না: বিশেষতঃ এখনকার রাজ আইন বড় কঠিন।”

বাসন্তী বলিল—“ভাই! আইন গরিবের জন্য নহে; যাহারা টাকা খরচ করিতে পারে, আইন তাহাদিগের জন্য; দীনদরিদ্র লোকের পক্ষে আইন একটী শূন্যশব্দ মাত্র।”

আমি তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম, “বাসন্তিকে! আর এক উপায় আছে—সাধুচরণ হরনাথ বাবুর বাড়ীতে থাকে, এবং তাঁহার অনুগত; আমি মাঠাকুরাণীকে তোমাদিগের কথা বলিয়া যদি কোনরূপে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি, চেষ্টা করিব, বোধ হয় তিনি আমার অনুরোধ রাখিবেন।”

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতে বৃদ্ধা স্ত্রী আমার দুইটী হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল “দেখ বাছা! আমার মাথা খাও, যাহাতে এই বিপদ হইতে

উদ্ধার হইতে পারি—করিও; আমরা তাঁহারই অনুগত লোক,—এরূপ অত্যাচার করিলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব ? ”

বাসন্তী। সুশীলে! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে ; যাহাতে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য হয়, করিও।

আমি বলিলাম “ আমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার যত দূর সাধ্য তোমাদিগের জন্য চেষ্টা করিব। ”

এই রূপ কথোপকথন করিয়া আমি তাহাদিগের নিকট বিদায় লইলাম ; আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, সাধুচরণ বিজয়বাবু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমাকেই আক্রমণ করিতে আসিয়াছে,—কিন্তু তাহা নহে ; এখন বুঝিলাম, শুদ্ধ “বাসন্তিকাই” তাহার একমাত্র কারণ; যাহা হউক আমি শরৎকে কোলে লইয়া রাজ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, পথি মধ্যে আর কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই ; শুদ্ধ একটী বৃক্ষমূলে হরনাথ বাবুর খানসামা শ্রীনিবাস ও সাধুচরণকে দেখিয়া ছিলাম—তাহারা দুই জনে কি পরামর্শ করিতেছিল, আমাকে দেখিবামাত্রই অন্যদিকে সরিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হৃদয় বহ্নি।

বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ।

ভারবি।

পরমেশ্বর যদি স্ত্রীলোকের রূপ ও যৌবন না করিতেন, তাহাহইলে কোন আশঙ্কাই থাকিত না। বিধাতা স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য কি অভিপ্রায়ে করিয়াছেন তাহা জানি না, কিন্তু চিরকালই এই রূপ ও যৌবন লইয়া অনর্থ ঘটিয়া আসিতেছে; কোথাও দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে—ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে; কোথাও বা জঘন্য চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সমাজের কণ্টকরূপ অনর্থরাশি উদিত হইয়াছে ও হইতেছে, আবার কোথাও বা এই রূপের জন্য পবিত্র কামিনীকুল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা অবলম্বন করিয়াছেন; তবে রূপ লইয়া এত বিবাদ কেন?—রূপসী পাঠিকা হয়ত আমাকে নিন্দা করিবেন, করুন তাতে ক্ষতি নাই; যদি রূপের ডালি লইয়া তাঁহার ন্যায় স্বামির বামপার্শ্বে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে রূপের প্রশংসা করিতাম—সামান্য পরিচারিকা রূপ লইয়া কি করিবে? আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম, যেহেতু বাসন্তিকার রূপ দেখিয়া রূপের কথা মনে পড়িল।

যাহাহউক এক্ষণে আমি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মা-ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম—ভাবিলাম বিজয় বাবুর জন্য আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, না জানি তিনি আমার প্রতি কতই

কষ্ট হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ কিছুই দেখিলাম না—তিনি এখনও বিষন্নবদনে রহিয়াছেন, আর হরনাথ বাবু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাক্যযন্ত্রণা দিতেছেন।

আমি যাইবামাত্র মাঠাকুরাণী মৃদুবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলে! তোমার আসিতে এত বিলম্ব কেন?"

আমি বলিলাম "মাঠাকুরাণি! কোন লোকের হাতে পড়িয়া আমাকে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতে হইয়াছে, সেই হেতু বিলম্ব হইল।"

বলিবামাত্রই মাঠাকুরাণীর মুখখানি শুষ্ক হইয়া গেল; আমি তাহাদিগের উভয়কেই দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম—তাঁহারা যেন আমার বিলম্বের কারণ এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন; যাহাহউক মাঠাকুরাণী আমার কথার কোন উত্তর না করিয়া অকস্মাৎ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

হরনাথ বাবু ব্যঙ্গস্থলে হাস্য করিয়া বলিলেন "সুশীলে! আমি বুঝিয়াছি, আর তোমাকে বলিতে হইবে না; বিজয় তোমাকে রাস্তায় ধরিয়াছিল—না? হা—হা—হা—হা!"

মাঠাকুরাণী তাঁহার এরূপ পরিহাসবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "সুশীলার সঙ্গে আপনার ওরূপ ব্যঙ্গ করা উচিত নহে; বিশেষতঃ সুশীলাকে আমি আপনার ভগ্নীর মত দেখি" এই বলিয়া তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "সুশীলা তুমি শরৎকে লইয়া যাও।"

আমি যাইতে উদ্যত হইলে হরনাথ বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুশীলে? দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার বিলম্বের কারণ আমাকে বলিতে হইবে।"

আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, "মহাশয়! আমার যখন বলিবার আবশ্যক হইবে, তখন আমি মাঠাকুরাণীকে বলিব।" এই রূপ বলিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

হরনাথ বাবু পুনরায় আমাকে ডাকিতে লাগিলেন "সুশীলে! শুন শুন, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে—আমার কথা অবহেলা করিও না।"

আমি তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া নিরুত্তরে আপন কক্ষে চলিয়া গেলাম।

আজ আমি শরৎকে ঘুম পাড়াইয়া সুকুমারীকে একখানি পত্র লিখিতে বসিলাম; কারণ আমি গৃহে আসিলে বিমলা আমাকে সংবাদ দিল যে, যোগেন্দ্র তোমার সন্ধানে আসিয়াছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ পায় নাই বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর বলিয়াছে যে, এক মাস পরে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং মহিষরাথায় গিয়া সুকুমারীর সংবাদ লিখিবে। যাহা হউক বিমলার মুখে সুকুমারীর নামোচ্চারণ শুনিয়া আমার মন কাতর হইতে লাগিল—সেই কারণ তাহাকে একখানি পত্র লিখিলাম; পাঠক মহাশয়ের যদি পড়িবার ইচ্ছা থাকে, পাঠ করিতে পারেন, আমার বিশেষ গোপনীয় নহে।

প্রিয় ভগ্নি!

তোমাকে দেখিতে আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, কারণ তুমিও আমার ন্যায় অনাথিনী; বিশেষতঃ বালিকা,—কিন্তু কি করিয়া দেখিব, বিধির বিপাকে পরের দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। দাদা ও বাবার কথা মনে করিও না, তাঁহারা থাকিলেই বা আমাদিগের এ দশা ঘটিবে কেন? বস্তুতঃ কুমারি! যখন তাঁহাদিগের সত্বেও তোমাকে অনাথিনী বলিয়া আমার মনে হয়, তখন আকুল নয়নে কাঁদিতে বসি—এই দেখ, আমার চক্ষের জল পড়িয়া "অনাথিনী" শব্দটী মুছিয়া গেল; যাহাহউক কুমারি! আমি তোমার জন্য কাঁদিয়া থাকি; কিন্তু পিতামাতাকে মনে হইলে তুমি কাহার নিকট কাঁদিতে বস তাহা আমি জানি না। অধিক কি আর লিখিব—এক্ষণে তুমি কেমন আছ বলিবে—আর ছোটমাসীকে আমার প্রণাম সহ এই পত্র খানি দেখাইবে—আমি কেবল তাঁহার হস্তে তোমাকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী'

শ্রীমতী সুশীলা—

আমি এইরূপ চিঠিখানি লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলাম। এক্ষণে, বেলা অবসন্ন প্রায়—দিনমণি অস্তমিত; মাঠ হইতে কৃষকেরা বাড়ী যাইতেছে। আমি আপনার ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল—"মাঠাকুরাণী তোমাকে ডাকিতেছেন।"

আমি অনতিবিলম্বে তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম, হরনাথ বাবু কক্ষে নাই; মাঠাকুরাণী পালঙ্কোপরি বসিয়া হা হুতাশ করিতেছেন; একবার উঠিয়া বসিতেছেন, আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পালঙ্কে শুইতেছেন।

আমি যাইবামাত্র মাঠাকুরাণী বলিলেন, "সুশীলে! এক্ষণে কর্ত্তা ঘরে নাই—এক ঘণ্টার জন্য তিনি বহির্বাটীতে গিয়াছেন; এই এক ঘণ্টা-কাল আমি তাঁহার হৃদয় বিদারক বাক্যযন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছি।" এইরূপ বলিয়া তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মাঠাকুরাণী কিয়ৎক্ষণ পরে শোক-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলে! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? বিজয় কি রাস্তায় তোমাকে কোন কথা বলিয়াছিল?"

আমি বলিলাম "হাঁ, যদি আপনি কোন অপরাধ না লন, তাহা হইলে বলিতে পারি।"

মাঠাকুরাণী। বল, তোমার কোন অপরাধ নাই, আমি বিলক্ষণ জানি তোমার চরিত্র নির্ম্মল—অন্তঃকরণে কোন রূপ পাপের লেশমাত্রও নাই।

আমি তাঁহার এরূপ বাক্য শুনিয়া বিজয় বাবুর আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম।

শুনিবামাত্রই মাঠাকুরাণীর মুখখানি বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হইল; তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "সুশীলে! আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি দোষী—শত সহস্র বার অপরাধী;—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যাহার জন্য আমার জীবন সঙ্কট—যাহার জন্য আমি আপন স্বামির নিকট যার পর নাই অপদস্থ হইতেছি—এবং জানি না ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে

কি ঘটিবে, তাহার কি এমন সময় এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ? না অপরের অভিলাষী হইয়া তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি-সম্মত ? আমি জানি, বিজয় তোমার কাছে তিরস্কার ব্যতীত আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার কি এই ধর্ম্ম হইল ? পরমেশ্বর জানেন, তাহার জন্য আমি কত কষ্ট পাইতেছি—কত হৃদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, এবং ইহকালে ও পরকালে তাহার জন্য আমাকে কি পর্য্যন্ত গুরুতর দণ্ড বহন করিতে হইবে।" এইটী বলিতে বলিতে তাহার শরীর স্পন্দহীন হইয়া আসিল ; তিনি অকস্মাৎ পালঙ্কে বিচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন।

আমি তাহার এরূপ অধৈর্য্যভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না।

মাঠাকুরাণী পরক্ষণেই আবার গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলে! তুমি বলিতে পার আমাদিগের এরূপ গুপ্ত অভিসন্ধি কে তাঁহার কর্ণগোচর করিল ?"

আমি বলিলাম "মাঠাকুরাণি! আমি ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই জানি, কিন্তু বলিতে সাহস করিতেছি না।"

মাঠাকুরাণী। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—বল, আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিও না, এবং তোমার কাছে আমারও কিছুই গোপন নাই।

আমি তাঁহার এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পূর্ব্ব দিনের নৈশিক বৃত্তান্তটী তাঁহাকে সমস্তই বলিলাম ; তাঁহারা কুঞ্জবেষ্টনে গিয়াছিলেন,—সাধুচরণ গুপ্তভাবে থাকিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিল ; আমিও ছিলাম, কিন্তু কি কারণে গিয়াছিলাম, আর কেনই বা ছিলাম তাহাও বলিলাম—সাধুচরণ বলিল "বিজয় বাবুর কলকাটিটী টিপিয়াছি।"

আমি যতক্ষণ বলিতে লাগিলাম মাঠাকুরাণী স্পন্দহীন হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিলেন ; এবং কিয়ৎক্ষণের পর বলিলেন "সুশীলে! "কলকাটিটী কি" তাহা আমি বুঝিয়াছি ; আমার সর্ব্বনাশের

জন্য সাধুচরণ এরূপ করিতেছে। হতভাগা পূর্ব্বে বিজয়ের নিকট চাকরী করিত, এক্ষণে শুনিতেছি কর্ত্তা উহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; যাহাহউক সুশীলে! আমার আর নিস্তার নাই, আমার এ জীবনের পরিণাম কি হইবে তাহা জানি না; কর্ত্তা বলিতেছিলেন, স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার সেই কুটিল প্রণয়ের সূত্রধরেই তাহাকে দণ্ড দেওয়া বিধেয়; বোধ হয় সেই জন্যই তিনি সাধুচরণের সহিত যুক্তি করে আমাকে এরূপ করিতেছেন, এবং অবশেষে হয়ত কোন রূপে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন" এই বলিয়া তিনি আকুল-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে করিলাম, সাধুচরণের নামোল্লেখ করিয়া ভাল করি নাই; হয়ত সেই জন্যই মাঠাকুরাণী দুঃখিত হইলেন।

তিনি পুনশ্চ বলিলেন "সুশীলে! সাধুচরণ যে ইহার ভিতর আছে, তাহা আমি তোমার বলিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; আজ আমি বাড়ীতে আসিলে, বিজয় কোন রূপে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল—আমি অধিকক্ষণ তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারিলাম না;—বিজয় বলিল "বোধ হয় সুশীলা তোমাকে আমার কথা বলিয়াছে;"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা? সুশীলাত এখনও বাড়ীতে আইসে নাই—তুমি কি আবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে?"—বিজয় বলিল, "না না, সুশীলাকে আমার কি প্রয়োজন, আর কেনই বা দেখা করিব?—যাহাহউক তুমি সাবধানে থাকিও, বোধ হয় সাধুচরণই আমাদিগের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে, সে আজ প্রত্যূষে আমার কর্ম্মে জবাব দিয়া হরনাথ বাবুর নিকট নিযুক্ত হইল; বোধ হয় সাধুই এই সমস্ত করিতেছে,—আর এখানে অপেক্ষা করিব না, কেহ আসিবে;—আমি কাল প্রত্যূষে মহিষরাথায় যাইব, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি—রাজলক্ষ্মী! বিদায়—বিদায়।"

আমি তাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলাম "জনমের মত—"

এইটী বলিবামাত্রই মাঠাকুরাণীর চক্ষুঃ জলপূর্ণ হইল, তিনি সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন "সুশীলে! বিজয়ের সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত হইল,

আমি বিজয়কে যেরূপ ভালবাসি তাহাতে বোধ হয় তাহাকে না দেখিলে এক দণ্ডও জীবন ধারণ করিতে পারিব না; যাহাহউক সুশীলে! আমি মনস্থ করিয়াছি, হয় বিজয়ের সঙ্গে পলায়ন করিব, নতুবা এ প্রাণ বিনষ্ট করিয়া তাহার বিরহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব।”

আমি শুনিবামাত্রই আশ্চর্য্য হইলাম; ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ! দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কোন রূপ ভয়, লজ্জা বা বিবেচনা থাকে না; মাঠাকুরাণী এত বিপদে পড়িয়াও বিজয় বাবুর অভিলাষ করিতেছেন, এমন কি তাহার জন্য আপন প্রাণ দিতেও কাতর নহেন।

মাঠাকুরাণী পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন। “সুশীলে! আমি আজই আপন অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারিতাম—আজই এ প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু ছেলেদিগকে কাহার নিকট রাখিয়া যাই, ইহাই ভাবিতেছি।”

আমি বলিলাম “মাঠাকুরাণি! আত্মহত্যা একটী গুরুতর পাপ, এমন কি ইহা কল্পনা করিলেও পাপে কলুষিত হইতে হয়।”

মাঠাকুরাণী। সুশীলে! আমিত পাপীয়সী, ইহকাল ও পরকাল ত আমার পাপের দণ্ড প্রদানে অপেক্ষা করিতেছে, যদি কোন রূপে আত্মহত্যা করিয়া ইহকাল হইতে বিদায় হইতে পারি, তাহা হইলে জানিলাম স্বামির তিরস্কার হইতে নিস্তার পাইলাম—তৎকর্ত্তৃক আমার প্রাণসংহাররূপ-গুঢ়াভিসন্ধির আশঙ্কা হইতে অবসর পাইলাম এবং বিজয়ের বিচ্ছেদ-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিলাম; আর বিশেষতঃ সুশীলে, আমার আর এপৃথিবীতে বাস করিবারই বা ফল কি? আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ-কুলকামিনী ইহকাল হইতে বিদায় হইতে পারিলেই বসুমতীর পাপ ভার লাঘব হইবে।

মাঠাকুরাণী এই রূপ নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; আমি তাহাকে অনেক বলিলাম—অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত অভিসন্ধি।

What calls for vengeance but a woman's cause?

Eliad.

এই রূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; মাঠাকুরাণী প্রত্যহই আমার নিকট আপন মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেন; কখন বা আপন স্বামিকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার নূতন নূতন তিরস্কার-বাক্যগুলি উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে বসিতেন। মাঠাকুরাণী নিজে দুশ্চরিত্রা বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ বশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমিও এক এক সময় তাঁহার জন্য চক্ষের জল ফেলিতাম।

যাহাহউক আজ আমি মাঠাকুরাণীকে বাসন্তিকার কথা উল্লেখ করিতে বসিলাম—বাসন্তিকার রূপ ও নম্রতা, হরিচরণের দারিদ্র্য এবং তাহার প্রতি সাধুর অত্যাচার, একে একে সমস্তই জ্ঞাত করিলাম ও বলিলাম "মাঠাকুরাণি! আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি কোন রূপে সাধুচরণকে এবিষয় হইতে নিরস্ত করুন।"

মাঠাকুরণী। সুশীলে! সাধুচরণ যদি আমার বশতাপন্ন হইবে, তবে বিজয়ের নিকট থাকিয়া আমারই বিপক্ষাচরণ করিবে কেন? যাহাহউক যদি অন্য কোন উপায় থাকে—বল, আমি তাহাতে ত্রুটি করিব না।

আমি বলিলাম "আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না; তবে যদি আপনি তাহাদিগকে কিছু টাকা দিয়া এগ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার উপায় করেন, তাহা হইলেই নিস্তার, নচেৎ দুরাত্ম-সাধুচরণের হস্তে কিছুতেই অব্যাহতি নাই।"

মাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন "সুশীলে! আমি তোমার নিকট অনেক বিষয়ের জন্য ঋণী আছি, অতএব যদি টাকা দিলেই তাহাদিগের কোন রূপ সদুপায় হয়, তাহা হইলে তোমার অনুরোধ রাখিতে পারি।"

আমি করজোড়ে বলিলাম "মাঠাকুরাণি! অধিক নহে, বোধ হয় শতাবধি টাকা দিলেই তাহাদিগের যথেষ্ট হইবে।"

মাঠাকুরাণী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন "সুশীলে! তুমি স্বভাবতঃই পরোপকারী ও দয়ার্দ্র; পরমেশ্বর যদি তোমাকে ধনসম্পত্তি দিয়া ভূষিত করিতেন, তাহা হইলে তুমি যে কত লোকের কত উপকার করিতে তাহা বলিতে পারি না।"

আমরা এই রূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় বহির্দ্দেশ হইতে একটী আর্ত্তনাদ উঠিল; "বাবারে! গেলাম—গেলাম;" আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়নে উঠিয়া গেলাম—দেখিলাম, খিড়কীর বাগানের পার্শ্বস্থ রাজপথে, হরিচরণ, সাধু ও আর দুই জন পাইক আসিতেছে; হরিচরণের বাহু রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, সাধু তাহার পশ্চাতে থাকিয়া এক এক বার আঘাত করিতেছে, আর হরিচরণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

আমি দেখিবামাত্রই কাতর হইয়া মাঠাকুরাণীকে বলিলাম "মাঠাকুরাণি! ঐ দেখুন দুরাত্মা সাধু, হরিচরণকে বাঁধিয়া আনিতেছে।" এই বলিয়া আমি তাঁহাকে হরিচরণের দীর্ঘ অবয়বটী উদ্দেশ করিয়া দেখাইয়াদিলাম।

মাঠাকুরাণী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "তাইত সুশীলে! আহা! উহার নির্দ্দোষ মুখখানি দেখিলে কখনই উহাকে অপরাধী বলিয়া বোধ হয় না।"

আমি বলিলাম "আপনাকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, দুরাত্মা সাধুচরণ উহাকে বৃথা ভান করিয়া বিপদে ফেলিবার জন্য এই রূপ করিতেছে; আহা! যদি উহার কোন রূপ দণ্ড হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর জানেন সরলা বাসন্তিকার কি দশা ঘটিবে; মাঠাকুরাণি! যদি আপনি বাসন্তিকাকে দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার উপকারের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন।"

মাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন "এবং এখনও করিব; শুদ্ধ বাসন্তিকার জন্য নহে—তোমারও অনুরোধ; যাহাহউক বাসন্তিকার কথা আর আমাকে অধিক বলিতে হইবে না; এক্ষণে তুমি একটী কর্ম্ম কর, উহারা অবশ্যই কাছারীগৃহে কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইবে—তুমি অন্দর মহলের দিকে ঐ ঘরের যে আবদ্ধ দ্বার আছে, সেই দ্বারের চাবির ছিদ্র দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই অবগত হও, তাহাহইলেই জানিতে পারিবে সাধু কি উদ্দেশ্যে উহাকে আনিয়াছে, এবং কর্ত্তাই বা উহার কিরূপ বিচার করেন।"

আমি অকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম কর্ত্তার আসনের সম্মুখে হরিচরণ গিয়া দণ্ডায়মান হইল; তাহার পশ্চাতে দুইজন ভীষণ যমাকৃতি প্রহরী, এবং পার্শ্বে সাধুচরণের কুটিল মূর্ত্তি।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরনাথ বাবু আপন প্রধান নায়েবের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন; এবং হরিচরণের মুখাবয়ব দেখিয়া বলিলেন "এ কে?"

সাধু। ধর্ম্মাবতার! এই ব্যক্তি আপনার গুজরপুরের দিঘীতে জাল ফেলিতে ছিল; আমি সেই জন্য উহাকে ধরিয়া আনিয়াছি; এই দেখুন উহার সেই জাল। এই বলিয়া একজন প্রহরির স্কন্ধ হইতে একখানি জাল লইয়া কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

হরিচরণ ক্রোধে রক্তিমবর্ণ হইয়া বলিল, "আমি চোর! কি বল্‌বো, আমার দুই হাত আবদ্ধ, নতুবা এখনই তোকে ইহার প্রতিফল দিতাম।"

বলিতে না বলিতে হরনাথ বাবুর এক জন আমলা বলিয়া উঠিলেন; "হিস্ হিস্, এখানে গোল করিবার জায়গা নহে।"

হরনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, তুই কি করিতে আমার পুষ্করিণীতে গিয়াছিলি? আর কেনই বা তোর হাতে এই জাল ছিল।"

হরিচরণ বলিল "মহাশয়! আমি আপনার পুষ্করিণীর নিকটেও যাই নাই এবং আমার হাতে এ জালও ছিল না; আমি আপনার বাগানের পার্শ্বে একটী গাছের ছায়ায় বসিয়াছিলাম মাত্র; আর এই শালা আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।"

হরনাথ বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "সাবধান, আমার সম্মুখে আমার চাকরকে গালি দিলে এখনই তোর গুরুতর দণ্ড করিব ?"

হরিচরণ নিরুত্তরে দণ্ডায়মান রহিল।

হরনাথ বাবু। ভাল, আমার বাগানের কাছেই বা তুই বসিয়া ছিলি কেন ?

হরি। আজ্ঞা, আমি গদাধর নষ্করের জমিতে কর্ম্ম করি, তাহারই কোন কর্ম্মে আমাকে যাইতে হইয়াছিল, রৌদ্রের জন্য একটু বসিয়াছিলাম।

হরনাথ বাবু। ভাল, সদর রাস্তা দিয়া যাস্ নাই কেন ?

হরি। আজ্ঞে, ঐ পথটী সহজ পথ।

হরনাথ বাবু কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "তবে কি তোকে অনর্থক ধরিয়া আনিয়াছে ?"

হরি। আজ্ঞে হাঁ ; ও আমার বাড়ীর পরিবারকে কুপথগামী করিবার চেষ্টা পাইতেছে ; সেই জন্য উহাকে একদিন আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম বলিয়াই আমার সহিত এরূপ করিতেছে।

সাধুচরণ বলিল "ধর্ম্মাবতার ! সমস্তই মিথ্যা, আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ওবেটা আপনার পুষ্করিণীর মাছ চুরি করিতে গিয়াছিল ; হয় না হয়, গোবিন্দ বাবু ও গিরীশ বাবু দেখিয়াছেন ; তাহারা সেই সময় শীকার করিতে গিয়াছিলেন।"

হরিচরণ বলিল, "মহাশয় ! তাহারা শীকার করিতে যান নাই ; যে দিন ওব্যক্তি আমার বাড়ী যায়, সেই দিন গোবিন্দ চৌধুরী ও গিরীশ চৌধুরী উহার সঙ্গে ছিল ; হয় না হয়, আপনার বাড়ীর একটী লোক দেখিয়াছে।"

হরনাথ বাবু বলিলেন "আমি ও সমস্ত কিছুই শুনিতে চাহি না ; যখন গোবিন্দ বাবু দেখিয়াছেন তখন তোমার চুরি করা সাব্যস্ত হইল" এই বলিয়া তিনি একজন পাইক্‌কে আদেশ করিলেন, যে তুমি উহাকে আজ রাত্রের জন্য বহির্বাটীর একটী ঘরে পুরিয়া চাবি-বদ্ধ করিয়া রাখ ; কাল প্রত্যূষে উঠিয়া পুলিযের জিম্মা করিয়া দিবে—এক্ষণে উহাকে লইয়া যাও।"

তাঁহার আদেশমাত্রেই দুইজন প্রহরী হরিচরণকে মারিতে মারিতে লইয়া গেল; আমি তদ্দর্শনে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম; হরিচরণ কি উপায়ে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং আমিই বা কি রূপে তাহাকে রক্ষা করিব, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; বস্তুতঃ বলিতে কি, আমি হরিচরণের জন্য এরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলাম যে, বোধ হয় আধ ঘণ্টা কাল আমার সংজ্ঞা ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি মাঠাকুরাণীর নিকট যাইবার উপক্রম করিলাম, কিন্তু একবার ভাবিলাম দেখি, এক্ষণে কাছারী গৃহে আর কেহ আছে কি না; এই ভাবিয়া আর একবার সেই দরজার চাবির ছিদ্র দিয়া দেখিলাম কেহই নাই, শুদ্ধ হরনাথ বাবু, সাধুচরণ ও শ্রীনিবাস তিন জনে আমার দ্বারের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু-স্বরে কি পরামর্শ করিতেছে; আমি মাঠাকুরাণীর নিকট গমন না করিয়া কিয়ৎকাল ছিদ্র-গর্ভে কর্ণপাত করিয়া রহিলাম।

হরনাথ বাবু বলিতেছেন "যাহোক এখন এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইল; আমি তোমাকে এবিষয়ের জন্য পুরস্কার দিব; এখন আর একটি কথা আছে; তুমি কি মহিষরাখায় গিয়া একখানি গাড়ী ঠিক্ করিয়া আসিয়াছ?—ঠিক্ রাত্র দুই প্রহরের সময় আমার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবে ত? কিন্তু কিরূপে তাহাকে সেইখানে নিয়ে আসিবে? আর সেই বা আসিবে কেন?"

সাধু। আঃ মহাশয়, সে বিষয় আমার উপর নির্ভর করুন; আমি মনে মনে সব ঠিক্ করে রেখেছি।

"ভাল, ভাল—আমি জানি তুমি এক জন উপযুক্ত লোক; আর সেই জন্যই ত তোমাকে সমস্তই ভার দিয়াছি।" হরনাথ বাবু উত্তর করিলেন।

সাধু। মহাশয়! মনিবের যদি চাকরকে দক্ষ বলে বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর কি গৌরবের কথা আছে? আমি ত প্রথমেই এবিষয় আমার বন্ধু শ্রীনিবাসকে চুপি চুপি বলি, এবং সে আপনার কর্ণগোচর করে; এদাস যেটী আপন মুখে বলিবে, ব্রহ্মা আসিলেও তাহা রদ হবার জো নাই।

"হাঁ হাঁ;" হরনাথ বাবু যেন এইটী শুনিতে অনিচ্ছুক এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ব্যস্ত সমস্তে বলিলেন, "ভাল ভাল, একথা ত আর কেহই শুনে নাই ত?"

সাধু। "আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে, একথা আমি, সাধুচরণ ব্যতীত আর কাহাকেও বলি নাই; এবং আমিই ত তাহাকে আপনার কানে তুলিতে বলিয়াছিলাম।

হরনাথ বাবু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিস্ শ্রীনিবাস! তুই ত একথা কাহাকেও বলিস্ না?"

শ্রীনিবাস। মহাশয়! আমি আপনার চাকর—আপনার কথা অমান্য করিয়া কি আর কাহাকেও বলিতে আমার সাহস হইবে?—কখনই না।

"না, কখনই না," হরনাথ বাবুর ওষ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল। "যাহোক আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদের দুইজনকে ভালরূপ পুরস্কার দিব;—ভাল, সাধুচরণ! আজ আমি কি তোমাকে সকালে বলি নাই যে, তুমি আমাকে যেকর্ম্ম করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব? আর সেইজন্যই ত বলেছিলাম তুমি হরিচরণকে যেরূপে পার আমার কাছে লইয়া আসিও—এক্ষণে হয়ত দুই তিন মাসের জন্য তুমি নিশ্চিন্ত হইলে, এই দুই মাসের মধ্যে যদি তাহাকে হস্তগত করিতে না পার, তবে আর আমার দোষ কি?"

সাধু। আজ্ঞে, বোধ হয় পারবো; আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে তাহলে অবশ্যই এদাস আপন কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইবে; আপনি হরিচরণের উপর এরূপ আদেশ করাতে আমি যে কিপর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলিতে পারি না; বস্তুতঃ বেটাকে পুলিষে দেওয়াই কর্ত্তব্য—আপনার যে কত নিন্দা করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

হরনাথ বাবু। হাঁ, হাঁ; তুমি আর এক দিন আমাকে ওকথা বলেছিলে বটে; কিন্তু যাহোক সাধু! হরিচরণ নিরপরাধী, অনর্থক চোর বলিয়া পুলিষে পাঠাইতে বলিলাম বটে, কিন্তু নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

সাধু। অনর্থক কেন? ওবেটা সত্য সত্যই আপনার পুষ্করিণীর মাছ চুরি করিতে গিয়াছিল—গোবিন্দ বাবু দেখিয়াছেন, তিনি সাক্ষ্য দিবেন।

হরনাথ বাবু। ভাল ভাল, তুমি পাকালোক, সকলদিক্ বজায় রেখে কর্ম্ম কর; যাহোক এখন হরিচরণ্কে কোন ঘরে রাখ্তে বলেছ?

সাধু। আজ্ঞে, আপনার বাড়ীর বাহিরে যে নহবদখানা আছে, তাহার পার্শ্বের সেই কুটীরে পুরে চাবি দিতে বলেছি।

হরনাথ বাবু। দেখ, যেন পলায়ন না করে, তাহলে কোন্ কাজই হবে না।

সাধু। আজ্ঞে, তার জো নাই? হাত পা বেঁধে ঘরের ভিতরে পুরে চাবি দিতে বলেছি।

হরনাথ। হাঁ, এখন ঠিক হয়েছে,—কার্য্য-সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে; এই রূপ বলিয়া হরনাথ বাবু গোঁপে চাড়া দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল সাধু! হরিচরণ যে বল্‌ছিল, আমার বাড়ীর এক জন লোক দেখেছে—সে কে?"

সাধু। আজ্ঞে—সুশীলা।

"আঃ, সুশীলা—সুশীলা, যেখানে যাব—সেই খানেই সুশীলা, বিরক্ত করেছে, কিন্তু যাহোক—"। হরনাথ বাবু এই রূপ বলিয়া অতি মৃদুস্বরে কি বলিতে লাগিলেন, কিছুই শুনিতে পাইলাম না; পরক্ষণে আবার—"সেই হেতু তোমাকে পুরস্কার দিব—এই লও, ১৬৲ টাকা আজ রাত্রের গাড়ি ভাড়া ও আর আর যা কিছু খরচ; আর তোমাদিগের পুরস্কারের জন্য ৪০০৲ টাকা দিতেছি, কিন্তু—আমার নিকট ছোট নোট নাই—সমস্তই ভারি টাকার নোট—৫০০৲ শত।"

সাধু বলিল "মহাশয়! আমি চাকরী করিয়া ১০০৲ টাকা জমাইয়াছি, যদি অনুমতি করেন, তাহাহইলে ঐ টাকা আপনার নোটের পরিবর্ত্তে দিতে পারি।"

হরনাথ বাবু বলিলেন "যেরূপ ভাল হয়, করিও—"এই বলিয়া তিনি আপন পাকেট্ হইতে একখানি ৫০০৲ শত টাকার নোট তাহাকে অর্পণ

করিলেন। এই সময় অকস্মাৎ এক জন পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সাংসারিক কোন কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া চলিয়া গেল।

হরনাথ বাবু সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওতো আমাকে নোট দিতে দেখে নাই—কিজানি? যদি কোন প্রকার সন্দেহ করে।"

সাধু বলিল "আজ্ঞে না, দরজা খুলিবামাত্রই আমি নোটখানা মুঠার ভিতর লইয়াছিলাম।"

হরনাথ বাবু। বেশ—বেশ; আমার অভিপ্রায় নহে যে, তোমাকে নোট দিলাম কেহ জানিতে পারে, যাহাহউক তুমি কেমন করে—

পুনরায় আবার এই পর্য্যন্ত্য শুনিয়া আর শুনিতে পাইলাম না, অবশিষ্ট পদগুলি তাঁহার মুখেই বিলীন হইল। এই রূপে হরনাথ বাবু, শ্রীনিবাস ও সাধুচরণ, তিন জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন; আমি উৎকর্ণ হইয়া চাবির ছিদ্র দিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু সকলগুলির স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিলাম না, শুদ্ধ এক এক বার বাসন্তিকার নাম, বিজয় বাবুর নাম ও আমার কথা শুনিতে পাইলাম; হরনাথ বাবু অতি মৃদুস্বরে আমার নামোল্লেখ করিয়া সাধুচরণকে কি বলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরনাথ বাবু চলিয়া গেলে, শ্রীনিবাস ও সাধু সেইখানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করিতে লাগিল—আমি যতদূর সাধ্য শুনিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না; এই পর্য্যন্ত অনুমান হইল, যেন তাহারা কোন স্থানে যাইয়া টাকা-কড়ির নেনাদেনার বিষয় কি পরামর্শ করিবে এইটী স্থির করিতেছে; কিন্তু কোথায়, কোন সময়, আর কি জন্য, তাহা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।

সাধুচরণ বলিল "তবে ঠিক সেই সময়—দেখিস্, দুকথা না হয়।"

শ্রীনিবাস। আচ্ছা।

এই রূপ কথোপকথন করিয়া দুই জনে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যুক্তি।

তংগচ্ছন্ত্যনু যে বিপত্তিষু পুনস্তে তৎপ্রতিষ্ঠাশয়াঃ।

মুদ্রারাক্ষস।

এক্ষণে সন্ধ্যাকাল; পরিবর্ত্তশীল পৃথিবীর চরমসীমা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমাকাশে বিলীন হইল—পৃথিবী স্তবকে স্তবকে তমোজালে আবৃত হইয়া মানব-নয়ন অতিক্রম করিল; আমি এই অবসরে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম—কেহ দেখিতে পাইল না।

যাহাহউক অন্দরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, মাঠাকুরাণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইব, কিন্তু সেটী ঘটিল না; সিঁড়িতে উঠিবামাত্রেই সতীশের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া দ্রুতপদে আপনার কক্ষে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সতীশ খেলা করিতে করিতে অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গিয়া ক্রন্দন করিতেছে; আমি তাহাকে মুখচুম্বন করিয়া কোলে লইলাম এবং কিয়ৎকাল সান্ত্বনা করিয়া বহির্বাটীর শ্রুত কথোপকথনগুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম—

"একখানি গাড়ি ঠিক রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমাদিগের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবে—সাধু কোন লোককে সেই খানে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহার অর্থ কি! সাধুচরণ কি নিরপরাধিনী বাসন্তিকাকে অপহরণ করিবার মনস্থ করিয়াছে? আমি যত দূর শুনিলাম, তাহাতে এইটী

ব্যতীত আর কিছুই অনুভব হয় না; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে হয়নাথ বাবুই বা এবিষয়ের সংস্রবে থাকিবেন কেন? এমন প্রবীণ লোক হইয়া কি সামান্য চাকরের অনুরোধে এরূপ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? বাসন্তিকা নির্দ্দোষী, যদি তাহারই কোনরূপ অনিষ্ট করিবার সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যুক্তি-সম্মত নহে—যেরূপেই হউক পূর্ব্বাহ্নে তাহাকে সতর্ক করা উচিত—কিন্তু মাঠাকুরাণীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা বিধেয়, অবশ্যই তাঁহার দ্বারা কোন না কোন উপকার হইতে পারে।"

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বিমলা আসিয়া বলিল "সুশীলে! মাঠাকুরাণী তোমাকে ডাকিতেছেন, একবার শুনিয়া আইস।"

আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিমলা বলিল "আর ভাই তোমাকে একটী কথা বলি, কাহাকেও বলিবে না?"

আমি বলিলাম "কি?"

বিমলা। কেমন একটী সুন্দর পুরুষকে আজ ধরে আন্‌ছিল, দেখেছ? অমন সুন্দর পুরুষ ত ভাই কখন দেখি নাই; আহা! ইচ্ছা হয় সর্ব্বদাই দেখি।

আমি মনে মনে হাসিলাম—বলিলাম "হাঁ; সে তো আজ আমাদিগের বাড়ীতে থাকিবে।"

বিমলা বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "সত্য নাকি? আচ্ছা, সে ভাই কোথায় শোবে?"

আমি বলিলাম "বিমল! আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি—যদি অবসর পাই তাহা হইলে তোমাকে বলিব।"

বিমলা বলিল "তুমি কখন সুস্থ?"

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া মাঠাকুরাণীর কক্ষে উঠিয়া গেলাম—দেখিলাম, তিনি অন্য-মনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন; কক্ষে প্রবেশ মাত্রেই আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলে!—কি শুনিয়া আসিলে?"

আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম—সাধু অনর্থক চোর-অপবাদ দিয়া হরিচরণকে ধরিয়া আনিয়াছে; বোধ হয় হরনাথ বাবুর সহিত তাহার কোন রূপ গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে, নতুবা তিনি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে পুলিষে পাঠাইতে আদেশ করিবেন কেন? আশ্চর্য্য কি, যে কোন প্রকারেই হউক বাসন্তিকাকে হস্তগত করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়।"

আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, ততক্ষণ তিনি নিস্তব্ধ ভাবে শুনিলেন, ও বলিলেন "সুশীলে! তোমার নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমি নিশ্চয় করিতেছি যে, আমারই কোনরূপ সর্ব্বনাশের জন্য এরূপ হইতেছে। প্রথমতঃ এটী স্পষ্ট জানিতে পারা গেল যে, সাধু আপন মুখে বিজয় বাবুর সঙ্গে আমার এরূপ ঘটনার বিষয়টী কর্ত্তাকে অবগত করে নাই, সে শ্রীনিবাসকে বলিয়াছিল এবং শ্রীনিবাস একথা তাঁহাকে বলে; আর দ্বিতীয়তঃ তুমি যে বলিলে, আমার দুশ্চরিত্রটী গোপন রাখিবার জন্য কর্ত্তা চাকরদিগকে পুরস্কার করিলেন, একথাও অযথা নহে—এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে লোকের নিকট তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে; কিন্তু ইহাও মনে করিও না, যে তিনি শুদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গভাবে তিরস্কার করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাঁহার চাকর-দিগকে উৎকোচ দিবার কারণ শুদ্ধ আমার অপকলঙ্ক ঢাকিবার জন্য নহে, অন্য কোন রূপ দণ্ড দিবার মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিতেছেন। সুশীলে! আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা জানি না; যখন এই সমস্ত মনে হয়, তখন আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া যায়;" এইটী বলিয়াই মাঠাকুরাণী অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম "মাঠাকুরানি! মনে মনে কল্পনা করিয়া আপনার এরূপ ভীত হইবার আবশ্যক নাই; আপনার জন্য এক্ষণে কোনরূপ অভিসন্ধি হইতেছে না, শুদ্ধ বাসন্তিকাকেই গাড়ি করিয়া কোথায় লইয়া যাইবার জন্য দুরাত্মারা মনস্থ করিয়াছে; যাহা হউক এক্ষণে উপায় কি? হরিচরণই বা এ বিপদ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে।"

মাঠাকুরাণী বলিলেন "সুশীলে! আমার এক্ষণে এরূপ অবস্থা নহে যে,

আমি কর্ত্তাকে অনুরোধ করিয়া হরিচরণকে ছাড়াইয়া দিতে পারিব, তাহা তো কোনমতে সম্ভবে না; এবং আমিই বা এরূপ অনুরোধ করিব কেন? তবে যদি টাকা দিলে আজ রাত্রে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার সুবিধা হয়—এখনই দিতেছি, ঐ বাক্সটি আমাকে আনিয়া দাও।” এই বলিয়া নিকটস্থ একটি বাক্স নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, “ইহাই উত্তম পরামর্শ; কারণ ঐ টাকা পাইয়া তাহারা যদি উভয়ে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে রাজ-দণ্ড ভয়ে হঠাৎ কেহ তাহাদিগের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।”

যাহা হউক আমি এইরূপ বলিয়া নিকটস্থ বাক্সটী তাহার সম্মুখে আনিয়া দিলাম; মাঠাকুরাণী খুলিবামাত্রই সম্মুখস্থ কতকগুলি চিঠিপত্র দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; অনুমানে বুঝিলাম পত্রগুলি বিজয় বাবুর কর্ত্তৃক প্রেরিত। যাহাহউক মাঠাকুরাণী পরক্ষণেই আমার হস্তে দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা এবং ছয় খানি কুড়ি টাকা করিয়া ব্যাঙ্ক নোট তুলিয়া দিয়া বলিলেন, “এখন হরিচরণের উদ্ধারের চেষ্টা দেখ।”

আমি বলিলাম “মাঠাকুরাণি! তাহাতে আমি বিলক্ষণ চেষ্টিত আছি; কিন্তু সেটী গাঢ় রজনী ব্যতীত ঘটিবে না; যখন সকলে ঘুমাইবে, তখন আস্তে আস্তে গিয়া তাহার চেষ্টা পাইব; কিন্তু নহবতখানার কুটীরের চাবি কাহার নিকট থাকে বলিতে পারেন?”

মাঠাকুরাণী বলিলেন “বোধ হয় সাধুচরণের নিকট; কিন্তু কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবে, তাহাকে ত কোন কথা বলিতে পারিবে না।”

আমি উত্তর করিলাম, “সে কথাও অযথার্থ নহে,—বোধ হইতেছে আজ শ্রীনিবাস ও সাধু দুই জনে রাত্রে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবে, আমি আরও একটু রাত্রি হইলে তোষাখানায় গিয়া চাবির সন্ধান লইব; যদি কোন রূপে সংগ্রহ করিতে পারি—ভালই, নচেৎ হরিচরণের আর কোন উপায় দেখিতেছি না; এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি একবার বাসন্তিকার নিকট গিয়া উপস্থিত হই—দেখি, সে কি করিতেছে।

আহা! যদি বাসন্তিকা হরিচরণের এরূপ অবস্থা জানিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তরে যে কিরূপ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না; মাঠাকুরাণি! সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেই কোমল হৃদয়কে সান্ত্বনা করা সর্ব্বাগ্রেই বিধেয়।”

মাঠাকুরাণী বলিলেন “কিন্তু কিরূপে যাইবে? এক্ষণে ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারে কি একাকিনী মাঠের উপর দিয়া যাইতে পারিবে? তা তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, শরতের উদ্ধারের বিষয় মনে হইলে, তোমার পক্ষে ইহা একটী সামান্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়।”

আমি তাঁহার অনুমতি পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলাম “এক্ষণে রাত্রি প্রায় নয়টা, বোধ হয় প্রত্যাগমন করিতে এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব হইবে।”

আমি গমনোদ্যত হইলে মাঠাকুরাণী আপন শয্যায় তাহার প্রদত্ত হরিচরণের টাকা দেখিয়া বলিলেন “সুশীলে! তুমি বাসন্তিকার জন্য টাকা লইলে না?”

আমি বলিলাম “না, এরূপ অবস্থায় টাকা সঙ্গে লইয়া মাঠের উপর দিয়া যাইতে সাহস হইতেছে না; যদি প্রত্যাগমন করিয়া কোনরূপে হরিচরণকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে দিয়াই পাঠাইয়া দিব।”

এই বলিয়া আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

যাও সিন্ধু নীরে, ভূধর শিখরে,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

হেমচন্দ্র।

আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম, রাত্রি প্রগাঢ় নৈশ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কোনদিকে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই; শুদ্ধ অন্ধকার, কাল মুক্তকেশীর কেশরাশির ন্যায় অন্ধকার—নীলকণ্ঠের কণ্ঠসংলগ্ন কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় অন্ধকার, যমুনা সলিলস্থিত জলপিপাসু কাক পঁক্তির ন্যায় অন্ধকার—প্রাবৃটকালীন নীলাদ্রি বিলম্বিনী কালকাদম্বিনীর ন্যায় অন্ধকার; আমি এই অন্ধকার দিয়া গমন করিতে লাগিলাম; খিড়কীর বাগান, রাজপথ, অতিক্রম করিয়া এক অনন্ত অসীম প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলাম; এক্ষণে পৃথিবী নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ—নিরব; এই ভয়ঙ্কর সময়ে একাকিনী সেই অসীম প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলাম; নারীস্বভাব-প্রযুক্ত এক এক বার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল—হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল; এক এক বার পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, কেহ বুঝি আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু কেহই নাই—ভ্রান্তি!

এই রূপে কিয়দ্দূর গিয়া বাসন্তিকার দ্বারে আঘাত করিলাম—অভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল "কে গা?"

উত্তরটী মৃদু—ভয়সূচক; অনুভাবে বুঝিলাম বাসন্তিকার বৃদ্ধা মাতামহী।

আমি বলিলাম "ভয় নাই—আমি সুশীলা।"

অকস্মাৎ দ্বারের পার্শ্ব দিয়া প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িল; আমি চক্ষুঃ সংলগ্ন করিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধা একটী প্রদীপ লইয়া আসিতেছে; দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মুখপানে লক্ষ্য করিলাম—দেখিলাম, তাহার মুখখানি শুষ্ক ও মলিন, বোধ হইল যেন মানসিক-বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল; আহা! সেই বার্দ্ধক্য-নয়নের শোকবারি দেখিলে কাহার না অন্তঃকরণ কাতর হয়?—আমি যারপর নাই দুঃখিত হইলাম; বুঝিলাম—বৃদ্ধা হরিচরণের গত বৃত্তান্তটী সমস্তই জানিয়াছে।

যাহাহউক বৃদ্ধার সহিত অন্দর-মহলের প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাসন্তি কি শুনিয়াছে?"

বৃদ্ধা বলিল "হাঁ, সেই দণ্ডে।"

আমি। কাহার কাছে?

বৃদ্ধা। সাধুর লোক আসিয়া বাসন্তিকাকে সংবাদ দিয়া গেছে।

আমি শুনিনামাত্র চমকিত হইলাম, বলিলাম "কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা সাধু এইরূপ করিয়াও নিশ্চিন্ত নাই, নিরপরাধিনী বাসন্তিকার সরল হৃদয়ে ব্যথা দিবার জন্য আবার লোক দিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে, যাহাহউক আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাসন্তি কোথায়?"

বৃদ্ধা পর্ণকুটীরের দ্বারটী খুলিয়া দিল, দেখিলাম—বাসন্তি নতমুখী হইয়া কপোলদেশে হস্ত-প্রদান পূর্ব্বক অনন্য-মনে কি চিন্তা করিতেছে;—তাহার অলকগুচ্ছ আলুলায়িত হইয়া মুখের উপর পড়িয়াছে, বেশবিন্যাস বিশৃঙ্খল, দেখিলে তাহার হৃদ্গত চিত্ত-চাপল্য ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। বাসন্তিকা এরূপ একাগ্রমনে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছে যে, আমাদিগের কক্ষ প্রবেশটীও তাহার অনুভূত হইল না।

বৃদ্ধা বলিল "বাসন্তি! তোমার সুশীলা এসেছে, যাকে দেখিতে তুমি ভাল বাস।"

বাসন্তি মস্তক উত্তোলন করিয়া অনন্যমনে বলিল "কে?—বাবুদিগের বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে? কৈ—কোথায়?—হরিচরণ?" এই বলিয়া

চক্ষের উপর হইতে আলুলায়িত কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

আমি বলিলাম "বাসন্তি! কাতর হইও না, হরিচরণের ফিরিবার আশা আছে, কোন চিন্তা নাই; আমি মাঠাকুরাণীকে তোমাদিগের কথা বলিয়াছি, তিনি তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন।"

বাসন্তিকা বলিল "সুশীলে! পরমেশ্বর তোমাকে আমারই উপকারের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন;" এইরূপ বলিয়া অকস্মাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "বাসন্তি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কাতর হইবার আবশ্যক নাই—আমি যাহা বলি, শুন; আমরা দুই জনে আজ রাত্রে হরিচরণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতেছি, মাঠাকুরাণী তোমাকে কিছু টাকা দিয়া এস্থান হইতে সরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—হরিচরণ কারামুক্ত হইয়া আসিলে, তুমি তাহার নিকট সেই টাকা পাইবে; যাহা-হউক এক্ষণে তোমাকে একটী কথা বলিতে আসিলাম;—দুই তিন জন লোক তোমাকে হরিচরণের নিকট হইতে অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, সেই জন্য আজ রাত্রি ঠিক্ দুই প্রহরের সময় একখানি গাড়ি আসিয়া কোন স্থানে উপস্থিত থাকিবে, কোন লোক তোমাকে কোনরূপ ছল করিয়া সেই খানে লইয়া যাইবার মনঃস্থ করিয়াছে—সাবধান, কোন প্রকারে বাড়ী হইতে বহির্গত হইও না—বিপদে পড়িবে।"

বাসন্তিকা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?—আমি তাহাদিগের কি করিয়াছি?"

আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না করিয়া, আজ সায়ংকালে কাছারীর দ্বারস্থ ছিদ্র দিয়া যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছিলাম, একে একে সমস্তই জ্ঞাত করিলাম; শুদ্ধ হরিচরণকে কারামুক্ত করিবার জন্য মাঠাকুরাণী হরনাথ বাবুকে নিজে অনুরোধ না করিয়া গোপনে তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাই-তেছেন কেন, ইহার মর্ম্ম কিছুই বলিলাম না, কারণ তাহা হইলে মাঠাকুরাণীর

দুশ্চরিত্রটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহাহউক বাসন্তি আমার বাক্যগুলি বিশ্বাস করিল, কিন্তু মাঠাকুরাণী কর্ত্তৃক কিছু টাকা পাইয়া ঐশ্বর্য্যবতী হইবে, আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া তাহা বিশ্বাস করিল না।

বাসন্তি আমার নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "সুশীলে! হরিচরণের এরূপ সংবাদ শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ যে কিপর্য্যন্ত কাতর হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতে পারি না; যখন শুনিলাম, হরিচরণকে লইয়া যাইতেছে, তখন মনে করিলাম আমি তাহার অনুগমন করিয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হই এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া বলি— হরিচরণ নির্দ্দোষী, আপনি উহাকে ছাড়িয়া দিন; কিন্তু—"

এইরূপ বলিতে না বলিতে বাসন্তিকার চক্ষে জল আসিল।

বৃদ্ধা। আমি ত উহাকে বারণ করিয়াছিলাম—বলিয়াছিলাম, যদি তুমি এখন বাড়ী হইতে বাহির হও, তাহা হইলে সাধুচরণের হস্তে পড়িবে।

বাসন্তিকা সজলনয়নে আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিল "সুশীলে! আমি তাহার সহিত না যাওয়াতে ভাল করি নাই। যাহাহউক আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, কাল প্রত্যূষে উঠিয়া হরনাথ বাবুর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব— যখন হরিচরণকে পুলিষে লইয়া যাইবে তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিব "তুমি যাহার জন্য বিপদে পড়িয়াছ, তোমার জন্য ও তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, যদি হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেখাইবার হইত, দেখাইতাম—" বাসন্তি এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম "বাসন্তি! তোমার কিছুই করিতে হইবে না, আমি সাধ্যমতে হরিচরণকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিব—কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হই, বলিতে পারি না। যাহাহউক আমি তোমাকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, কোন মতে আজ রাত্রে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইও না; যদি কেহ আসিয়া দ্বারে আঘাত করে, তোমার দিদি মা তাহাকে উত্তর দিবেন, ও বলিবেন বাসন্তি বাড়ী নাই এবং কোথায় গিয়াছে তাহাও জানি না;—কিন্তু যদি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বাসন্তিকাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়!"

শুনিবামাত্রেই বাসন্তিকা শিহরিয়া উঠিল—আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া জিজ্ঞসা করিল " তবে উপায় ? "

আমি তাহাদিগকে আমার মনোগত অভিপ্রায়টী ব্যক্ত করিলাম, বলিলাম " আমার ইচ্ছা তোমরা পূর্ব্বাহ্ণেই এস্থান হইতে পলায়ন কর ; এবং কোথায় যাইবে, আমাকে বলিয়া যাও, আমি হরিচরণকে সেই খানে পাঠাইয়া দিব। "

বৃদ্ধা আহ্লাদিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল " আহা, বাছা ! আশীর্ব্বাদ করি, আমার মাথায় যতগুলি চুল, তত তোমার প্রমাই হউক ; যদি পরমেশ্বরের কৃপায় হরিচরণকে উদ্ধার করিতে পার, বলিও, আমরা দিলেকাসে তাহার মাসীর বাড়ি গিয়াছি এবং সেই খানে যাইলেই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। "

বাসন্তি। হাঁ দিদি মা, বেশ বলিয়াছ, আমরা সেই খানে যাইলে সমাদর পাইব।

আমি তাহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না—গমনোদ্যত হইলাম ; বাসন্তি ও তাঁহার মাতামহী আমার হাত ধরিয়া হরিচরণের উদ্ধারের জন্য অনুনয় করিল।

আমি বলিলাম, "অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

যাহাহউক পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম, আবার সেই পথে প্রত্যাগমন করিলাম ; সেইরূপ অন্ধকারময় প্রান্তরপথ অতিক্রম সময়ে ভয় ও আতঙ্কে কাতর হইয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থি হইলাম।

এক্ষণে প্রায় সকলই নিস্তব্ধ ; সংসারের অপরাপর পরিচারিকাগণ সকলই সুষুপ্ত ; আমি এতাদৃশ সময়ে মাঠাকুরাণীর কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম ; হরনাথ বাবু দেবালয় গমনের পর হইতে বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই হেতু মাঠাকুরাণী একাকিনী বসিয়া নিশ্চিন্তমনে এক খানি পত্র লিখিতেছিলেন, আমার পদশব্দ মাত্রেই আপন লেখনীর বিশ্রাম দিয়া চিঠিখানি লুকায়িত করিলেন ; আমি বিবেচনা করিলাম,

বোধ হয় চিঠিখানি বিজয় বাবুকে দিবার জন্য গোপনে লিখিতেছেন। যাহাহউক আমি যাইবামাত্র মাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া আসিলে?"

আমি বলিলাম, "তাহাদিগকে এস্থান হইতে সরাইয়া দিয়াছি, এক্ষণে হরিচরণকে বিদায় করিতে পারিলেই হয়।"

মাঠাকুরাণী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, ও বলিলেন "তবে আর বিলম্ব করিও না, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, যতক্ষণ না সংবাদ পাইব, ততক্ষণ শয়ন করিব না।"

পরক্ষণেই কক্ষস্থ ঘড়িটিতে ঠন্ ঠন্ করিয়া ১১টা বাজিয়া গেল, আমি অনতিবিলম্বে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহির্বাটীতে গমন করিলাম; একবার মনে করিলাম, একাকিনী সাধুর নিকট কিরূপে যাই! দুরাত্মা দুষ্ট লোক, কুঞ্জবেষ্টনে আমাকে কিপর্য্যন্ত না অপমানিত করিয়াছে! তোষাখানায় যাইলে যদি পুনরায় কোনরূপ কুকথা বলে! উপায় আবার ভাবিলাম—না যাইলে হরিচরণের উপায় নাই; সাধুর নিকট তাহার কারাগারের চাবিটী আছে—সংগ্রহ করিতে হইবে; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি তোষাখানার দ্বারের সন্নিহিত হইলাম।

আজ শিবরাত্রি,সেই হেতু হরনাথ বাবুর ভৃত্যেরা সকলই জাগরিত আছে; তোষাখানায় নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, সাধু, শ্রীনিবাস ও আর আর দুই জন বসিয়া তাশ খেলিতেছে, বিমলা তাহাদিগের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া একটি ছোট হুঁকায় তামাক টানিতেছে; আমি দেখিবামাত্রই চমকিত হইলাম! কি সর্ব্বনাশ!! বিমলা তামাক খায়! একথা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, কারণ হরনাথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া অবধি আমি কখন তোষাখানায় যাই নাই; যাহাহউক আমি যাইবামাত্র বিমলা সশব্যস্তে হুঁকাটী রাখিয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিল ও কানে কানে বলিল "সুশীলে! আমি ভাই সেই সুন্দর পুরুষটী কোথায় আছে, সন্ধান লইতে আসিয়াছি—আর তামাক খাইতে ছিলাম, কাহাকেও বলিও না।"

আমি বলিলাম "না—আমার কোন আবশ্যক নাই।"

আমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন দেখিয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিল ? “কি সুশীলে !—কিসের পরামর্শ ?—নক্সো ।” এইরূপ বলিয়া আহ্লাদে আপন প্রশ্নটী বিস্মৃত হইয়া গেল ।

আমি তাহাদিগকে অমনোযোগী দেখিয়া বিমলার একপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, তাহারা এরূপ ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিল যে, আমার তোষাখানায় উপস্থিত হইবার কারণ কিছুই চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই ।

যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে সাধুচরণ অকস্মাৎ ক্রীড়ায় ভঙ্গ দিয়া একজন ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল “আজ রাত্রে আমি ভোলানাথের বাসায় চলিলাম, কালি সকালে বাবুর কোন সওদায় যাইতে হইবে, যদি আমার আসিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে আমার আনালায় কাল জামার জেবে একটী চাবির গোছা আছে, সকালে উঠিবামাত্রেই নহবদখানার ঘর খুলিয়া হরিকে পুলিষে লইয়া যাইও ।”

ভৃত্য উত্তর করিল, “আচ্ছা ।”

আমি সাধুচরণের আপন মুখেই হরির আবদ্ধ গৃহের চাবিটীর সন্ধান পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম ; কিন্তু ভাবিলাম সাধুচরণের কাপড়ের আনালাটী কোথায় ? কক্ষের কোন স্থানে ত দেখিতেছি না, গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী যে দড়ির আনালাটী দেখিয়া আসিলাম, সেইটী হইতে পারে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিমলার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বহির্ভাগে আসিলাম ; দেখিলাম বহির্দ্দেশে একটী দড়ির আনালা রহিয়াছে, তাহাতে সারি সারি জামা, কাপড় প্রভৃতি চাকরদিগের বসন সমূহ ; আমি সাধুর কাল জামাটী লক্ষ্য করিয়া তাহার জেবে হাত দিয়া দেখিলাম, একখানি ছুরি ও একটি চাবির গোছা রহিয়াছে, হঠাৎ আমার মনে পড়িল যে ছুরিখানির আবশ্যক হইতে পারে, কারণ আমি শুনিয়াছিলাম, যে চাকরেরা হরিচরণের হাত পা বাঁধিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছে ; সেই হেতু সেখানি, ও চাবির গোছোটী আপন আয়ত্তাধীন করিলাম ; সে স্থানটী দীপশূন্য অন্ধকারময় বলিয়া কেহ আমাকে দেখিতে পাইল না ; আমি আস্তে আস্তে পুনরায় খিড়কীর দ্বার দিয়া বাগান-পথ অতিক্রম

পূর্ব্বক নহবদখানার সম্মুখবর্ত্তি হইলাম ; সদর দ্বারদিয়া আসিলাম না, কারণ দ্বারপালেরা যদি জাগিয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে দেখিয়া ফেলিবে।

যাহাহউক নহবদখানার সন্নিবেশিত বাঁশের সিড়িখানি নাই—দুরাত্মা ভৃত্যেরা কোথায় সরাইয়া রাখিয়াছে জানিনা; আমি সেই হেতু অন্ধকার মধ্যে চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম—কোথাও দেখিতে পাইলাম না, ভাবিলাম হয়ত আমার সকল আশা বিফল হইল—সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল ; ভাগ্যক্রমে পরক্ষণেই আবার দেখিতে পাইলাম, সিড়িখানি অদূরবর্ত্তী একটি গোপনীয় স্থানে লুকায়িত আছে ; আমি অনতিবিলম্বে সেইখানি নহবত খানার ভিত্তিতে সন্নিবেশিত করিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলাম। এদিকে ভয় ও আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে—পাছে কেহ আসিয়া পড়ে—তায় ঘোর অন্ধকার! এইরূপ ভয়ঙ্কয় সময়ও অবস্থার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমি অতি সাবধানে সিড়িতে উঠিয়া কারাগারের দ্বারটী খুলিলাম।

অন্ধকার কক্ষ হইতে শব্দ আসিল "কে?"

আমি বলিলাম "চুপ্ ; তোমার বন্ধু—কারা মুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

আনন্দসূচক বিস্মিতস্বরে "অঁ্যা! বন্ধু? কণ্ঠস্বরে সেইরূপ বোধ হইতেছে—কিন্তু বামাস্বর।"

আমি বলিলাম "হাঁ ; তোমার স্মরণ থাকিবে আমি তোমাদিগের বাড়ীতে একদিন গিয়াছিলাম—আমার নাম সুশীলা।"

"হাঁ হাঁ সুশীলা! সেইরূপ অনুভব হইতেছে।"

আমি। কিন্তু আস্তে—আমি তোমার বিষয় সমস্ত জানি এবং তোমার বাসন্তির কাছেও গিয়াছিলাম।

"অঁ্যা! বাসন্তির কাছে? সেকি আমার অবস্থা শুনিয়াছে?"

আমি বলিলাম "হাঁ ; আমি জানি তুমি নির্দ্দোষী—হরনাথ বাবুর স্ত্রী জানেন এবং বাসন্তিও জানে।"

"হরনাথ বাবুর স্ত্রী!"

আমি বলিলাম "হাঁ ; আর অধিক কথার আবশ্যক নাই—তোমার শত্রুরা

তোমাকে বিপদে ফেলিয়া বাসন্তিকাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।"

"ওঃ; সেই দুরাত্মা সাধু?"

আমি বলিলাম "হাঁ, কিন্তু আমি তাহার উপায় করে এসেছি; বাসন্তি ও তাহার দিদিমা দিলেকাসে তোমার মাসীর বাড়ী গিয়াছে, সেইখানে গিয়া তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাইবে।"

"সুশীলে! তুমি ধর্ম্মের দ্বিতীয় আদর্শ—পরোপকারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু আমার চরিত্র?"

আমি বলিলাম "কেন?"

"কারণ, আমি যদি এক্ষণে পলায়ন করি, তাহা হইলে আমার অপবাদটী এক প্রকার সপ্রমাণ হইল।"

আমি বলিলাম "কোন আশঙ্কা নাই—কিন্তু তুমি আজ রাত্রে যদি না পলায়ন কর, তাহা হইলে তোমাকে কাল প্রত্যূষে পুলিষে সমর্পণ করিবে এবং তাহা হইলে তোমার নির্দ্দোষ চরিত্রের উপর অকারণ কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে; দ্বিতীয়তঃ কে জানে, বাসন্তির অদৃষ্টে কি ঘটিবে—হয়ত তোমার অদর্শনে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে!"

হরি। আহা!! নির্দ্দোষ বাসন্তী!—কিন্তু তোমাকে আমার চরিত্র প্রমাণ করিতে হইবে, কারণ তুমি দেখিয়াছ।

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম "অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলে হয় ত উভয়েই বিপদে পড়িবে; হয় ত এখনই কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে—কিম্বা আমাকে খোঁজ পড়িবে। যাহাহউক আমি তোমায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমি তোমার সাপক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিলেও শত্রুপক্ষেরা তোমাকে চোর বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাইবে যে, কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না, অতএব তুমি পলাও—মঙ্গল চাও ত এখনই গিয়া কোন দূরবর্ত্তি গ্রামে উপস্থিত হও—এবং সামাজিক নিয়মে বাসন্তিকাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে আর কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।

হরিচরণ। হাঁ যথার্থ; কিন্তু আমার পলাইবার উপায় নাই—হাত পা বাঁধা।

আমি বলিলাম, "আমার নিকট ছুরি আছে—আইস, তোমার বন্ধন মোচন করি।"

এইরূপ বলিয়া আমি তাহার বন্ধন মোচন করিতে লাগিলাম এবং কিয়ৎক্ষণের পর অকস্মাৎ অসাবধানতা প্রযুক্ত আপন অঙ্গুলি বিক্ষত করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল "কিও?"

আমি। হাত কাটিলাম।

হরিচরণ দুঃখিত হইয়া বলিল, "সুশীলে! আমার জন্যই—মার্জ্জনা কর।"

আমি বলিলাম "ও কিছুই নহে—এই লও, আপনার পায়ের বন্ধন মোচন কর।" এই বলিয়া আপন হস্তস্থিত ছুরিখানি অর্পণ করিলাম—হরিচরণ বন্ধন কাটিতে লাগিল ও পরক্ষণেই আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

আমি বলিলাম, "হরিচরণ! পলাও, আর বিলম্ব করিও না—এখনই পলাইয়া যাও।"

হরিচরণ সশব্যস্তে পলাইতে উদ্যত হইলে অকস্মাৎ আর একটী কথা আমার স্মরণ হইল,—আমি বলিলাম "ঐ যাঃ! হরিচরণ তোমার টাকা!"

"টাকা!" "হরিচরণ উত্তর করিল।

আমি। কেন, আমি কি বলি নাই যে, মাঠাকুরাণী তোমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন—হরনাথ বাবু কর্ত্তৃক তুমি অনর্থক কষ্ট পাইলে বলিয়া তিনি তোমাকে পুরস্কার করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তুমি ঐ টাকা লইয়া বাসন্তিকে বিবাহ করিও।

হরিচরণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিল "যথার্থ বদান্যতা!!"

"কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আনিতে ভুলিয়াছি—একটু অপেক্ষা কর—এখনই ফিরিব; আবার বলিলাম, "এখানে অপেক্ষা করিলে যদি কেহ আসিয়া পড়ে!"

হরিচরণ। তবে আমি যাই—আর বিলম্ব করিব না; তুমি আমা যে উপকার করিলে তাহাই যথেষ্ট।

আমি বলিলাম "না, তাহা হইবে না, তোমার টাকা লইয়া আমি কি করিব?—লইয়া যাও; যদি এখানে অপেক্ষা করিতে না চাহ, তবে ও ঘোষালদিগের খিড়কীর পশ্চাতে যে অশ্বত্থ গাছ আছে, তাহার মূলে দাড়াইও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাইতেছি।"

হরিচরণ বলিল, "সুশীলে! তোমার দয়ার সীমা নাই—পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে সেই অন্ধকার মধ্য-দিয়া হরনাথ বাবুর বাড়ীর সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল, আমি এই অবসরে নহবদখানার চাবিটী বন্ধ করিয়া নিচে নামিয়া আসিলাম চাবি বন্ধ করিলাম, কারণ, মনে হইল দ্বার খুলিয়া রাখিলে যদি রাত্রে কেহ উঠিয়া দেখিতে পায়, তাহা হইলে হরিচরণের পলায়ন নিশ্চয় করিবে এবং হয়ত আজ রাত্রেই তাহার সন্ধান পড়িবে।

যাহাহউক আমি এইরূপ হরিচরণকে বিদায় করিয়া তোষাখানার দ্বারস্থ হইলাম এবং সাধুর জামার পাকেটে নহবদখানার চাবিটী রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। আমি যে সময় তোষাখানার নিকট উপস্থিত হই, সে সময় সেখানে কেহই ছিল না—দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া শ্রীনিবাস ও আর আর সকলে কোথায় চলিয়া গিয়াছে;—ভাবিলাম, হয় ত শ্রীনিবাস বাসন্তিকার উদ্দেশে সাধুচরণের নিকট গিয়া থাকিবে, কারণ তাহারা দুই জনে আজ রাত্রে যাইবে, পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।

যাহাহউক মাঠাকুরাণীর কক্ষে প্রবেশমাত্রেই তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলে! তোমার আঙুলে কি হইয়াছে।"

আমি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম অঙ্গুলি দিয়া এখনও রক্ত পড়িতেছে; বলিলাম "মাঠাকুরাণি! হরিচরণের বন্ধন মোচন করিতে গিয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত কাটিয়া ফেলিয়াছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ আপন আল্‌মারি হইতে একটু ছিন্ন বস্ত্রে জলসিক্ত করিয়া আমার অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দিলেন, ও

আপন শয্যা হইতে টাকাগুলি দিয়া বলিলেন "সুশীলে! তুমি শীঘ্র যাও—বিলম্ব করিও না।"

এক্ষণে পৃথিবীর আর সে ভাব নাই, সে রূপ নাই, সে ঘোর নৈশ অন্ধকার নাই; মস্তকোপরি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম আকাশে অর্দ্ধ কলেবরে চন্দ্রোদয় হইতেছে, বিস্তীর্ণ গগণপট তারকামণ্ডলীর দ্বারা ছায়িল—ভূভাগ হইতে কুজ্‌ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না কিরণের গতিরোধ করিল—পৃথিবী অর্দ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; আমি এইরূপ সময়ে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, হরিচরণ দাঁড়াইয়া আছে; মাঠাকুরাণীর প্রদত্ত টাকাগুলি পাইয়া সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "সুশীলে! যদি কখন আমি কাহার মঙ্গল কামনার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তবে সে প্রার্থনা তোমার—জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

আমি বলিলাম "হরিচরণ! তুমি আর বিলম্ব করিও না, বাসন্তি ও তাহার মাতামহী তোমার জন্য ভাবিতেছে—শীঘ্র বাড়ী গিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কর; ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে বাসন্তির পাণিগ্রহণে কৃতকার্য্য হও।"

পরক্ষণে হরিচরণ চলিয়া গেলে আমিও গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; আমি একাকিনী সেই সুষুপ্ত সময়ে রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম—কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াছি; এমন সময়ে অকস্মাৎ আমার পশ্চাদ্দেশে কাহার পদশব্দ হইল!!—দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দূরে দুই জন ব্যক্তি কি পরামর্শ করিতে করিতে আমার দিকে আসিতেছে; দূরতা এবং কুজ্‌ঝটিকা প্রযুক্ত আগন্তুকদ্বয়কে চিনিতে পারিলাম না, সভয়ে দ্রুতপদে রাজপথের একটি মোড় অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে লুক্কায়িত হইলাম।

কি সর্ব্বনাশ! সম্মুখে একখানি শকট—দেখিবামাত্রই পূর্ব্বোক্ত কাছারী গৃহের পরামর্শ গুলি স্মরণ হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কিন্তু আবার ভাবিলাম, আমার এরূপ ভীত হইবার আবশ্যক কি? আমি ত

পূর্ব্বেই জানিয়াছি আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় একখানি শকট এই অঞ্চলে থাকিবে—রাত্রিও এখন ঠিক্ দুই প্রহর! যাহাহউক নিরপরাধিনী বাসন্তিকাকে পূর্ব্বাহ্নে সরাইয়াছি—মনে মনে প্রীতিলাভ করিলাম।

পরক্ষণেই আগন্তুকদ্বয় দ্রুতপদে আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল; জ্যোৎস্নালোকে একটীকে চিনিতে পারিলাম,—হরনাথ বাবুর খানসামা শ্রীনিবাস; অপরটী কে? তাহা জানি না, কারণ কখন দেখি নাই।

শ্রীনিবাস আমার সম্মুখে আসিয়া মৃদু হাস্য করতঃ বলিল "এই যে সুশীলা! আমি যাহার জন্য এত উদ্যোগ করিলাম, ভাগ্যক্রমে সেও উপস্থিত!!"

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার জন্য?—তুমি?"

দুরাত্মা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "আজ্ঞে হাঁরে।" এই বলিয়া তাহার নিকটস্থ সঙ্গিকে ইঙ্গিত করিয়া কি বলিয়া দিল—পরক্ষণেই দুরাত্মা আমাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া গাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইল;—আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরের পাখী।

হায়, * * শুক! কি বলিব তোরে!
বেড়াতিস্ বনে বনে, বনজ বিহঙ্গ সনে
কে ধরিল? কে পোষিল, তোরে সমাদরে?

সাধারণী—২২শে ভাদ্র ১২৮১।

আমি চলিলাম—কোথায়—তাহা জানি না; কি হেতু তাহাও বলিতে পারি না; মনে করিয়াছিলাম দুরাত্মারা নিরপরাধিনী বাসন্তিকাকে অপহরণ করিবে; কিন্তু তাহা নহে—আমিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, শ্রীনিবাস আমার সম্মুখে বসিয়া আছে; দুরাত্মা আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গভাবে বলিল, "কেমন?—তুমি নাকি বড় চতুর?"

আমি বিনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "শ্রীনিবাস! বল, এ সকলের অর্থ কি?"

শ্রীনিবাস বলিল "পরেই জানিতে পারিবে—আমার বলিবার নিষেধ।"

আমি। কেন? আমি তোমাদিগের কি করিলাম।

"আমাদিগের!!—যাহাহউক অধিক কথার আবশ্যক নাই—তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তোমার কোন প্রকার প্রাণের হানি হইবে না;" শ্রীনিবাস উত্তর করিল।

আমি বলিলাম "তাহাত আমি জানি যে, তুমি আমাকে খূন করিবে না।"

এইটী বলিতে না বলিতে শ্রীনিবাস চীৎকার করিয়া উঠিল "খূন কর—খূন কর।"

কি সর্ব্বনাশ !! শ্রীনিবাস কাহাকে খুন করিতে বলিল !! শুনিবামাত্রেই প্রাণ উড়িয়া গেল—হৃদয় গুরুতরবেগে আঘাত করিতে লাগিল, মনে করিলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু ভয় ও আন্তরিক উদ্বিগ্নতা-প্রযুক্ত বাক্য স্ফুরণ হইল না।

আমি শ্রীনিবাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার মুখখানি শুষ্ক—আন্তরিক উদ্বিগ্নতা প্রযুক্ত অধৈর্য্য হইয়াছে। দুরাত্মা আপন মনোগত ভাব লুক্কায়িত করিবার জন্য কপট হাস্য করিয়া বলিল "তোমার আশঙ্কা কি; কে তোমাকে খুন করিতে চাহিতেছে; আর যদি সে অভিপ্রায়ই থাকিবে, তাহা হইলে তোমাকে এরূপ করিয়া গাড়ির ভিতর আনিব কেন ?"

আমি তাহার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলাম, একথাও অযথার্থ নহে—তাহা হইলে আমাকে এরূপ করিবে কেন? যাহাহউক এক্ষণে মনে করিলাম, কি উপায়ে গাড়ি হইতে পলায়ন করি; যদি কোন পরিচিত লোকের বাড়ী দেখিতে পাই, তাহা হইলে লম্ফদিয়া পড়িব—গাড়ীর ঝিল্মি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম, উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ মাঠ ধু-ধু করিতেছে, কোন খানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীনিবাস আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "সুশীলে! পলাইবার মনস্থ করিও না; তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি তোমাকে এত কষ্টে আনিয়া অনায়াসে ছাড়িয়া দিব—যদি তুমি এখন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়, তাহাহইলে আমিও তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া তোমাকে আক্রমণ করিব; এবং যদি কেহ তোমার চীৎকার শুনিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলে, তাহা হইলে বলির "আমার পরিবার, বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল—সেই হেতু লইয়া যাইতেছি।"

আমি মনে মনে করিলাম, পরমেশ্বর আমার সহায়; দুষ্ট লোকদিগের অভিসন্ধির ভিতর কে ঢুকিতে পারিবে ?

শ্রীনিবাস পুনরায় বলিতে লাগিল "দেখ দেখি, কেমন মন্ত্রণা করিয়া তোমাকে এখানে আনিয়াছি; চিঠিখানি কেমন অভিপ্রায়ে লেখা হইয়াছিল!"

আমি বলিলাম "আমি কোন চিঠি পাই নাই।"

শ্রীনিবাস। ওটী তোমার মিথ্যা কথা, না হইলে এত রাত্রে কি তুমি কখন বাড়ী হইতে বাহির হও ?

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না ; কারণ, তাহা হইলে আমি যে হরিচরণকে কারামুক্ত করিয়া টাকা দিতে গিয়াছিলাম, এইটী বলিতে হয়।

যাহাহউক শ্রীনিবাস বলিল " চিঠিখানি কেমন উপযুক্ত লোকের লেখা ; তাহাকে যে কোন হস্তাক্ষর দাও, ঠিক্ নকল করিবে। কেমন ? চিঠিখানি ঠিক্ যোগেন্দ্রের লেখার মত নহে ? যোগেন্দ্রের সহিত তোমার যেরূপ সম্বন্ধ সে তাহা জ্ঞাত আছে।

আমি যোগেন্দ্রের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম—ভাবিলাম এখানে এমন কে আছে, যে যোগেন্দ্রের পরিচিত এবং আমি তাহাকে জানি না।

শ্রীনিবাস পুনরপি মৃদু হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল " তুমি যোগেন্দ্রের নাম শুনিয়াই একেবারে দৌড়িয়া আসিলে—না ? কেমন আকর্ষণীয় শক্তি ! —যাহাহউক ঐ যে লোকটী আমার সঙ্গে ছিল দেখিলে, উহাকে কোন রূপ প্রকারে তোমার চিঠিখানি পাঠাইতে বলি—তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, আর ঠিক্ দুই প্রহরের সময় তোমাকে রাস্তায় দেখিতে পাইলাম। "

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না—আপন মনে দুরাত্মাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি চিন্তা করিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম আমার সহিত ইহাদিগের এরূপ শঠতা করিবার অভিপ্রায় কি ? হরনাথ বাবু কি তাহার স্ত্রীর মনকষ্ট দিবার জন্য আবার কোন নূতন অভিসন্ধি করিতেছেন ? কিম্বা দুষ্ট শ্রীনিবাস বিজয় বাবু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এরূপ করিল ! আবার ভাবিলাম—না, শ্রীনিবাস হরনাথ বাবুর লোক, বিশেষতঃ তাহার দ্বারাই মাঠাকুরাণীর দুশ্চরিত্রটী হরনাথ বাবু শুনিয়াছেন, অতএব বিজয় বাবু যে শ্রীনিবাসকে অপর কোন কর্ম্মে লিপ্ত করিবেন, এটী কখনই সম্ভব নহে ; এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, নানা প্রকার ভাবনায় মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল।

পরে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম; কাহার মুখে কোন কথা নাই। শ্রীনিবাস এ পর্য্যন্ত আমার সহিত কোন প্রকার কুভাবে কথা কহে নাই; সেই হেতু আমি নির্ভয়ে তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম; "শ্রীনিবাস! আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি—বল, তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

শ্রীনিবাস বলিল, "দেখ, আমি অবশ্যই ইহার জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছি, অতএব আমার যেরূপ আজ্ঞা সেই মত কার্য্য করিব—তোমাকে কোন কথা না বলাই আমার প্রধান আজ্ঞা।"

আমি তাহাকে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম; গাড়ীখানি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল; আমার বিবেচনায় বোধ হয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ছুটিল; মনে করিলাম, যদি আরও কিয়ৎকাল গমন করে, তাহা হইলে হয় ত অশ্ব পরিবর্ত্ত করিতে হইবে; যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরেই গাড়িখানি একটী অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল।

আমি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম বাড়ীটির আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত, সম্মুখে একটী দিব্য উপবন—উপরস্থ মুক্ত বাতায়ন দিয়া প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছে: আমরা যাইবামাত্রই দুইটী স্ত্রীলোক দ্রুতপদে আসিয়া সদর দরজার নিকট উপস্থিত হইল।

শ্রীনিবাস আমাকে বলিল "নাব—এই আমরা আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাহার পার্শ্বস্থ গাড়ির ঝিল্লি দিয়া দ্বারটী খুলিয়াদিল; পরক্ষণেই আগন্তুকদ্বয় আমাদিগের সমীপবর্ত্তি হইয়া অতি বিনীতভাবে আমাকে নামিতে অনুরোধ করিল; আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ইহাদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন গৃহিণীর ন্যায় স্থূল ও প্রবীণ, অপরটি অর্দ্ধবয়স্কা।

যাহাহউক আমি তাহাদিগকে দেখিয়া বিনীতভাবে বলিলাম "দেখ আমি আপন ইচ্ছায় এখানে আসি নাই, শ্রীনিবাস বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিল "উহার দোষ নাই, আমরা আপনার জন্যই বেতন ভুক্ত হইয়াছি—এক্ষণে, আসুন—আপনাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে হইবে "

প্রৌঢ়া প্রথমতঃ নম্রভাব প্রকাশ করিয়া শেষে প্রভুর স্থায় অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিল; সুতরাং আমি অগত্যা শকট হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আগন্তুক স্ত্রীলোকেরা আমার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল; শ্রীনিবাস পশ্চাতে।

কিয়দ্দূর আসিয়া প্রৌঢ়া আমাকে অন্দরমহলে প্রবেশ করাইল; শ্রীনিবাস অন্তঃপুরের প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাগমন করিলে প্রৌঢ়া প্রবেশ দ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া আমাকে একটী উপরকার কক্ষে লইয়া গেল।

আমি ঘরের চারিধার নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, ইহার চতুষ্কোণে লতা ও পুষ্পের করতুলি—কক্ষ ভূমে নানা প্রকার আসবাব সুসজ্জিত—এক পার্শ্বে একটী টুলের উপরস্থ সেজে বাতি জ্বলিতেছে; আমি প্রবেশ করিলে সদরদারস্থ গাড়ীখানির প্রত্যাগমনের শব্দ হইল।

প্রৌঢ়া সশব্যস্তে তাহার সঙ্গিনীকে আমার আহারের আয়োজন করিতে অনুমতি করিয়া বলিল, " এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আহারাদি করিয়া শয়ন কর—বোধ হয় গাড়ীতে আসিতে তোমার কষ্ট হইয়া থাকিবে। "

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না, কারণ সে সময় আন্তরিক উদ্বিগ্নতা প্রযুক্ত তাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয় নাই; বিশেষতঃ প্রৌঢ়ার এরূপ সৌজন্য দেখিয়া তাহাকে একজন সামান্য বেশ্যাদূতিকা ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না; সুতরাং আমার অবহেয়।

প্রৌঢ়া বলিল " সুশীলে! তুমি যে আমার কথার উত্তর করিলে না? এই দেখ, আমি তোমার নাম জানি; তুমি আমাকে রায়মণি বলিয়া ডাকিও, আর এই যে স্ত্রীলোকটী দেখিতেছ ইহার নাম " চাঁপা; "— বাড়ীতে আর কেহই নাই। "

আমি মনে মনে করিলাম, প্রৌঢ়া আমাকে স্তোক দিতেছে; কারণ বাড়ীতে যে দুইটী স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কেহই নাই, এ কথা কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। যাহাহউক আমি আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম " যদি বাড়ীতে আর কেহই নাই, তবে তুমিই আমাকে এখানে আনিয়াছ। "

প্রৌঢ়া। ও কথা তোমার উল্লেখের আবশ্যক কি? যে কথার উত্তর পাইবে না, সে কথা জিজ্ঞাসা কেন? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমিই এই বাড়ীর প্রভু; আমাকে তোমার সঙ্গিনী বলিয়া জানিও এবং চাঁপা তোমার দাসী।

আমি বলিলাম "দাসী? তবে অবশ্যই আমার আজ্ঞাবহ হইবে? চাঁপা! আমার সঙ্গে আসিয়া প্রবেশ দ্বারের চাবি খুলিয়া দাও।"

রায়মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কিজন্য?"

আমি। কি জন্য? এ স্থান হইতে বিদায় হইবার জন্য।

রায়মণি। সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে তোমার জানা উচিত যে, কতদূর পর্য্যন্ত তুমি এখানকার প্রভু।"

আমি বলিলাম "বুঝিয়াছি—আমি একজন কারাবদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কিছুই নহি, তোমরা আমাকে কারাগারে আনিয়াছ; যাহাহউক আমার শয়ন গৃহ কোথায়?—আমি এক্ষণে শয়ন করিব।

রায়মণি। আহারাদি করিবে না? কিছু খাইয়া শয়ন করিলে ভাল হইত।

আমি। কখনই না; এস্থানে জলগ্রহণ করিতেও আমার অভিলাষ নাই।

পরক্ষণেই চাঁপা প্রদীপ হস্তে অগ্রসর হইয়া আমাকে অপর একটী কক্ষে লইয়া গেল। ইহার অভ্যন্তরে দুইটী শয্যা; একটী পালঙ্কোপরি—অপরটী ভূতলে।

চাঁপা নিম্নস্থ শয্যাটী লক্ষ্য করাইয়া বলিল, "আমি এইখানে শুইব—আর তুমি পালঙ্কে।"

আমি তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ যদিও আমি জানিতাম যে, চাঁপা আমার পলায়ন আশঙ্কা করিয়া নিকটে থাকিবার মনঃস্থ করিতেছে, তথাপি মনে করিলাম যে, এক জন কাছে থাকিলে হঠাৎ কেহ আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিতে পরিবে না।

যাহাহউক আমি শয়ন করিলে, চাঁপা দ্বারের ভিতরদিকে চাবি বন্ধ করিয়া দিল এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহের এদিক ওদিক করিয়া চাবিটী লুক্কায়িত করিল। আমিও পথশ্রান্তি-প্রযুক্ত অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কারাগার।

তার পক্ষে, তার চক্ষে, নরক বিশেষ,
পায়ের শিকল তার, যাতনার শেষ।

শিক্ষানবিশ।

পর দিন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলাম আমি একটী দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শুইয়া আছি; চাঁপা আমার নিকটে নাই; বোধ হয়, উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে; আমি মশারির ভিতর হইতে গৃহের চারি ধার দৃষ্টি করিতে লাগিলাম—দেখিলাম, এটী আমার সেই আমতার শয়ন গৃহ নহে, একটী অপরিচিত গৃহের পালঙ্কোপরি শুইয়া আছি; আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিয়া খড়খড়ীর একটী পাখী তুলিয়া দেখিলাম,—সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ; কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন—অধিষ্ঠিত অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে মনুষ্যের আবাসস্থানের চিহ্নমাত্রও নাই; শুদ্ধ অদূরবর্ত্তী ভগ্ন উপবনের মধ্যে একটী উচ্চ ধূমনালী দৃষ্টিগোচর হইল; ইহার নিম্নভাগে দুই চারিটী ভগ্নগৃহ পড়িয়া আছে; অনুমান করিলাম, হয় ত পূর্ব্বে ইহা কোন ব্যবসায়ী লোকের কলগৃহ ছিল; যাহাহউক আমি কোথায় আসিলাম! এরূপ নির্জ্জন—দ্বীপান্তর-সমস্থানে আনিয়া আমাকে কারাবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় কি? হরনাথ বাবুর বাড়ী এস্থান হইতে কতদূর! তাঁহার বাড়ীটি স্মরণ করিয়া পুত্রসমূহের কলরব-পরিপূর্ণ শয়ন গৃহটী স্মরণ হইল; সরল-হৃদয়া বিমলার অবোধ হাস্ত-পরিহাস মনে করিয়া দুঃখিত

হইলাম এবং মাঠাকুরাণীর সহৃদয়তা এবং আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; ভাবিলাম আমি এত দিনে এক জন প্রকৃত বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, বারিবিন্দু আকুলিত নয়ন উস্থলিত করিয়া বক্ষঃস্থলে ভাসমান হইল। এমন সময় অকস্মাৎ চাঁপা আসিয়া আমার দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল— "দিদিঠাকুরাণি! উঠিয়াছেন? আমি আরও আপনাকে জাগাইতে আসিলাম।"

আমি তাহার এরূপ বাক্যের উত্তর করিলাম না; কারণ, বাক্য হৃদ্গত বিষণ্নতা প্রযুক্ত কণ্ঠে অবরোধ হইল।

চাঁপা পুনরায় বলিল "দিদিঠাকুরাণি! এরূপ কাতর হইতেছেন কেন? আপনাকে সচ্ছন্দে রাখিবার জন্য কোনরূপ ত্রুটী হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এরূপে কত দিন থাকিতে হইবে?"

চাঁপা। কি জানি? আমাকে ওসব কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না; বলিতে পারিব না।

আমি বলিলাম "চাঁপা! মনে কর দেখি, যদি তুমি আমার মত অবস্থায় পড়িতে এবং তোমার মন যদি আমার ন্যায় আন্তরিক উদ্বিগ্নতায় অধৈর্য্য হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে?"

চাঁপা। সমস্তই বুঝিতে পারি; কিন্তু শুদ্ধ মিষ্ট কথায় কর্ম্ম হয় না; আমি যেরূপ টাকা পাইয়া তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি তেমনি তুমি যদি আমাকে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা দাও, তাহা হইলে সমস্তই বলিতে পারি। এক্ষণে আমি চলিলাম, যদি আবশ্যক হয়—ডাকিও। এই বলিয়া চাঁপা চলিয়া গেল।

আমি মনে মনে করিলাম চাঁপার অসাধ্য কর্ম্ম নাই; টাকা পাইলে আপন জীবনকে নিলামের ডাকেও বিক্রয় করিতে পারে; যাহাহউক এক্ষণে কি উপায়ে এই সমস্ত লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করি? বোধ হয় রায়মণিও টাকার পিশাচী, নচেৎ অমন প্রবীণা হইয়া এক জন সামান্য বেশ্যাদূতিকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে কেন? যাহাহউক আমি মনে মনে

কল্পনা করিলাম, ইহাদিগকে কোন রূপে হস্তগত করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিব।

আমি এই রূপ আন্দোলোনের পর প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপন করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম; দেখিলাম, রায়মণি পাকশালায় বসিয়া পাক করিতেছে; আমি যাইবামাত্র বলিল, "সুশীলে! আসিয়াছ? আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিলে; যাহাহউক আজ তোমার মুখখানি শুষ্ক দেখিতেছি কেন? যেন মলিন—বিষণ্ণ।

আমি বলিলাম, "কেন কি জান না?"

রায়মণি। তুমি কিছু আশঙ্কা করিও না; আমরা তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য এখানে আনি নাই; যাহাতে তুমি এখানে থাকিয়া সুখী হও তাহাই আমাদিগের কায়মন চেষ্টা, তবে তুমি কেবল একটী বিষয় হইতে বঞ্চিত।

আমি বলিলাম, "হাঁ! সেটী আমার স্বাধীনতা।"

রায়মণি। তা বলে কি তুমি ইচ্ছা করিলে বাড়ীর বাহিরে যাইতে পাইবে না? অবশ্যই পাইবে। তুমি যখন অনবরত অট্টালিকায় থাকিয়া বিরক্তি বোধ করিবে, তখন আমাদিগকে বলিও, আমরা তোমাকে সঙ্গে করিয়া সম্মুখের বাগানে কিম্বা মাঠে বেড়াইয়া আনিব।"

আমি। হাঁ, এস্থানটীও অতি নির্জ্জন; বেড়াইবার সুবিধাও আছে; বোধ হয়, তুমি এখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিতেছ—বলিতে পারিবে, আমার ন্যায় এরূপ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক বাড়ী হইতে বহির্গমন করিলে কেহ নিন্দা করে কি না?"

রায়মণি বলিল, "এ অঞ্চলে কেহই নাই; আর আমিও এখানে অনেক দিন আসি নাই; স্পষ্ট বলিতে কি, এই যে বাড়ীটী দেখিতেছ, এটি তোমার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহাও অতি অল্প দিন।"

আমি বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলাম "আমার জন্য!"

রায়মণি। হাঁ, তোমাকে এখানে আনিবার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত কল্পনা হইতেছে; যাহাহউক বাড়ীটী তোমারই সম্পত্তি;—অবশ্য তুমি

যদি সুচতুর হয়ে আপনার আয়ত্তে আনিতে পার, তাহা হইলে শুদ্ধ এই বাড়ী কেন? আরও অনেক বহুমূল্যের সামগ্রী আছে, দেখাইব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায়"?

রায়মণি। তোমার শয়নগৃহের আলমারির ভিতর; এক্ষণে আহার করিতে বস, বেলা অধিক হইয়াছে।

"আমি আহার করিব না।"

রায়মণি। "সে কি, কাল রাত্রে আহার কর নাই, আজ আবার খাইবে না; ইহার অর্থ কি?" এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধা আমার সম্মুখে আহারের আয়োজন করিয়া দিল ও আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমি কি তোমাকে খাওয়াইয়া দিব? না তুমি আপনিই খাইবে?"

আমি বলিলাম, "না, আমিও তোমার ন্যায় এক জন সামান্য পরিচারিকা ব্যতীত আর কিছুই নহি, ওরূপ যত্ন করিবার আবশ্যক নাই।"

যাহাহউক রায়মণি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে আমি আহারাদি করিয়া উপরের শয়ন-কক্ষে গেলাম। রায়মণি আলমারি হইতে একটী বাক্স খুলিয়া বলিল "এই দেখ, এ সমস্তও তোমার।"

আমি দেখিলাম, বাক্সের মধ্যে নানা প্রকার বহুমূল্যের অলঙ্কার রহিয়াছে—একসেট্ বালা, দম্ দম্, গক্রি, বাতানা, কড়া, চুড়ি, খাড়ু, চুর ইত্যাদি নানা প্রকার স্বর্ণের অলঙ্কার; অপর সেট্ দেখিলাম, হীরক ও মুক্তাময় বহুমূল্যের গহনা।

রায়মণি বলিল "এ সমস্তই তোমার—মনে করিলেই তোমার।" বৃদ্ধা মুখপানে চাহিয়া আমার মন বুঝিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "হাঁ, এগুলি বহুমূল্যের বটে।"

রায়মণি। "আর দেখ;" এই বলিয়া অপর একটি আলমারী খুলিয়া নানা প্রকার পরিধেয় বসন দেখাইতে লাগিল—বলিল "তুমি ইচ্ছা করিলে এ সমস্তেরও অধিকারী হইতে পার।"

আমি অলঙ্কার ও বস্ত্রগুলি দেখিয়া প্রশংসা করিলাম সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আন্তরিক ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল; ভাবিলাম, যে ব্যক্তি আমার

জন্য এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে, সেকি আমাকে এতদূর নীচপ্রকৃতি জ্ঞান করিয়াছে যে, আমি সামান্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহার মতাবলম্বিনী হইব? কি ঘৃণা!!

রায়মনি বলিল, "তুমি ত, একখানি কাপড় লইয়া আসিয়াছ; এক্ষণে বল, কোন্ খানি তোমার পরিবার জন্য বাহির করিব?"

আমি আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানি সামান্য বস্ত্র বাছিয়া লইলাম।

রায়মণি। কি ঘৃণা! এত ভাল ভাল কাপড় থাকিতে একখানি সামান্য কাপড় লইলে?—

আমি বলিলাম, "মূল্যবান্ বস্ত্রের আবশ্যক কি? আমার ন্যায় সামান্য পরিচারিকার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যেরূপ আবশ্যক, তাহাই লইলাম।"

প্রৌঢ়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "যাহাহউক এক্ষণে এই চাবিগুলি রাখিয়া দাও, এ সমস্তই তোমার।"

আমি। ভাল, এই সমস্ত বহুমূলের অলঙ্কার লইয়া শুদ্ধ তিনজন স্ত্রী-লোকে এখানে থাকিতে কি তোমার আশঙ্কা হয় না?

রায়মণি। কে জানিবে যে এখানে এত বহুমূল্যের. সামগ্রী আছে? বিশেষতঃ তুমি মনে করিলে এখনই আমরা এখান হইতে যাইতে পারি—সেটী তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি বলিলাম "বস্তুতঃ এরূপ নির্জ্জন স্থানে এই সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করা যুক্তিযুক্ত নহে, কৃষক মণ্ডলীর মধ্যে ইহার মর্য্যাদা কি বুঝিবে?"

রায়মণি। সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম যে, যাহাতে তুমি কোন ধনাঢ্যমণ্ডলীতে গিয়া আপনার অলঙ্কার দেখাইতে পার, তাহার সময় দেখা উচিত—সেখানেও তুমি কোন সুরম্য অট্টালিকার গৃহিণী হইয়া থাকিবে।

প্রৌঢ়া এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিস্তব্ধ হইল, বোধ হয়, সে আমার লজ্জাবনত মুখ দেখিয়া মনে করিল, যে তাহার বাক্যের ক্রমশঃই প্রশ্রয় হইতেছে, কিম্বা সে আপন অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত গমন করিতেছে। যাহাহউক তাহার

এরূপ পুনঃ পুনঃ দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া আমি যার পর নাই আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলাম; কারণ এমন কেহই নির্ব্বোধ নাই, যে তাহার পরামর্শের মর্ম্ম বুঝিতে না পারে, অথবা তাহার এরূপ প্রলোভন দেখাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হয়। যাহাহউক আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "রাই! তুমি নীচে যাও, আমার সহিত আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই।"

ভাগ্যক্রমে রায়মণি আমার কথার কোন উত্তর না করিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল।

রায়মণি নামিয়া গেলে আমি অনন্যমনে বাতায়নের নিকট গিয়া দণ্ডায়-মান হইলাম; কেন? তাহা আমার স্মরণ নাই; বোধ হয় পিঞ্জরের পাখী যেরূপ পলায়নের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, আমারও তৎকালীন সেই-রূপ অভিলাষ হইয়া থাকিবে; যাহাহউক আমি অনন্যমনে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ মাঠের দূরতা লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ নিম্নে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, চাঁপা আপন অঞ্চল আবৃত করিয়া কোন সামগ্রী হস্তে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইল; আমি তাহাকে দেখিবা মাত্রই বাতায়নের নিম্নার্দ্ধ ভাগে বসিয়া পড়িলাম—ভাবিলাম, দেখি, চাঁপা কোথায় যায়!

চাঁপা দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল ও এক এক বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আমার বাতায়নের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল; আমি মনে মনে করিলাম, চাঁপা যখন আমার বাতায়নের দিকে লক্ষ্য করিতেছে, তখন অব-শ্যই উহার কোন গুঢ় অভিসন্ধি থাকিবে এবং সেই অভিসন্ধিটী আমার অজ্ঞাত রাখাই চাঁপার উদ্দেশ্য; যাহাহউক আমি সেই হেতু অতি সতর্কতার সহিত বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে উল্লিখিত অট্টালিকার পার্শ্বদেশে যে উচ্চ ধূমনালা বিশিষ্ট ভগ্ন উপবনটী ছিল, চাঁপা আস্তে আস্তে তাহার দ্বারস্থ হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, ইহার অভ্যন্তরে কোন মনুষ্য নাই; কিন্তু চাঁপার প্রবেশ দেখিয়া সে সংশয় দূর হইল; মনে করিলাম অবশ্যই ইহাতে কাহারও বাসস্থান থাকিবে; চাঁপা অঞ্চল ঢাকা দিয়া তাহার জন্য খাদ্য সামগ্রী লইয়া গেল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অভ্যন্তরবাসী ব্যক্তিটী কে? একবার মনে করিলাম, বোধ হয় চাঁপার কোন প্রণয়ী হইবে, কিন্তু আবার ভাবিলাম তাহা নহে, চাঁপাত রাত্রে আমার নিকট শয়ন করে, এরূপ স্থানে তাহার আত্মজনকে রাখিবার আবশ্যক? তবে কি?—যে ব্যক্তি আমাকে এখানে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে তাহারই অজ্ঞাতবাস?—হয়ত চাঁপা বা রায়মণির প্রমুখাৎ আমার কোন রূপ আশা পাইলে, একদিন না একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীলোককে হস্তগত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারে, সে কখন এরূপ স্থানে বাস করিবে না; বোধ হইতেছে, আমার পলায়ন আশঙ্কা করিয়া কোন প্রহরীকে ঐ নিভৃত স্থানে নিযুক্ত রাখিয়া থাকিবে।

যাহাহউক আমি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় চাঁপা ভগ্ন উপবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইল, ও পুনরায় আমার বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে খিড়কীর পথ দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

চাঁপা বাড়ী আসিলে আমি তাহাকে কোন কথা বলিলাম না; কারণ যখন সে আমাকে গোপন করিয়া ভগ্ন উপবনে প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে উপযাচিকা হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আমার যুক্তিসম্মত বলিয়া বোধ হইল না।

যাহাহউক আজ আমি রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে চাঁপাও পূর্ব্ববৎ দ্বারের চাবিটী বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

এক্ষণে গৃহের প্রদীপটী নির্ব্বাপিত, চাঁপা শয়ন করিয়া আপন মশারির ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি ঠাকুরাণি! বোধ হয় তুমি এখন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়াছ—না? দেখ কতরকম কাপড়, গহনা!—তুমিই এই সমস্তের অধিকারী।"

আমি তাহার মন বুঝিবার জন্য বলিলাম "কতক পরিমাণে বটে; কারণ কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার অভিপ্রায় নহে।

চাঁপা বলিল "তাত বটেই; আমি যদি তোমার মত ঐরূপ ঐশ্বর্য্য

পাইতাম, তাহা হইলে যে কিপর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতাম তাহা বলিতে পারি না।”

চাঁপা এইরূপ অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; আমি পথশ্রান্তিপ্রযুক্ত পূর্ব্বরাত্রে ঘুমাইয়া ছিলাম, কিন্তু অদ্য শয়ন করিয়া নিদ্রাকর্ষণ হইল না, বরঞ্চ হৃদগত উদ্বেগ ও চিন্তার আধিক্য দেখিলাম।—প্রথমতঃ ভাবিলাম, কোন দুষ্ট লোকের মনস্কামনা পরিপূরণ করিবার জন্য আমি এখানে আনীত হইয়াছি, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই লোকটী বিজয় বাবু বলিয়া বোধ হইল না; কারণ আমার জন্য এরূপ অট্টালিকা ও বহুমূল্যের অলঙ্কার ক্রয় করা, বিজয় বাবুর ন্যায় সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে, অবশ্যই অপহারী কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি হইবেন।

পরক্ষণেই অলঙ্কারগুলি স্মরণ করিয়া আমার আন্তরিক ভয়ের সঞ্চার হইল,—মনে করিলাম এরূপ জন-শূন্য স্থানে মূল্যবান অলঙ্কার লইয়া বাস করা যুক্তি-সম্মত নহে; যাহা হউক, যদি সেইগুলি চাঁপাকে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত এস্থান হইতে কোনরূপে পলায়ন করিবার যুক্তি করি, তাহা হইলে সে কি আমাকে সাহায্য করে না? একবার মনে করিলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম, চাঁপার যদি সত্যসত্যই অর্থ প্রয়াস থাকিত তাহা হইলে এমন নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া আমার আসিবার পূর্ব্বেই অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিতে পারিত; কিন্তু যখন সেইটি করে নাই, তখন ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হয় চাঁপা তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত অলঙ্কারগুলির মূল্য অপেক্ষা অধিক টাকা পুরস্কার পাইয়া থাকিবে, অথবা আমার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্যই আপনাকে এরূপ অর্থলোভী বলিয়া প্রতিপন্ন করিল।

যাহা হউক এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম; বিমলা, শরৎ, মাঠাকুরাণী, দাদা, একে একে সকলই আমার স্মরণ পথে পতিত হইল এবং অবশেষে বাসন্তী ও হরিচরণের পলায়ন বৃত্তান্তটী চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

অভিপ্রায়।

Hope and fear in equal balance laid.

Drydon.

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, আমি পলায়নের কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না; মনে করিয়াছিলাম রায়মণি ও চাঁপার অনুগত হইয়া থাকিব এবং কিছুদিন পরে তাহাদিগকে কোনরূপ উৎকোচ দিয়া পলায়ন করিব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; বরঞ্চ চাঁপা ও রায়মণি অবকাশ পাইলে কথা-প্রসঙ্গে আমাকে এরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বলিত এবং যাহাতে আমি তাহাদিগের মতাবলম্বিনী হইয়া কুপথগামী হই, সর্ব্বদাই এরূপ পরামর্শ দিত।

যাহাহউক আজি আমি বহির্ভাগে বেড়াইবার ছল করিয়া রায়মণির সহিত অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইলাম; মনে করিয়াছিলাম, যদি কোনরূপ সুবিধা হয় তাহা হইলে পলায়ন করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রায়মণি সেইটী আশঙ্কা করিয়া বাটীর বহির্ভাগে আসিবামাত্রই আমার হস্তাবধারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং পূর্ব্ববৎ আমাকে আপন অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তিনী করিবার জন্য নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিল।

রায়মণি বলিল "সুশীলে! বোধ হয় তুমি এখন কারাবাসে থাকিয়া নিঃশঙ্ক হইয়াছ; নিশ্চয় জানিও, তোমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ তোমাকে কোনরূপ বিরক্ত করিতে অট্টালিকায় আসিবে না; কিন্তু তোমার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনীর পরিচারিকা-

কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে—মনে করিলে, তুমি একদিনেই লক্ষেশ্বরী হইতে পার!!!

রায়মণির কথা আমার শ্রুতিগোচর হইল মাত্র, কিন্তু তাহাতে মনো-নিবেশ হইল না, কারণ সেই সময় আমি একান্ত মনে পলায়নের উপায় দেখিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম, ইহা অপেক্ষা আর উত্তম সুযোগ কোথায়, এই সময় অকস্মাৎ রায়মণির হস্ত লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করি; কিন্তু রায়মণি কি একাকিনী আমার সঙ্গে আসিয়াছে, না অপর কেহ প্রহরীস্বরূপ হইয়া আমার পশ্চাদাগমন করিতেছে? অকস্মাৎ এইটী মনে করিয়া পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি করিলাম,—দেখিলাম, অতিদূরে একজন কাল থর্ব্বাকৃতি পুরুষ আমা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে; পাছে রায়মণি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে সেই আশঙ্কায় তাহাকে অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারিলাম না; অনুমান করিলাম, এই ব্যক্তিই আমাদিগের পার্শ্বস্থ ভগ্ন উপবনে বাস করিয়া থাকে, চাঁপা ইহার জন্য কালি খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইতেছিল।

রায়মণি পুনরায় বলিল "তুমি কারাবাসে থাকিয়া যতই দিনপাত করিবে ততই বুঝিতে পারিবে, যে পৃথিবীতে আসিয়া সুখসচ্ছন্দ অনুসন্ধান করাই মনুষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য; কেহ কুরূপা হইয়া সস্থন্দে থাকিতে পায়; কেহবা অনুপম রূপ লইয়া দুঃখে কাল যাপন করে।"

এই বলিয়া দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার মুখপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মনোগত ভাব অনুধাবন করিতে লাগিল; আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া নতমুখে রহিলাম।

রায়মণি বলিল "অবশ্য—তুমি এরূপ মনে করিও না যে, তোমার সুখাভিলাষী কেহ নাই; কোন লোক তোমার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছে; তিনিই অট্টালিকাতে ঐ মূল্যবান অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।"

"আমার সহিত তুমি ওরূপ কথা কহিও না;" অকস্মাৎ ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া আমি তাহাকে এইরূপ উক্তি করিলাম; এবং অকস্মাৎ সজোরে তাহার বাহু উচ্ছিন্ন করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলাম।

"হাঃ নির্ব্বোধ!" হতভাগিনী উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্য উচ্চারণ

করিয়া বিমূঢ়াপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল; আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম; শুদ্ধ একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম,—কেহ আসিতেছে কি না; দেখিলাম, সেই দূরাগত ব্যক্তিটী আমার পশ্চাতে ছুটিয়াছে : ভয় ও আশঙ্কা যেন আমার চরণদ্বয়ের পক্ষ স্বরূপ হইল; আমি আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম।

ছুটিলাম—অবিরত এরূপ বেগে ছুটিলাম যে, বোধ হয় সে সময় আমার জীবন মরণ জ্ঞান ছিল না। কতদূর গমন করিলাম তাহা জানি না, কিন্তু ক্রমশঃই ছুটিলাম; এইরূপ কিয়ৎদূর গমন করিয়া হঠাৎ উপবনস্থ একটী রাংচিতা বেষ্টনের সম্মুখীন হইয়া গতিরোধ হইল, দূরাগত ব্যক্তিটী আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম ব্যক্তিটী " গদাধর "—গোঁয়ার গোপালের বন্ধু।

গদাধর বলিল " এই ত তোমার নাগাল পাইলাম।"

আমি তাহার সেই দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম " আমার হাত ধরিও না; চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

গদাধর বলিল, " না, আমি তোমাকে কোন রূপ অত্যাচার করিব না; আমার প্রতি আজ্ঞা শুদ্ধ তোমাকে নজরবন্দি রাখা—কোন রূপ বল প্রকাশ করা নহে;—তুমি এরূপ পলাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাল কর নাই—যাও, তোমার অট্টালিকায় গমন কর?"

যখন গদাধর এই রূপে আমার সহিত কথোপকথন করিল, তখন আমি এক বার উপবনের অপর পার্শ্বে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, রায়মণি আমাদিগের নিকট হইতে কতদূর অন্তরে আছে, গদাধরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহা শুনিতে পাইবে কি না; দেখিলাম, রায়মণি আমাদিগের নিকট হইতে অধিক দূরে আছে, কিন্তু এই দিকেই আগমন করিতেছে। গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, " তোমাকে একটী কথা বলিব; আমি যদি তোমাকে তোমার প্রভুর প্রদত্ত পুরস্কারের অপেক্ষা অধিক টাকা দি, তাহা হইলে তুমি আমার পলায়নের সহায়তা কর কি না?"

গদাধর একেবারেই উত্তর দিল, " সমস্তই পুরস্কারের উপর নির্ভর করি-

ছেছে, তুমি যদি আমাকে অধিক টাকা দাও, তাহা হইলে কেন না তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব?”

আমি রায়মণির আগমনের আশঙ্কায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলাম “আমার অট্টালিকায় নানা প্রকার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, সেগুলি আমার;—তুমি যদি আমার পলায়নের উপায় কর, তাহা হইলে সেইগুলি সমস্তই তোমাকে দিয়া যাইব।”

গদাধর আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিল, “সত্যসত্যই কি ঐ বাড়ীর ভিতরে গহনা আছে?”

আমি বলিলাম, “মিথ্যা বলিবার আবশ্যক কি? শীঘ্র বল, রায়মণি আমাদিগের সন্নিহিত প্রায়, তুমি আমাকে সাহায্য করিবে কি না?”

গদাধর। করিব; কিন্তু আর কোন কথা নহে—অন্য সময়ে বলিব,—আমি ঐ কলবাড়ীতে থাকি।

আমি বলিলাম, “তাহা জানি, চাঁপা তোমাকে খাবার দিতে গিয়াছিল দেখিয়াছিলাম।”

গদাধর। চুপ! রায়মণি মাগী আমাদিগের কথোপকথন শুনিতে পাইবে—মাগী বড় ঝানু; তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কও;—স্পষ্ট বলিতে কি, তোমার এখানে আসা অবধি আমি গুপ্তভাবে থাকিয়া তোমাকে পাহারা দিতেছি—আর কোন কথার আবশ্যক নাই—চল।

আমি বলিলাম “আর একটি কথা—দাদা কোথায় বলিতে পার?”

গদাধর। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত দেখা হয় নাই; এই যে মাগী আসিতেছে!

কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা রায়মণির নিকটবর্ত্তী হইলাম; দুষ্টমতি আমাকে দূর হইতে সম্বোধন করিয়া বলিল, “সুশীলে! তোমার এ কি রীতি যে, তুমি দৌড়িয়া পলায়ন করিলে? আমি জানিতাম না যে তুমি এরূপ ধূর্ত্ত!

আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম, “তুমি আমাকে পুনরায় ওরূপে সম্বোধন করিও না আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি” এই বলিয়াই মনোদুঃখ প্রযুক্ত কাঁদিয়া ফেলিলাম।

রায়মণি কিঞ্চিৎ অপ্রতীভ হইয়া বলিল, "না সুশীলে! তুমি দুঃখিত হইও না, আর আমি কখন তোমাকে কোন কথা বলিব না; আমার ইচ্ছা নহে যে, তুমি এখানে থাকিয়া বিষণ্ণভাবে কালযাপন-কর।" এইরূপ বলিয়া পাপিয়সী পূর্ব্ববৎ আমার সহিত গমন করিতে লাগিল এবং গদাধরকে আমার পশ্চাতে সতর্ক থাকিতে ইঙ্গিত করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিলে, রায়মণি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা রূপ মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিল; আমি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উপরে চলিয়া গেলাম।

আমি যেসময় কক্ষে যাই, সে সময় সেখানে কেহই ছিলনা, সুতরাং আপন অবস্থা চিন্তা করিয়া আকুলমনে কাঁদিতে লাগিলাম; এবং কিয়ৎক্ষণ আপনাপনিই গদাধরের সহিত আমার গোপনীয় কথোপকথনটী স্মরণ করিয়া, আশ্বস্ত চিত্তে নীচে নামিয়া গেলাম।

আমি যে সময় রায়মণির গৃহে প্রবেশ করি, সে সময় সে বিরলে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতে ছিল, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে রায়মণি লেখাপড়া জানে; যাহাহউক আমি যাইবামাত্রই রায়মণি সশব্যস্তে তাহার নিকটস্থ একখানি শোষককাগজে চিঠিখানি ঢাকিয়া রাখিল; আমি সেই হেতু পত্রখানি গোপনীয় বলিয়া সেখান হইতে বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম ও অনন্যমনে বহির্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূমনালা বিশিষ্ট ভগ্ন উপবনের ফটকটী আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল; আমি দেখিলাম, একটী দীর্ঘকায় স্ত্রীলোক তথায় দণ্ডায়মান আছে, অবগুণ্ঠন হেতু প্রথমে তাহাকে অনুভূত হইল না; পরক্ষণেই স্ত্রী-লোকটী ঊর্দ্ধমুখে আমার বাতায়নের দিকে দৃষ্টি করিয়া আপন অবগুণ্ঠন মুক্ত করিল; আমি দেখিলাম—বিমলার সেই বিশ্বাসঘাতিনী গণক-কন্যা; বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, ইহার নিকট হইতে আমি শরৎবাবুর ভারগ্রহণ করিয়া দস্যুহস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ছিলাম।

যাহা হউক গণককন্যা আমাকে হস্তাভিনয়দ্বারা অট্টালিকা হইতে

পলায়ন করিতে ইঙ্গিত করিল; এবং পরক্ষণেই আবার আপন ওষ্ঠদ্বয়ে একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিল "চুপ! কাহাকেও বলিও না।"

আমি মনে মনে করিলাম ইহার অর্থ কি? গণককন্যা এসময়ে এস্থানে কি নিমিত্ত আসিল; আর আমাকেই বা এরূপ পলাইবার ইঙ্গিত করিবার অভিপ্রায় কি? আমি ভাবিলাম, ইহারা অতি দুষ্ট লোক, টাকা পাইলে ইহাদিগের কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে, সেই হেতু স্থির করিলাম, বোধ হয় গণককন্যা আমারই কোনরূপ অনিষ্ট করিবার জন্য এখানে প্রেরিত হইয়াছে; আবার ভাবিলাম, তাহা হইলে আমাকে এরূপ পলায়ন করিবার ইঙ্গিত করিবে কেন? বোধ হয় গদাধর আমার পলায়নের সহায়তা করিবার জন্যই হয় ত ইহার সহিত কোন রূপ যুক্তি করিয়া থাকিবে; এইরূপ অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম, আশার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অহ্লাদ-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই গণককন্যা চলিয়া গেলে আমি বাতায়ন হইতে প্রত্যা-গমন সময়ে দেখিলাম, রায়মণি অতি গোপন ভাবে তাহার চিঠিখানিতে শিরনাম দিয়া একখানি শোষককাগচে সদ্যপ্রসূত মসী শুষ্ক করতঃ কক্ষ হইতে বহির্গমন করিল; আমি তাহার পত্রের এরূপ গোপন ভাব দেখিয়া পরিত্যক্ত শোষককাগচের উপরোঙ্কিত নামটী পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে হরনাথ বাবুর নাম বিপরিত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে এক পার্শ্বে "অতি গোপনীয়" বলিয়া উল্লেখিত রহিয়াছে।

কি বিস্ময়! হরনাথ বাবুর সহিত রায়মণীর এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, তাহাকে গোপনীয় পত্র প্রেরণ করে! ভাবিলাম তিনিই কি আমাকে এরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছেন এবং আমাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য ঐ সমস্ত অলঙ্কার ও অট্টালিকার প্রলোভন দেখাইতেছেন?—রায়মণি তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কি আমাকে সর্ব্বদাই কুপরামর্শ দিয়া থাকে; এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম—বস্তুতঃ বলিতে কি, আমি এক এক বার মনে করিতাম হয়ত বিজয়বাবুই ইহার মূল, কিন্তু রায়মণির গোপনীয় পত্রখানির শিরনাম পাঠ করিয়া সে সংশয় দূর হইল।

এই রূপে দুই চারি দিন কাটিয়া গেল; সুখে ও সচ্ছন্দে নহে; কষ্টে—চিন্তায়—দুঃখে কাটিতে লাগিল: আমি নিত্য নিত্য অভিনব রহস্য দেখিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতে লাগিলাম; কালি যেটী মনে সন্দেহ করিয়াছিলাম, আজি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হইল; কালি হরনাথ বাবুকে আমার এরূপ কারাবাসের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম, আজি আবার তাহার বিপরীত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলাম; বস্তুতঃ আমার জীবনের এরূপ রহস্যানুগত ঘটনার কিছুই স্থির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

যাহাহউক আজি আমি পূর্ব্ববৎ বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান আছি, এমন সময়ে আর একটী নূতন ব্যাপার আমার নয়নপথে পতিত হইল, দেখিলাম, দূরে একখানি বগিগাড়ী অশ্বসংযুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহার অভ্যন্তরে একটী ভদ্রলোক বলিয়া আমার বোধ হইল, কিন্তু গাড়ীখানির উপরস্থ আবরণটীর প্রসারণ প্রযুক্ত তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। গদাধর গাড়ীখানির পা-দানের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিটীর সহিত কথোপকথন করিতেছে।

আমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছি, এমন সময় চাঁপা নীচে হইতে দ্রুতপদে আসিয়া বলিল "দিদি ঠাকুরাণি! তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? রায়মণী তোমাকে জানালায় দাঁড়াইতে নিষেধ করিল।"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম "তোমরা কি আমাকে বাতায়নের নিকটেও দাঁড়াইতে দিবে না?—আমি অবশ্যই দাঁড়াইব।"

চাঁপা আর কোন উত্তর না দিয়া ক্ষুণ্ণভাবে নীচে চলিয়া গেল; আমি পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিটী গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া গদাধরের সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিতে লাগিল; তাহাকে দেখিবামাত্রই ভয় ও বিস্ময় আসিয়া আমার হৃদয়দ্বার অধিকার করিল;—কি সর্ব্বনাশ!! সেই দুষ্টমতি বিজয় বাবুর প্রতিমূর্ত্তি!! দেখিবামাত্রই আমি বাতায়নের নিম্নার্দ্ধভাগে লুক্কায়িত হইলাম।

এদিকে রায়মণি চাঁপার প্রমুখাৎ আমার বাতায়নে দাঁড়াইবার সংবাদ

পাইয়া ব্যগ্রভাবে উপরে আসিল, কিন্তু নম্রতার সহিত বলিল “ সুশীলে ! তুমি অবোধ নও, ওরূপ বাতায়নের নিকট দাঁড়াইও না ; আমরা যাহা বলি, শুনিও ।”

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর না করিলেও সে পুনরায় বলিল “ এক্ষণে আইস ; বহির্ভাগে বেড়াইতে যাই।”

আমি এক বার মনে করিলাম, এক্ষণে বাটীর বহির্গত হওয়া যুক্তি-সম্মত নহে, কারণ বিজয় বাবু বহির্ভাগে আছেন, অবশ্যই তাহার কোন দুষ্টাভিসন্ধি থাকিবে ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্থির করিলাম, বিজয় বাবুর যদি কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে অনায়াসেই অট্টালিকার অভ্যন্তরে আসিতে পারিতেন, এই রূপ সন্দিহান হইয়া আমি রায়মণির সহিত অট্টালিকার বহির্ভাগে গমন করিলাম।

পাঠক মহাশয় জানিবেন, যেদিন হইতে আমি পলায়ন করিয়া গদাধর কর্ত্তৃক ধৃত হই, সেই দিন অবধি আমি আর কখন পলাইবার চেষ্টা করি নাই ; সেই হেতুই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, রায়মণি আমার সহিত বহির্ভাগে গমন করিলে আর কখন আমার হস্ত ধারণ করিত না ; যাহাহউক আজ রায়মণি আমার অগ্রেসর হইয়া গমন করিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইলাম।

আমি বাড়ী হইতে বহির্গমন করিয়াই প্রথমতঃ সেই গাড়িখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম, সেখানে গাড়ীখানি নাই ; কোন্‌ দিকে গমন করিয়াছে তাহাও জানি না, মুখ ফিরাইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, গদাধর আমার পশ্চাতে আগমন করিতেছে।

গদাধর আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিত করিল “ সুশীলে ! পলাও—ঐদিকে ;” এই বলিয়া হস্তাভিনয় দ্বারা আমার পার্শ্বদেশের কিয়দ্দূর দেখাইয়া দিল।

আমি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, সেই পূর্ব্বোক্ত গাড়ীখানি আমা-দিগের অনতিদূরে একটী বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান আছে ; ইহার অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিটী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে। আমি প্রথমতঃ

মনে করিয়াছিলাম, ব্যক্তিটী বিজয় বাবু হইবেন, কিন্তু এক্ষণে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম এক জন ছদ্মবেশী বহুরূপী পুরুষ! ইহার মুখখানি রঞ্জিত; অকস্মাৎ দেখিবামাত্রই বিজয় বাবু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। যাহাহউক আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম—ইহার মর্ম্ম কি; ব্যক্তিটী বহুরূপী হইয়া এখানে আসিবার অভিপ্রায় কি? গদাধর কি উহার সহিত কোন রূপ মন্ত্রণা করিয়া আমার পলায়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে?

আমি এই রূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় গদাধর আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া চুপি চুপি বলিল "সুশীলে! পালাও, উনি বিজয় বাবু নহেন; রায়মণি আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিবে বলিয়া ব্যক্তিটীকে বহুরূপী সাজাইয়াছি।

কুক্ষণে আমি কিছুই অনুধাবন না করিয়া দ্রুতপদে সেই গাড়ীর দিকে পলায়ন করিতে লাগিলাম; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রায়মণি আমাকে পালাইতে দেখিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিতে লাগিল; গদাধর কপটভাবে আমার পশ্চাতে দ্রুতপদে আসিতে লাগিল।

আমি গাড়ী খানির নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিটী বলিল "সুশীলে! আসিয়াছ, শীঘ্র আইস, রায়মণিমাগী এখনই আসিয়া তোমার পশ্চাৎ ধরিবে।"

আমি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে গণক-কন্যা বলিয়া স্থির করিলাম, কারণ, বিজয় বাবুর কণ্ঠস্বর এরূপ নহে; গণক-কন্যা শুদ্ধ বিজয় বাবুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। যাহাহউক আমি গাড়ীতে উঠিবামাত্রই গণক-কন্যা অশ্বকে কশাঘাত করিয়া গাড়ী ছুটাইতে লাগিল, আমি তাহার এরূপ অশ্বচালকের কার্য্যে পারিপাট্য দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলাম, কারণ, আমি এতাবৎ পর্য্যন্ত কখন কোন হিন্দু-মহিলাকে অশ্ব চালাইতে দেখি নাই; পিতার মুখে একবার শুনিয়া ছিলাম, রাজপূত-মহিলারা অশ্ব চালাইতে পারে, কিন্তু গণক-কন্যা রাজপূত-মহিলা কি না, তাহা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ

থাকিবে, গণক-কন্যা যখন বিমলার নিকট হইতে শরৎকে অপরহণ করে ; তখন তাহার বিদেশীয় বেশ, সেইটী এক্ষণে আমার স্মরণ হইল।

যাহাহউক আমি গাড়ীতে উঠিলে গণক-কন্যা কিয়ৎক্ষণ অশ্বচালনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সুশীলে! তুমি জানিতে না যে, আমি তোমাকে এরূপে আনিব।"

আমি বলিলাম "না—স্বপ্ন মাত্রও নহে, তোমার এরূপ সাহায্য পাইয়া আমি যার পর নাই কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইলাম।"

গণক-কন্যা। সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই, যাহা হউক বোধ হয় তুমি জানিয়াছ আমি কে এবং আমিও তোমাকে জানি ; তুমি সেই গোঁয়ার গোপালের বাসায় ছদ্মবেশে শরৎকে উদ্ধার করিয়াছিলে।

আমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি! তুমি কি রূপে জানিলে?"

গণক-কন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "জানি; হরনাথ বাবুর খানসামা তাহার পরদিনই আমাদিগের নিকট গল্প করিয়া গিয়াছে ; যাহাহউক তুমি অসমসাহসীর ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিলে!"

আমি বলিলাম "তাহাতে কি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ?"

গণক-কন্যা। তিলার্দ্ধও নহে ; তাহাতে আমার অনিষ্ট কি? শরতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা বেতনভুক্ত হইয়া মনিবের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম, এবং তাহাদিগের ইচ্ছার বিরাম হইলেই চলিয়া আসিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাল, যাহারা ইহার কর্ত্তৃপক্ষ, তাহারা কি জানিতে পারিয়াছে যে, আমিই ছদ্মবেশে শরৎকে উদ্ধার করিয়াছি?"

গণক-কন্যা। এ কথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না, আর সে কথার এক্ষণে আবশ্যকও নাই। যাহাহউক আমি যখন গাড়ীর ভিতর হইতে গদাধরের সহিত কথোপকথন করি, তখন কি তুমি জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলে?"

আমি বলিলাম "হাঁ; আমি প্রথমে তোমাকে বিজয় বাবু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম।"

গণক-কন্যা। কিন্তু দেখ, আমি বিজয় বাবু নহি ; যেরূপে লোকের অবয়ব পরিবর্ত্ত করিতে হয়, তাহা আমার ন্যায় অতি অল্প লোকই জানে।

আমি। কিন্তু তোমার এরূপ ছদ্মবেশী হইবার অভিপ্রায় কি?

গণক-কন্যা। তুমি আর অল্পক্ষণ পরেই জানিতে পারিবে ; এক্ষণে আমার বামদিকে আইস, আমি বামে থাকিলে অশ্ব-চালনার অসুবিধা হয়।

আমি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া বামপার্শ্বে গিয়া বসিলাম ; একবার মনে করিলাম, এরূপ রাজপথে একখানি গাড়ীর ভিতর একজন পুরুষবেশধারী ব্যক্তির সহিত গমন করা কি অযুক্তি! যদি কেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাকে এক জন সামান্য ব্যভিচারিণী ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবে না।

আমি এইরূপ মনে করিতেছি, এমন সময় বোধ হয় গণক-কন্যা আমার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "সুশীলে! তুমি কিছুই আশঙ্কা করিও না, এ পথে তোমার পরিচিত কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া গাড়ীর উপরস্থ আবরণটী পশ্চাতে নামাইয়া দিল ; সুতরাং আমরা এক্ষণে আরও প্রকাশিত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের পশ্চাতে অপর একখানি গাড়ীর শব্দ হইল ; আমি দেখিলাম, সত্য সত্যই একখানি গাড়ি এই দিকেই আসিতেছে ; গণক-কন্যা তদ্দৃষ্টে আপন অশ্বের গতি মৃদুমন্দ করিয়া গমন করিতে লাগিল ; কিয়ৎক্ষণ পরেই পশ্চাদাগত গাড়ীখানি আমাদিগের সন্নিকট হইল। পাঠক মহাশয় জানিবেন, পৃথিবীতে যতপ্রকার লজ্জা, ভয় ও ঘৃণা আছে সকলই আমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল : আমি দেখিলাম ইহার অভ্যন্তরে মাঠাকুরাণী ও হরনাথ বাবু! ! হরনাথ বাবু আমাদিগের সন্নিকট হইবামাত্র আপনার গাড়ীখানির দ্বার ঈষৎ খুলিয়া বলিলেন "কি বিজয়? এদিকে কোথায়? এই যে সুশীলা তোমার বামে! ছি ছি! তুমি যে একেবারে লজ্জার মাথা খাইয়াছ।"

পরক্ষণেই মাঠাকুরাণী গাড়ীর ভিতর হইতে আমার প্রতি নেত্রপাত

করিলেন, তাঁহার মুখখানি মলিন ও শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু-বারি নিপতিত হইতে লাগিল ; হরনাথ বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দ্বার আবদ্ধ করিয়া সারথিকে সজোরে অশ্ব চালাইতে অনুমতি করিলেন। গাড়িখানি দ্রুতগমনে অপসৃত হইল।

কি ঘৃণা! মাঠাকুরাণী নিশ্চয় করিলেন, আমি বিজয় বাবুর সহিত গমন করিতেছি!! এইটী স্মরণ হইবামাত্রই আমার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল—অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা জানি না ; নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি, সেই শ্বেত অট্টালিকার দ্বারস্থ হইয়াছি, রায়মণি ও গদাধর আমাদিগের গাড়ীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান আছে। পাপিয়সী রায়মণি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিল “কি সুশীলে! পলাইয়াছিলে না?”

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করিলাম না, ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল ; পরক্ষণেই দুষ্টমতি গণক-কন্যা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত রায়মণির সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া গদাধরের সঙ্গে চলিয়া গেল, আমি ও রায়মণি পুনরায় অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রতিফল।

God helps them who help themselves.

Self-help.

আশাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সম্বল। মরুদেশের তৃষিত পান্থ যেরূপ সম্মুখে জলরাশি অনুমান করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মনুষ্যেরাও তদ্রূপ আশা-মরীচিকায় নির্ভর করিয়া জীবনপথে বিচরণ করে, কিন্তু আমার এই কারাবস্থার মঙ্গলময়ী আশা কোথায়? যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই নিরাশতা—সেই দিকেই বিভীষিকা—সেই দিকেই অন্ধকার। মনে করিয়াছিলাম, গদাধর অলঙ্কার-লোভে আমাকে এস্থান হইতে পরিত্রাণ করিবার উপায় করিবে, কিন্তু দরিদ্র-মনোরথের ন্যায় আমার মনের আশা মনেই বিলীন হইল। যাহাহউক আমি এইরূপে রায়মণির সহিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া আপন কক্ষে উপস্থিত হইলাম।

পাঠক মহাশয়! এ সময় আমার মনের কিরূপ অবস্থা, তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন; রাজমার্গে হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অনুধাবন করিবেন; যিনি আমার একমাত্র সহায়, যিনি আপন অনিষ্টসত্ত্বেও তাহার বাটীতে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং একদিনের জন্যও আমাকে কখন কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরঞ্চ স্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আজ আমি এক জন সামান্য স্ত্রীলোকের কুহকে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তরিত হইলাম—

আজ আমাকে কি পর্য্যন্তই না কদাচারিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন! আমি এই সমস্ত যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই লজ্জা ও ঘৃণা আসিয়া হৃদয়-দ্বার অধিকার করিল।

এইরূপ উদ্বেগের সময় চাঁপা অকস্মাৎ কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল; আমি তদ্দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার নিকট হইতে খাদ্যপাত্রটী দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম, চাঁপা আপনাপনি কি বকিতে বকিতে নীচে নামিয়া গেল; আন্তরিক ক্রোধ ও বিষণ্ণতার আধিক্য প্রযুক্ত আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই রায়মণি নিম্নদেশ হইতে আমার নিকটস্থ হইয়া চক্ষের আবদ্ধ অঞ্চলটী উন্মোচন করিয়া বলিল "সুশীলে! ওরূপ কাতর হইও না, তোমার আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হও—অবশ্যই সুখী হইতে পারিবে।"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম "হতভাগিনী দুষ্টা স্ত্রী! তুই এখনও আমাকে ওরূপে সম্ভাষণ করিতেছিস্—আমি আর এখানে থাকিব না।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেখান হইতে গমনোদ্যত হইলাম।

রায়মণি পুনরায় বলিল "সুশীলে! ওরূপ অবোধের ন্যায় অধৈর্য্য হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইবে না—আইস, আমি তোমার এরূপ কারাবাসের যথার্থ অভিপ্রায়টি জ্ঞাত করি, কারণ তোমাকে আর এখানে রাখা যুক্তি সম্মত নহে।"

আমি মনে করিলাম, হয়ত রায়মণি আমাকে কারামুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলাম।

রায়মণি বলিতে লাগিল "শুন, আমি তোমাকে ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিব। তোমার এই কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ আর কেহই নহে, শুদ্ধ হরনাথ বাবু ও বিজয় বাবু; তাঁহারা দুই জনে এক মত হইয়া শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক তোমাকে ধৃত করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছেন, বোধ করি তুমি অদ্যকার ঘটনাটী দেখিয়াই ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছ। স্পষ্ট বলিতে কি, তুমি জ্ঞাত আছ, বিজয় বাবুর সঙ্গে তোমার মাঠাকুরাণির কিরূপ সম্বন্ধ,

এবং বোধ করি সে বিষয় তোমা অপেক্ষা আমরা অধিক জানি না; যাহা হউক এক্ষণে হরনাথ বাবু তাঁহার পরিবারকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিবার জন্ম বিজয় বাবুর সহিত তোমার একটা সম্বন্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

আমি তাহার এরূপ ঘৃণাস্পদ বাক্যগুলি শুনিয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় রায়মণি আমাকে পুনরায় বলিল "সুশীলে! শুন, উতলা হইও না; মনে করিয়া দেখ দেখি তোমার জীবন এক্ষণে কেমন বাঞ্ছনীয়; এক জন ধনাঢ্য বড় লোক তাঁহার পরিবারের দুশ্চরিত্রতার শিক্ষা দিবার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; আবার অপর দিকে গ্রামের এক জন পরিচিত ডাক্তর তোমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র; দেখ, তোমার জন্য তাঁহারা কি পর্য্যন্ত না কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন—তোমাকে স্বচ্ছন্দ রাখিবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং পাছে তুমি পলায়ন কর, সেই আশঙ্কায় এক জন প্রহরী গুপ্তভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে; এতদ্ব্যতীত ঐ যে গণককন্যাকে দেখিলে, সেও তোমাকে তাঁহাদিগের আয়ত্তাধীন করিবার জন্ম আসিয়াছিল। তুমি এরূপ মনে করিও না যে, সে শুদ্ধ হরনাথ বাবুর স্ত্রীর ঈর্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার সহিত রাজপথে একত্র যাওয়াতে তোমার চরিত্রেরও অপযশঃ হইয়াছে, এবং এইটী রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, কেহই তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইবে না; সুতরাং বিজয় বাবু ব্যতীত তোমার আর অন্য গতি নাই।"

আমি তাহার এরূপ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "রায়মণি! তুমি আমার বন্ধুবেশধারী শত্রু, তোমাকে আর অধিক কি বলিব; যাহাহউক তুমি আমাকে যে সমস্ত পরামর্শ দিলে সেগুলি আমার পক্ষে অতি শ্রুতিকঠোর, লজ্জাকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হইল; পূর্ব্ব হইতে যদিও তোমার প্রতি আমার অভক্তি ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে তোমার মুখে ঐ সমস্ত অসদ্‌যুক্তি শুনিয়া তোমাকে তদপেক্ষা শতগুণ দুশ্চরিত্রা ও কদাচারিণী বলিয়া নিশ্চয় হইল। যাহাহউক তুমি মনে করিও না যে, আমার ন্যায় এরূপ দুঃখিনী সহায়হীন অবলাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিয়া সুখী হইবে—

অবশ্যই এক দিন না এক দিন তোমাকে এই গুরুতর পাপের দণ্ড বহন করিতে হইবে—অবশ্যই ইহার জন্য তোমাকে অতি কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে; আর তুমি এটা মনে করিও না যে, আমি তোমার ঐ সমস্ত কুপরামর্শের বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিব। যদি তুমি বা তোমার কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়—এমন কি যদি পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক এক বাক্য হইয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করে—তথাপিএই দুঃখিনী বালিকা তোমাদিগের বশবর্ত্তিনী হইবে না; অধিক কি বলিব, যদি আমাকে আত্মজন সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়—যদি এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, অথবা অন্নাভাবে লালায়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আমি তোমাদিগের অভিপ্রেত পথে কখনই পদার্পণ করিব না; জানিও ধর্ম্মপথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন হয়, এবং জগদীশ্বর সহায় থাকিলে ইহকালের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন ও বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারা যায়। তুমি বলিতেছ, বিজয়বেশধারী গণককন্যার সহিত রাজপথে উপস্থিত হওয়াতে লোকে আমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া জানিয়াছে, এইটী তোমার ভ্রম; সত্য কখন অপ্রকাশ থাকে না, এবং অসত্যও কখন কাহার অঞ্চলের আয়ত্তাধীন নহে; অবশ্যই এক দিন না এক দিন তোমা-দিগের এই ষড়যন্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—অবশ্যই ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব কোন না কোন সময়ে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচারিত হইবে।”

আমি এই রূপ বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম; রায়মণি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল; বোধ হয় সে আমাকে এরূপ লোভশূন্য ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; কারণ রায়মণির অন্তঃকরণে যে কোন রূপ ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়া থাকিবে, এটী কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যাহাহউক এক্ষণে মনে মনে স্থির করিলাম, রায়মণি আমাকে যতই কুপরামর্শ দিবে, ততই আমি তাহাকে এই রূপে তিরস্কার করিব—ততই তাহার দুষ্টাভিপ্রায়ে ভঙ্গ দিয়া তাহাকে নৈরাশসাগরে নিক্ষেপ করিব; তাহা হইলে সে আপনা আপনই নিরস্ত হইয়া যাইবে, এবং হয়ত দুরাত্মা

বিজয় বাবুকে এবিষয় জ্ঞাত করিলে, সেও আপন অভীষ্ট সাধনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে।

আমি এই রূপ ভাবিয়া পার্শ্বস্থ শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম—দেখিলাম চাঁপা সেখানে বসিয়া গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আমি যাইবা-মাত্র চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি ওঘর হইতে চলিয়া আসিলে যে?"

আমি বলিলাম "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি রায়মণির সহিত আর আমি কখনই একত্রে থাকিব না—পাপিয়সীর মুখ দর্শন করিতেও আমার ইচ্ছা নাই; স্পষ্ট বলিতে কি, সে যদি এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে নীচে নামিয়া যাইব, এবং যদি সে আমার অনুগমন করে, তাহা হইলে আমিও তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া আসিব।"

চাঁপা কিঞ্চিৎক্ষণ বিস্মিত ভাবে থাকিয়া বলিল "কেন, কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম "কেন—তুমি কি কিছুই জান না; তোমাদিগের কাহারও সহিত কথা কহিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

চাঁপা আমার এরূপ ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল; বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল যে, আমি সেদিনের বৈকালিক ঘটনাটী উপলব্ধি করিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও উৎসাহভঙ্গ হইয়াছি।

চাঁপা পুনরায় বলিল "তুমি যদি এখানে থাক, তাহা হইলে আমাকেও এখানে থাকিতে হইবে।"

আমি। কেন আমি কি তোমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি?

চাঁপা। সত্য, কিন্তু এরূপ অবস্থাতে আমি তোমাকে একাকিনী থাকিতে দিব না।"

আমি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমার বিবেচনায় রায়মণির অপেক্ষা তোমার নিকট থাকা অনেকাংশে উত্তম; কারণ, রায়মণি এই সমস্তের মূল, তুমি কেবল তাহার সহকারিণী মাত্র; অতএব যদিও আমি তোমাদিগের উভয়কেই ঘৃণা করি, তথাপি রায়মণির অপেক্ষা তোমার মুখদর্শন কতক অংশে সহ্য হয়।

চাঁপা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "দিদিঠাকুরানি! তোমার চক্ষের কিছুমাত্র আবরণ নাই, তুমি সকল কথাই সম্মুখে বল।"

আমি বলিলাম "যাহারা পাপ কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে এইরূপ বলাই উচিত।"

চাঁপা বলিল "ভাল, তুমি কতদিন এইরূপে নিষ্পাপ হইয়া থাকিবে—দেখিব।"

আমি তাহার কথায় কোন উত্তর দিলাম না, একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, পাঠে আমার মনোনিবেশ হইল না। চাঁপা কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনা আপনই কি বকিতে বকিতে নীচে নামিয়া গেল; বোধ হয় চাঁপা আমারই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রায়মণির নিকট গিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁপা প্রত্যাগমন করিয়া বলিল "দিদিঠাকুরানি! তুমি যদি একান্তই এখানে থাক, তাহাহইলে আমি তোমাকে চাবি বদ্ধ করিয়া যাইব; আমার এক্ষণে অনেক কর্ম্ম, তোমার নিকট নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না; সাবধান—পলাইবার চেষ্টা করিও না—আর করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।"

আমি তাহার কোন কথায় উত্তর দিলাম না, যেমন পুস্তকের দিকে চাহিয়াছিলাম সেইরূপ রহিলাম; চাঁপা গৃহদ্বারে চাবি বদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়, এক্ষণে আমার মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা একবার অনুধাবন করুন। আমি একাকিনী সেই আবদ্ধ গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম; জীবন বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাগুলি আমার মানসপটে একে একে উদয় হইতে লাগিল। প্রথমতঃ আমার সেই দুঃখিনী মাতার মৃত্যু-শয্যাটী স্মরণ হইল, আমি আপনাকে নিঃসহায় ও নিরুপায় জানিয়া আকুলিত নয়নে কাঁদিতে লাগিলাম; ভাবিলাম—বাবা কোথায়? মাতার গুপ্তলিপিখানি কি?—এই মর্ম্মভেদকারী পত্রখানিই আমার যত অনিষ্টের মূল; জগদীশ্বর আমাকে এরূপ অবস্থায় কেন ফেলিলেন। এইরূপ যতই

চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই শোকাকুল চিত্তে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমি এইরূপে একাকিনী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ দ্বারদেশে একখানি শকটাগমনের শব্দ হইল; আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া জানালার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম সত্যই এক খানি শকট বটে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তিটী কে, তাহা চিনিতে পারিলাম না। গাড়ীখানি দ্বারস্থ হইবামাত্রই ব্যক্তিটী লম্ফ দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; এবং গাড়ীখানি পরক্ষণেই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

আমি মনে মনে করিলাম, এই সন্ধ্যার সময় এ বাটীতে কে প্রবেশ করিল; একবার মনে করিলাম বিজয় বাবু; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম, না— তিনি নহেন, তাহা হইলে এতদিন এখানে আসিয়াছি, অবশ্যই একদিন না এক দিন তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম; বোধ হয় হরনাথ বাবুর কোন লোক রায়-মণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকিবে। আমি বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ আমার গৃহপার্শ্বে দুই জন ব্যক্তির পদশব্দ হইল, অনুমান করিলাম যেন দুই জন লোক উপরে আসিয়া আমার কক্ষদ্বারের চাবি খুলিতেছে; আমি সভয়ে দ্বারদেশে নেত্রপাত করিয়া রহিলাম।

কি সর্ব্বনাশ!! যাহার আশঙ্কা করিয়া এই কারাবাসে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকি, তিনিই দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া আজ আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই অবহেয় কুটীল বিজয় বাবুর প্রতিমূর্ত্তি আজ আমার নয়নমুকুরে পতিত হইল! তাহাকে দেখিবামাত্রই আমি সভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম! সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, বাগ্‌রোধ হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। রায়মণি তাহার পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিল, কক্ষে প্রবেশমাত্রেই প্রতিগমন করিল; বিজয় বাবু দ্বার বন্ধ করিয়া আমার নিকটস্থ হইলেন।

আমি নিরুপায়! একবার মনে করিলাম বাতায়ন হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করি, কিন্তু আবার ভাবিলাম—না, আমার যতদূর সাধ্য মিষ্টবাক্য দ্বারা বিজয় বাবুকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব; এইটী নিশ্চয় করিয়া

আমি পালঙ্কে গিয়া উপবেশন করিলাম; বিজয় বাবু আমার নিকটস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে বসিলেন।

বিজয় বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সুশীলে! তুমি কি কিয়ৎকাল আমার সহিত কথোপকথন করিবে?"

আমি। ইহাই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কারণ আপনি আমাকে নিতান্ত অসচ্চরিত্রা বলিয়া জানিয়াছেন।

বিজয়। না, আমি তোমাকে সচ্চরিত্রা জানিয়াই এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি।

আমি। ভাল, আপনি কি জানেন না যে, আপনি রাজ-আইনের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন; আমি মনে করিলে আপনাকে আইনানুসারে দণ্ড দেওয়াইতে পারি।"

বিজয়। সুশীলে! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি আদ্যোপান্ত বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করিতেছি; মনে করিয়া দেখ, তুমি একজন সামান্য দরিদ্র লোক, আর আমার পক্ষে একজন বড় লোক সহায়; এই বিষয়টী আদালত সাপেক্ষ হইলেও তুমিই পরাস্ত হইবে; কারণ আমি জানি সামান্য দরিদ্রলোকেরা উৎপীড়িত হইলে আদালতের ভয় দেখাইয়া থাকে; কিন্তু তাহারা এটা মনে করে না যে, আইন অর্থের ক্রীতদাস ব্যতীত আর কিছুই নহে; বড়লোকেরা আপনাদিগের অর্থের বলে খূন, অত্যাচার, পীড়ন সকলই করিয়া নিস্তার পাইয়া থাকে; ইহার শত শত প্রমাণ তোমাকে দেখাইতে পারি; বলিতে কি, তোমার মত শত শত দরিদ্র-অবলা বড়লোকের হস্তগত হইয়াছে—আইন তাহাদিগের কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি কি মনে করিতেছ যে, যখন একজন বড়লোক আমার সহায় আছেন, তখন কি আমি আইনের ভয়ে নিরস্ত হইব?—কখনই নহে।

আমি বলিলাম "ভাল, আপনার কি কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞানও নাই—আপনার কি ইহা বিবেচনা হয় না যে, আপনি এক জন সহায়হীন দুঃখিনী অবলার প্রতি যারপরনাই অত্যাচার করিয়া তাহার নির্ম্মল চরিত্রকে কলুষিত

করিতেছেন ; নিশ্চয় জানিবেন, একদিন না একদিন আপনাকে অবশ্যই ইহার জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে।”

বিজয় বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “সুশীলে! ধর্ম্মবিষয় লইয়া তোমার সহিত এরপর তর্ক করিব, কিন্তু এক্ষণে অর্থের সাহায্য পাইয়া লোকে যেরূপ আপন মনোবৃত্তিসমূহের চারিতার্থ্য করিয়া থাকে, আমিও তাহাই করিব; ইহা অপেক্ষা আর আমার উত্তম অবসর কোথায়?”

আমি একবার মনে করিলাম তাহার কথার উত্তর দি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হরনাথবাবু কর্ত্তৃক হরিচরণের অযথা পীড়নটী স্মরণ করিয়া তাহার বাক্যের সারত্ব বুঝিলাম; বহির্গমনোম্মুখবাক্যগুলি মুখেই রহিয়াগেল।

বিজয়বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন “সুশীলে! আমি তোমাকে ভাল বাসি; তুমি মনে করিওনা যে, সে দিবস তুমি রাজপথে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে বলিয়া, আমি নিরস্ত হইয়াছি—তোমার প্রতি আমার ভালবাসার বিশ্রাম নাই; তুমি অনেক সময় আমাকে নৈরাশ সাগরে নিক্ষিপ্ত কর সত্য, কিন্তু তোমার প্রতি আমার মন, অটল, অচল, ও একান্ত আসক্ত; তোমার জন্য যদি আমাকে কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও আমার শিরোধার্য্য, তত্রাচ আমার এ অনুরাগ লাঘব হইবার নহে।”

বিজয়বাবু এইরূপ যতই বলিতে লাগিলেন, ততই তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া আসিল—চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইতে লাগিল; তিনি গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভাগ্যবশতঃ আমার নিকট আগমন করিলেন না; আমি পালঙ্ক হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সভয়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, আতঙ্কে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বিজয়বাবু বলিলেন “রায়মণি বলিতেছিল যে, তুমি অদ্য তাহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়াছ,—কেন?”

আমি বলিলাম, “বিজয়বাবু! আপনি ত ভদ্রলোক, অবশ্যই ভদ্র-লোকের কিরূপ মর্য্যাদা তাহা আপনি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন; অতএব আপ-

মার কি এটা বিবেচনা হয় নাই যে, আমি ঐ সমস্ত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের সহিত থাকিয়া কি পর্য্যন্ত না অপদস্থ হইয়া রহিয়াছি! উহারা সময়ে সময়ে কি পর্য্যন্ত না আমাকে অপমানিত করিয়া থাকে! আমি দুঃখিনী অবলা বলিয়া কি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? আর দ্বিতীয়তঃ আপনি একজন প্রকৃত দস্যুকে আমার প্রহরী স্বরূপ রাখিয়াছেন; উহার অসাধ্য কি আছে?

বিজবাবু বিস্মিতভাবে বলিল "দস্যু!! তোমাকে কে বলিল।"

আমি বলিলাম "আমি উহাকে বিলক্ষণ জানি; উহারাই আপনার শরৎবাবুকে লইয়া কারাবদ্ধ রাখিয়াছিল; আর ঐ যে গণক-কন্যা মাগী আসিয়াছিল, ঐ মাগীই বিমলার ক্রোড় হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া দস্যুদিগের হস্তে নিক্ষেপ করে।"

বিজয়বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন "সত্য না কি? আমিত এবিষয় কিছুই জানি না; শ্রীনিবাসই উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে।"

আমি বিজয়বাবুকে ভাবান্তর দেখিয়া বলিলাম "বিজয় বাবু! আপনি আমাকে দুঃখিনী অবলা বলিয়া কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছন বটে, কিন্তু মনে করিয়া দেখুন আমিই আপনার সন্তানকে দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম; পরিণামে সেই সমস্তের কি এই পুরস্কার হইল।"

বিজয়বাবু বলিল "সুশীলে? তুমি আমার যতই উপকার কর না কেন, আমাকে ভীষণ-বিপদ হইতে উদ্ধার কর—জীবন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর—তথাপি তোমার আশা আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইবার নহে; আমি সম্পূর্ণ রূপে তোমার নিকট কৃতাজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি ও থাকিব; কিন্তু এই বিষয়টী আমাকে মাপ করিতে হইবে—স্পষ্ট বলিতে কি তোমাকে দেখিলেই আমি অধৈর্য্য হই—পাগলপ্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি; এই যে তুমি আমার সম্মুখে বিষণ্ণ ও ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান আছ, ইহাও আমার নয়নে কেমন তৃপ্তিকর!! তোমাকে পাইবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়াছি।"

আমি ভীতা হইয়া বলিলাম "বিজয় বাবু! আমি আপনাকে মিনতি করি, আপনি এখান হইতে চলিয়া যান; দীন দুঃখিনীর প্রতি অত্যাচার করিয়া আপনার কি যশোলাভ হইবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আপনি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করেন ও এই কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি কাহারও নিকট আপনার এই দুশ্চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিব না, এবং নিশ্চয় জানিবেন এরূপ সদাচরণের জন্য আপনি অবশ্যই পরিণামে পুরস্কৃত হইবেন—বিজয় বাবু! আপনাকে আর অধিক কি বলিব, আপনার দুইটী পায়ে পড়ি আমাকে ছাড়িয়া দিন।" এইরূপ বলিতে বলিতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

"ভাল, কেনই বা তুমি আমাকে প্রণয় সম্ভাষণ না করিবে?—কেনই বা তুমি আমাকে ভাল না বাসিবে?" বিজয় বাবু পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি কি তোমার ভবিষ্যৎ সুখসস্ছন্দের জন্য কিছুমাত্র উপায় করিয়া দিই নাই? তুমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিলে রায়মণি কি তোমার নিকট অলঙ্কার ও ঐশ্বর্য্যের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করে নাই? বোধ করি অবশ্যই সে তোমাকে সেই সমস্ত দেখাইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত আমাকে আত্মসমর্পণ করিলে আমি যাবজ্জীবন তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।"

আমি তাঁহার এরূপ বাক্যে নিরাশ হইয়া পড়িলাম, আন্তরিক দুঃখ ও বিষণ্ণতায় এরূপ অধৈর্য্য হইলাম যে, সে সময়ে আমার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান ছিল না; কিয়ৎক্ষণ পরেই আপনাআপনিই বলিয়া উঠিলাম "না—না, বিজয় বাবু! তুমি আমার নিকটে আসিও না—স্পষ্ট বলিতেছি আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব না; কারণ পবিত্র প্রণয় কি তাহা তুমি জান না; এবং আমার বিবেচনায় প্রণয় শব্দটী তোমার অধরপ্রান্তে স্ফুরিত হইলে ইহাকে কলুষিত করা হয়। যাহাহউক আমি তোমাকে শরৎ বাবুর উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়া দিয়া ভাল করি নাই; কারণ আমি জানিতাম না যে, তুমি এরূপ অকৃতজ্ঞ, অমানুষ ও সততাশূন্য।"

বিজয় বাবু উপহাস করিয়া কহিলেন "হাঁ, হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ

সকলই আমার শিরোধার্য।" এই বলিয়া আমার নিকটে আসিবার উপক্রম করিলেন।

আমি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম; "বিজয় বাবু! তুমি সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিও—যদি তুমি আর এক পদ অগ্রসর হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, আমি এখনই একখানি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তোমার সম্মুখে আত্ম-হত্যা করিব।" এইরূপ বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম।

বিজয় বাবু বলিলেন "সুশীলে! তুমি কি পাগল—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য?"

আমি। যাহাই হই না কেন, নিশ্চয় জানিও আমার প্রতিজ্ঞা অমোঘ ও অব্যর্থ; বিশেষতঃ তোমার ওপাপময় মূর্ত্তির সম্মুখে জীবিত থাকিতে আমার আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা নাই—যাহাতে শীঘ্রই এই পৃথিবী হইতে বিদায় হইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিব। এই রূপ বলিয়া আমি সে স্থান হইতে গৃহদ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলাম।

বিজয় বাবু অকস্মাৎ আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আমাকে গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া বলিলেন "সুশীলে! উতলা হইও না—এ উতলার কর্ম্ম নহে; তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি কখনই তোমার আশা পরিত্যাগ করিব না এবং এ বিষয়ে কাহারও অনুরোধ গ্রাহ্য করিব না। যাও, আমি তোমাকে এখন হইতে ২৪ ঘণ্টা বিবেচনা করিবার সময় দিলাম, এই সময় মধ্যে যদি তুমি আপন শুভাশুভ বিবেচনা করিতে পার, ভালই, নচেৎ আমার যেরূপ অভিরুচি হয় করিব।"

আমি সক্রোধে উত্তর করিলাম, "তুমি আমার হাত ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তকালও বিবেচনার সময় প্রার্থনা করিতে চাহি না।"

বিজয় বাবু। (সক্রোধে) হতভাগিনি অবাধ্য স্ত্রী!—ভাল, এই ২৪ ঘণ্টার পরে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব দেখিবে—এই বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

আমি এক্ষণে নিরুপায় ও নিঃসহায়! একাকিনী কক্ষে বসিয়া আপন অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম এস্থান হইতে পলাইবার চেষ্টা

করা দুরাশা মাত্র, কারণ ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যাহাহউক গদাধরের সহিত আমার সমস্ত যুক্তিই বিফল হইল—দুরাত্মা শুদ্ধ আমার মন বুঝিবার জন্য আশ্বাস দিয়া ছিল;—এক্ষণে আমার উপায় কি? ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমার পরমায়ু! এই ২৪ ঘণ্টাকাল উত্তীর্ণ হইলে আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে—এই সমস্ত ভাবিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় আট্‌টা। আমি একাকিনী আপন শয়নগৃহে বসিয়া আছি এমন সময় নিম্নদেশ হইতে অকস্মাৎ বিজয় বাবুর ক্রোধসূচক উচ্চকণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিজয় বাবু বলিতেছেন, "সে আর কিসের প্রত্যাশা করে? আমি তাহার বেতনব্যতীত প্রায় এক শত টাকার অধিক পারিতোষিক দিয়াছি, দুরাত্মা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে?"

পরক্ষণে চাঁপার কণ্ঠস্বরের ন্যায় উত্তর পাইলাম; কিন্তু অস্পষ্টতাপ্রযুক্ত তাহার অনুধাবন করিতে পারিলাম না।

বিজয় বাবু পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, সে যদি বলে যে, আমার যেদিন অবধি থাকিবার কথা ছিল তাহার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ভালই; কিন্তু দেখ এক শত টাকা তাহার এক সপ্তাহের বেতন অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাহউক এরূপ দুরাত্মা জানিলে আমি উহাকে কখনই নিযুক্ত করিতাম না! সুশীলা আমাকে সমস্তই বলিয়াছে—ওর মত দুরাচার আর দ্বিতীয় নাই; যাহাহউক উহার সহিত কলহ করা আমার অভিপ্রায় নহে"।

পরক্ষণেই আবার চাঁপা ও রায়মণি তাহাকে অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে লাগিল, ফলে আমি তাহা কিছুই কর্ণগোচর করিতে পারিলাম না।

বিজয় বাবু বলিলেন "ভাল, তোমরা যদি তাহাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা না কর, আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি বলিতেছি; আচ্ছা, তোমাদিগের অনুরোধে আমি আরও কিছু টাকা তাহাকে দিব, কিন্তু ওরূপ দুরাত্মাকে আর আমার রাখিবার ইচ্ছা নাই।"

এইরূপ বলিবার পর আর আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না, বোধ হইল রায়মণি ও চাঁপা গদাধরকে ডাকিতে গেল; বিজয় বাবু তাহাদিগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম, যদি বিজয়বাবুর সহিত গদাধরের কোনরূপ বিবাদ হয়, তাহাহইলে অবশ্যই গদাধর তাহাকে প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত হইবে না; এবং বোধ করি, তাহাহইলে আমারও কারামুক্তি হইবার সম্ভাবনা; এইটী চিন্তা করিয়া আমি কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই দুই তিন জনের আগমন শব্দ হইল; আমি সেই হেতু আস্তে আস্তে নীচে গিয়া একটী গৃহের অন্তরাল হইতে তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

গদাধর কক্ষে প্রবেশ মাত্রই বলিল, "কি বিজয় বাবু! তুমি নাকি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ?"

বিজয় বাবু। সে কথায় আর প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাইয়াছ এবং যদি তুমি আরও কিছু প্রার্থনা কর তাহাও পাইতে পার; কিন্তু আজ হইতে আর তোমাকে আমার আবশ্যক নাই, তুমি আপন কর্ম্মের অবসর গ্রহণ কর।

গদাধর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল "এখনই—আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই; তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তোমার কাছে চাকরি না করিলে আর আমার অন্য উপায় নাই। যাহাহউক আজ আমি প্রায় ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি সুতরাং রাত্রের মত এইখানেই থাকিতে হইবে।"

রায়মণি বলিল, "চুপ্, অত জোরে কথা কহিবার আবশ্যক নাই।"

বিজয় বাবু বলিলেন "ভাল, রাত্রের মত এখানে থাক তাহাতে আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি না, তবে আজ হইতে আমি নাকি এই বাড়ীতেই থাকিব, সেই জন্যই আর তোমাকে আবশ্যক নাই।"

গদা। ভালইত, আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট নহি; তুমি আমার বাকী পাওনা চুক্তি করিয়া দাও।

পরক্ষণেই টাকার শব্দ হইল, বোধ হইল যেন বিজয় বাবু গদাধরকে তাহার বাকী পাওনা দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গদাধর অতি সৌজন্য

ভাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাদিগের বিবাদ সন্দেহ করিয়া যে কারামুক্তির প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহাতে নিরাশ হইলাম।

এক্ষণে রাত্র প্রায় ১০টা; দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া আজ আমি আহারাদি করিলাম না; আপন শয়নগৃহে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম; চাঁপা পূর্ব্ববৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার আবদ্ধ করিয়া দিল, এবং চাবিটী লুক্কায়িত করিয়া আপন শয্যা বিস্তারিত করিল।

আমি মনে করিলাম আজ শয্যায় শয়ন করিব না; কি জানি যদি বিজয় বাবু আসিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করেন—সেই আশঙ্কায় বসিয়া রহিলাম।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিঠাকুরাণি! এখন শুইবে না?"

আমি বলিলাম "এখনও নহে, এবং সমস্ত রাত্রেও নহে।"

চাঁপা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন? তুমি যেটী আশঙ্কা করিতেছ সেটী ঘটিবে না; দেখিলে না, আমি চাবি বন্ধ করিয়া দিলাম।"

আমি বলিলাম "হাঁ—দেখিলাম; কিন্তু জানিও, যে চাবি বন্ধ করিতে পারে, সে আবার তাহা খুলিতেও পারে।"

চাঁপা বলিল "কি আশ্চর্য্য! তোমার মন সরল নহে, তুমি কখনই আমাদিগের কথায় বিশ্বাস কর না।"

আমি বলিলাম, "তোমাদিগের মত লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; এক্ষণে তুমি ঘুমাও, অনর্থক বাক্যব্যয় করিও না।"

চাঁপা আর কিছু উত্তর না করিয়া বিরক্তভাবে আপন শয্যায় শয়ন করিল; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় বলিল, "দিদিঠাকুরাণি! নিদ্রা না যাইলে কাল তোমার অত্যন্ত অসুখ হইবে।"

আমি তাহার কথার কোন উত্তর করিলাম না, চাঁপা আর কিছু না বলিয়া নিস্তব্ধভাবে রহিল; বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল যে, আমি আন্তরিক উদ্বিগ্নতাপ্রযুক্ত শয়ন করিতেছি না, কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রাকর্ষণ হইলে শয়ন করিব; যাহাহউক আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

চাঁপা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া পুনরায় বলিল “দিদিঠাকুরাণি! তুমি যদি পলাইবার মানস করিয়া থাক সেটী তোমার দুরাশা; কারণ তুমিত জান, বাবুরা কিরূপ সতর্ক হইয়া আছেন।”

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম; “তুমি নিস্তব্ধ হইয়া থাক, আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।”

চাঁপা আর কোন উত্তর না করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কিন্তু পাছে আমি পলায়নের কোনরূপ উপায় দেখি, সেই আশঙ্কায় এক এক বার মশারির ভিতর হইতে কাশিতে লাগিল, কখন বা পাশ ফিরিয়া আপন জাগ্রত অবস্থার পরিচয় দিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। চাঁপা কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা আপনি অসহ্য বিবেচনা করিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল “আমি জানি আমাদিগের কষ্ট দেওয়াই তোমার অভিপ্রায়—সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রে যে একটু নিদ্রা যাইব তাহার জো নাই। যাহা হউক তুমি যদি ওরূপে আমাকে বিরক্ত কর, তাহা হইলে এখনই গিয়া আমি প্রদীপ নিবাইয়া দিব।”

আমি বলিলাম: “তোমার কষ্ট করিবার আবশ্যক কি? আমিই নিবাইয়া দিতেছি” এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রদীপটি নিবাইয়া দিলাম।

চাঁপা আর কোন কথা কহিল না; আপন শয্যা হইতে এক একবার সাড়া দিতে লাগিল।

রাত্রি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্রোতবাহিনী কল্লোলিনীর ন্যায় কাল কালরূপ মহাসমুদ্রে মিশাইতে লাগিল; কে দেখিবে—কেইবা অনুধাবন করিবে; পৃথিবীর সমস্তপ্রাণী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, কোন দিকে কাহারও শব্দমাত্র নাই; একে সেই দ্বীপান্তরসম জনশূন্য স্থান, তাহাতে ত্রিযামা রজনীর দ্বিতীয়যাম অতিবাহিতপ্রায়; আমি এইরূপ সময়ে আপন কক্ষভূমে উপবেশন করিয়া নিদ্রাবেশে এক এক বার স্পন্দিত হইতেছি, অকস্মাৎ একটি উচ্চ আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল, নিদ্রিতপ্রায়

বলিয়া প্রথমতঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, কিন্তু একটা উচ্চ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে চমকিত হইয়া উঠিলাম।

চাঁপাও অকস্মাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল; "ও কি!! কিসের শব্দ?"

পুনরায় আর্ত্তনাদ হইল "বাবারে গেলেম—চোর—চোর—আমায় খুন কল্লে—মেরে ফেল্লে?"

কি সর্ব্বনাশ! বিজয়বাবুর কণ্ঠস্বর! শুনিবামাত্রই আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল,—বাড়ীতে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে!

পরক্ষণেই আমার পার্শ্বস্থ রায়মণির গৃহদ্বারে পদাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল; দুরাত্মা দস্যুরা সবলে তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল; রায়মণি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবারে—এরা কেগো!"

একজন বলিল "চুপ কর্ মাগি—নাহলে এখনই তোর গলা টিপে দেবো।"

আমি শুনিবামাত্রই চমকিত হইয়া উঠিলাম—শব্দটি গোঁয়ার গোপালের কণ্ঠস্বর! নিশ্চয় করিলাম যে গদাধরই ইহার মূল।

পরক্ষণেই আর একজন বলিয়া উঠিল, "গোপাল, ও মাগীকে মারিও না; হাত পা যাহা বাঁধিতে হয় বাঁধ।"

আমি এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর প্রথমে অনুভব করিতে পরি নাই; স্মরণ করিয়া দেখিলাম ইনি সেই গোঁয়ার গোপালের আড্ডাধারী মাণিক।

পরক্ষণেই রায়মণির অতি যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন দস্যুরা রায়মণিকে বন্ধন করিতেছে; বস্তুতঃ খাটের খুরায় রজ্জুসংযুক্ত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল।

পরে আমার গৃহ! পাঠক মহাশয়কে আমার ভয় ও উদ্বিগ্নতার বিষয় জ্ঞাত করিবার আবশ্যক নাই, বুঝিয়া লইবেন। দ্বারদেশে বজ্রসম আঘাত করতঃ দস্যুরা বলিয়া উঠিল "দরজা খোল্—দরজা খোল্!"

আমি সভয়ে চাঁপাকে বলিলাম, "চাঁপা! দরজা খুলিয়া দাও;

চাবি কোথায় আছে বল, আমি খুলিয়া দিতেছি; নচেৎ উহারা দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবে।”

চাঁপা কাঁপিতে কাঁপিতে আপন উপাধানের নিম্নদেশ হইতে চাবিটী বাহির করিয়া দিল; আমি সাহসে ভর করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম।

গৃহে প্রবেশমাত্রেই গোঁয়ার গোপাল বলিল “কি হে মেয়েমানুষ! তোমার সিন্ধুকের চাবিটী কোথায়? যদি আপনার ভাল চাও ত বাহির করিয়া দাও নচেৎ——”

গদাধর বলিল, “উহাকে ভয় দেখাইবার আবশ্যক নাই, তুমি দেশালাই দিয়া প্রদীপ জ্বাল, সুশীলা সকলই দেখাইয়া দিবে।”

এই কথা বলিবামাত্রই গৃহটী আলোকময় হইল; আমি দেখিলাম, তাহারা তিন জনই আমার সমক্ষে উপস্থিত—গোপাল, গদাধর ও মাণিক। যাহাহউক আমি তাহাদিগকে সিন্দুকের চাবি ফেলিয়া দিলে, তাহারা সমস্ত গহনাগুলি বাহির করিল; গোপাল সেই সমস্ত দেখিয়া তাহার খাঁদা নাক বিশিষ্ট মুখের সুদীর্ঘ দন্তশ্রেণী বিস্তারিত করিয়া হাসিয়া ফেলিল; গদাধরের মুখশ্রীও আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

মাণিক বিস্মিত ভাবে বলিল “যাহাহউক আমরা যে এত কষ্ট করিয়া আসিলাম তাহা সার্থক হইল। সুশীলে! তুমি মনে করিও না যে, শরতের উদ্ধারের বিষয় আমরা কিছুই জানি নাই; মনে করিলে তোমাকে শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু তোমাহইতে আজ যে সমস্ত গহনা পাইলাম তাহাতে তোমাকে কিছুই বলিতে ইচ্ছা নাই।”

গোপাল বলিল, “হাঁ তা বটে—ও বেটী বড় পাজি। যাহাহউক ও যখন সে সমস্ত কথা আর কাহাকেও বলে নাই, আর শরৎকে চুরি করিয়া আমরা যে টাকার আশা করিয়াছিলাম তাহার অধিক পাইলাম, সেই জন্য উহাকে কিছুই বলিও না।”

এই বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল “সুশীলে! তোর কাপড় চোপড় কি আছে নে, আর এখান হইতে চলিয়া যা।”

পাঠক মহাশয়! গোপালের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া আমার অন্তঃকরণে

যে কি পর্য্যন্ত আনন্দের উদয় হইল, তাহা বোধ করি আপনি অনুভব করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না; যাহাহউক আমি তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে গমনোদ্যত হইলাম।

চাঁপা এতাবৎকাল গৃহের একটী কোণে বসিয়া সভয়ে কম্পিত হইতেছিল, এক্ষণে আমাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া করুণস্বরে বলিল, "সুশীলে! তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য একটু বলিয়া দিয়া যাও।"

গোপাল তচ্ছ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ্—চুপ্! তুই যদি কোন কথা কাহাকেও না বলিস্ তাহা হইলে তোকে কিছুই বলিব না, শুদ্ধ এই খাটের খুরায় বাঁধিয়া যাইব; সুশীলে! তুমি চলিয়া যাও।"

আমি অনতিবিলম্বে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে চাঁপার আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; আমি মনে করিলাম হয় ত দস্যুরা চাঁপাকে রজ্জুবদ্ধ করিতেছে; যাহাহউক আমি সে কথায় আর কাণ না দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম। যাত্রাকালীন রায়মণির গৃহটী আমার নয়নপথে পতিত হইল; দেখিলাম রায়মণির গৃহদ্বার ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে এবং সে রজ্জুবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। পাঠক মহাশয় জানিবেন, যদিও রায়মণি আমার প্রতি অনেক সময় অনেক অত্যাচার করিয়া ছিল সত্য, তথাপি তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম; বলিলাম "রায়মণি! ভয় নাই—দস্যুরা তোমাকে প্রাণে আহত করিবে না।" এই কথা বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণ।

Good bye to your charity, recall your dog.

English Proverb.

আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম ; কিন্তু কোথায় ? শ্বেত অট্টালিকার সম্মুখস্থ সেই অনন্ত, অসীম, অপরিমেয় প্রান্তরের মধ্যদেশে। রাত্রি অতীত-প্রায় ; নীলাকাশে বিস্তীর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলীর কিরণ-জাল অন্ধকার মধ্যে ঝিকি ঝিকি করিতেছে ; এখনও জগৎ নিদ্রিত, শুদ্ধ নিশাদেবীর অনন্তকোটি চক্ষুঃ দেদীপ্যমান—চাহিতেছে, জ্বলিতেছে, হাসিতেছে। অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রমার কিরণজাল অচিরাগত যৌবনের রূপ-রাশির ন্যায় আভাময়, অথচ মলিন। আমি এইরূপ সময়ে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

উদ্বেগ, অধৈর্য্য ও আশায় উত্তেজিত হইয়া পদচালনা করিলাম। কোথায় যাইব তাহা জানি না, কোথায় আসিয়াছি তাহাতেও অনভিজ্ঞ—আপন মনেই দ্রুতপদে যাইতে লাগিলাম, ও এক একবার দস্যুদিগকে পশ্চাদাগত ভাবিয়া দেখিতে লাগিলাম ; আবার ভাবিলাম, আমার অনুগমন করা যদি তাহাদের অভিপ্রেত হইবে, তবে ছাড়িয়া দিবে কেন ?

যাহাহউক অনেকক্ষণ এইরূপ পদচালনা করিয়া অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম সম্মুখস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করি—উৎপীড়িত পরিশ্রান্ত পান্থজীবনের বৃক্ষমূলই প্রকৃত বন্ধুস্বরূপ। তরুবর নিকটে আসিলে আমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ; সমীরণ মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল, নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রমণ্ডলী আমার নয়ন সমক্ষে এক অপূর্ব্ব মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিল, জ্যোৎস্নালোক আমাকে বিপন্মুক্ত দেখিয়া হাস্য করিতে

লাগিল, আমি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম, নয়নাশ্রু বক্ষঃস্থলে বহমান হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই গাত্রোত্থান করিয়া আবার পদচালনা করিলাম, কিন্তু দস্যুদিগকে স্মরণ হওয়াতে পূর্ব্ববৎ ভয় ও আশঙ্কা আসিয়া হৃদয়দ্বার অধিকার করিল; যাহাহউক ভাগ্যবশতঃ এবারে একটী গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এক্ষণে প্রকৃতির আর সে ভাব নাই, সে মনোহর মূর্ত্তি নাই, সে শোভা নাই; নীলাকাশে ঘোরঘটায় মেঘ উঠিল, চপলা হাসিল, বজ্র গর্জ্জিল, আমি সভয়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলাম। পৃথিবী নীরব—নিস্তব্ধ, বাতাসের বিন্দু মাত্রও নাই, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত স্পন্দহীন; আমি মনে করিলাম, ভয়ানক বৃষ্টির সূত্রপাত; এক্ষণে কি করি, এই অপরিচিত গ্রামে বিশেষ রাত্রিকালে—কাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হই! আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ দূর হইতে একটা " সন্ সন্ " শব্দ আসিতে লাগিল,—প্রথমতঃ আমি মনে করিলাম বৃষ্টি আসিতেছে, কিন্তু তাহা নহে—ঝড়! পবনদেব প্রবল বেগে অবনীমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন; রাজমার্গের পার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহ দুলিতে লাগিল, হেলিতে লাগিল, কাঁপিতে লাগিল; কোথাও বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া মড় মড় শব্দে নীচে পতিত হইল, কোথাও গ্রামস্থ কুটীরের মট্‌কা উড্ডীয়মান হইয়া গেল, কোথাও বা অট্টালিকার বাতায়ন পতনের শব্দ হইতে লাগিল। শুদ্ধ ঝড় নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি; আমি দ্রুতপদে সম্মুখস্থ একটী অট্টালিকার দ্বারে গিয়া আঘাত করিলাম—কাহারও সাড়া পাইলাম না; বাত্যা ও শিলাঘাতে উৎপীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলাম, তত্রাচ কাহারও উত্তর নাই; কিয়ৎক্ষণ পরে উপরের বাতায়ন হইতে শ্বেতজামাধারী এক ব্যক্তি মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল " কে গা তুমি? "

আমি বলিলাম " অতিথি—উৎপিড়ীত। "

ব্যক্তিটী উত্তর করিল "কার কি? এত রাত্রে অতিথি আসিবার জো নাই," এই বলিয়া পুনরায় জানালাটী বন্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

এদিকে শিলাঘাতে আমার শরীর ব্যথিত হইতে লাগিল; কি করি? এই ভয়ানক সময়ে কোথায় গিয়া উপস্থিত হই—আর কেইবা আমাকে আশ্রয় দান করে; এইটী ভাবিতে ভাবিতে চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিতে লাগিলাম; অকস্মাৎ বিদ্যুতালোকে দূরস্থ একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ন্যায় আমার নয়নপথে পতিত হইল; আমি তদ্দর্শনে দ্রুতপদে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ হস্তদ্বারা ইহাকে কুটীর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল; যাহা-হউক আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না, কারণ ভাবিলাম, যদি কেহ অভ্যন্তরে থাকে তাহাহইলে হয় ত আমাকে অনাহুত দেখিয়া রুষ্ট হইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া রহিলাম—কাহারও শব্দ নাই; সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটী ধানের কক্ষই। আমি যতই গমন করিতে লাগিলাম ততই একত্র সঞ্চিত শস্যরাশির কোমলত্ব অনুভব করিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে তদুপরি আপন অঞ্চল বিস্তারিত করিয়া শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমি কতকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা জানি না; অকস্মাৎ আমার পার্শ্বস্থ অপর একখানি কুটীরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জাগরিত হইলাম, অনুমানে বুঝিলাম তিন জন লোক কথোপকথন করি-তেছে; স্থানটী বাড়ীর অন্দরমহল, এবং আমিও সেই সীমার অন্তর্গত।

১ম ব্যক্তি বলিতেছে, "কে খুন কল্লে তাহা এক্ষণে জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু কোম্পানির মুল্লুক, অবশ্যই ধরা পড়্‌বে।"

২য় ব্যক্তি। বেশ করেছে, ব্যাটা যেমন পাজি—গরিব দুঃখীর অন্দর মহলের দিকে নজর করে—তেমনি ব্যাটাকে এক কোপেই নিকেশ করেছে।

৩য় ব্যক্তি। কোথায় খুন কল্লে?

২য় ব্যক্তি। কেন, সেই তেমাত্রার মাঠে—শালা রাত্ দুপুরের সময় কার ঘর মজাবার পন্থায় ছিল।

৩য় ব্যক্তি। উত্তম করেছে; আমি শুনেছি শালা যাকে হাতগত কর-

বার পম্থায় ছিল, আগে হতে তার সোয়ামীকে জমিদারের সঙ্গে সড়করে হাজতে পুরেছিল; সেই দিন রাত্রেই তার সোয়ামী হাজত থেকে পালিয়ে এসে এই কাজ করেছে।

আমি শুনিবামাত্রই চমকিত হইলাম, কারণ পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি এইরূপ একটি ঘটনার বিষয় কিয়দংশ জ্ঞাত আছি। আমি যে রাত্রে শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক ধৃত হই, সেই রাত্রে হরিচরণ কারাগার হইতে পলায়ন করে এবং সেই রাত্রেই শ্রীনিবাস শকট হইতে "খূন্ কর—খূন্ কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, সেটীও এই উল্লিখিত তেমাত্রার মাঠে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে উপস্থিত হত্যাকারীটী কে? এবং কাহাকেই বা খুন করিয়াছে। সাধুই বাসন্তিকাকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হরিচরণ যে বাসন্তিকার জন্য সাধুকে খূন করিবে, এটী কখনই বিশ্বাস-যোগ্য নহে, কারণ হরিচরণকে এরূপ নীচপ্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয় না। আর যদিও উপস্থিত কথোপকথনটী তাহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া হয়, তাহা হইলে শ্রীনিবাসইবা শকট হইতে হরিচরণকে এরূপ আদেশ করিবে কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, বোধ হয় উহারা অপর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে।

১ম ব্যক্তি বলিল, "যাহোক্ ভাই, আমাদের ও সব কথায় কাজ নাই; কি জানি যদি কোন পুলিসের লোক শুনিতে পায় তাহলে, আমাদের গেরেপ্তার করে নিয়ে যাবে।"

২য় ব্যক্তি। হাঁ, তা বই কি—চল আমরা এক্ষণে চাসে যাই—বেলা অধিক হয়েছে—বোরা ধান কাট্‌তে হবে। এইরূপ বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আমি তাহাদিগের গমনকালীন পদশব্দ পাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইলাম, কারণ এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের সাড়া পাইয়া আমি আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; যাহাহউক এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে, যত শীঘ্র পারি অগোচরে বিদায় হওয়াই উত্তমকল্প; এইরূপ

চিন্তা করিয়া আমি তথা হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলাম—কেহ দেখিতে পাইল না।

পাঠক মহাশয় জানিবেন, আমি গত রাত্রে বিজয় বাবুকে আমার কারাগৃহে আগত দেখিয়া উদ্বিগ্নতাপ্রযুক্ত অনাহারী ছিলাম, এক্ষণে যতই পদচালনা করিতে লাগিলাম—যতই রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, ততই বুভুক্ষা প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে লাগিল—ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; অবশেষে এরূপ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম যে, পদচালনার আর শক্তি রহিল না। আমি একবার মনে করিলাম, নিকটস্থ কোন দোকানে গিয়া খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করি; কিন্তু আমার নিকট এমন কিছু সম্বল ছিল না যে, তাহার বিনিময়ে কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী আহরণ করি; মাঠাকুরাণীর প্রদত্ত যে স্বর্ণ-বলয় ছিল তাহাও দস্যুদিগকে দিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে উপায় কি? কিরূপে আত্মরক্ষা করি? এরূপ বয়সে লোকের দ্বারস্থ হইলে তাহারাই বা কি বলিবে? কিন্তু এই যুক্তিটী অতি অল্পকাল হৃদয়ে স্থায়ী হইল; আমি অনতিবিলম্বে একটী অট্টালিকার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারের উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, একখানি কাষ্টফলকে "ব্রাহ্ম-আশ্রম" বলিয়া উল্লিখিত আছে; মনে মনে আহ্লাদিত হইলাম, কারণ আমি শুনিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মরা দয়াশীল, আমার ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত ও দীনদুঃখীদিগকে শান্তিদান করে; আমি এইরূপ ভাবিয়া মুক্তদ্বার দিয়া একেবারে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, একটী গৃহের অভ্যন্তরে দুই জন অল্পবয়স্ক যুবা ও অপর একটী পরম রূপবতী কামিনী বসিয়া আছে। সম্মুখস্থ একটী টেবিলের উপর একখানি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যাইবামাত্র তাহারা সকলে বিস্মিতভাবে আমার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা বলিতে পারেন, এইটী কি ব্রাহ্মদিগের আশ্রম?"।

স্ত্রীলোকটী বলিল, "হাঁ; আপনার কি প্রয়োজন?"

আমি বলিলাম, "আমি একবার আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, তিনি কোথায়, যদি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন।"

বলিতে না বলিতে একটী প্রবীণ লোক পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ইঁহাকে দেখিতে অতি পরিপাটিস্যুন্দর ও দীর্ঘকায়, মুখখানির সাধুভাব দেখিয়া আমি ইঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্থির করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিয়াই যেন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন "একে? তোমার এখানে আসিবার অভিপ্রায় কি?"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে আমি বলি;—আমি ক্ষুধার্ত্ত, এমন কি দুর্ভিক্ষউৎপীড়িত প্রায়; অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু খাদ্য সামগ্রী অনুমতি করিয়া দেন তাহাহইলে আমি বাধিত হই।" এই বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্যের কথা, আমি এরূপ প্রশ্রয় কখনই দিতে পারি না; কারণ, তোমাকে দান করিবার পূর্ব্বে আমার জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে, তুমি যথার্থ দানের পাত্রী কি না; তোমাকে দেখিয়া দুশ্চরিত্রা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি যে, আমি দুশ্চরিত্রা নহি।"

এই কথা বলিবার সময়ে সকলে আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, "এটী কি কখনই সম্ভাবনীয় হইতে পারে? তোমাকে দেখিয়া ভদ্রবংশজা বলিয়া বোধ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত তুমি দেখিতেও রূপবতী; অতএব তোমার চরিত্রের কোনরূপ মালিন্য না থাকিলে এরূপ অবস্থায় পড়িবে কেন?"

আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনাদিগের নিকট আমার কিছুই গোপন করিবার আবশ্যক নাই; আমি কোন দুষ্ট লোকের কুহকে পড়িয়া আবদ্ধ হইয়াছিলাম, কোন রূপে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া এরূপ বিপদে পড়িয়াছি।"

আচার্য্য। ভাল, সে দুষ্ট লোকটী কে?

আমি বলিলাম, "তিনি একজন পরিচিত ডাক্তর—বোধ হয় আপনারাও তাহাকে চিনিতে পারিবেন, তাহার নাম বিজয়বাবু।"

"বিজয়বাবু!" অকস্মাৎ পার্শ্বস্থ ঘর হইতে এইরূপ একটী কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; শ্রবণমাত্রেই শব্দটী পরিচিত বলিয়া আমার বোধ হইল; পরক্ষণেই গোবিন্দ বাবু আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি অশ্বারোহী হইয়া সাধুচরণ ও অপর একজনের সহিত বাসন্তিকার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া হরিচরণের সহিত কলহ করিয়াছিলেন। যাহাহউক গোবিন্দ বাবু আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "এ কি? সুশীলা যে!"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ বাবু! আপনি কি উহাকে জ্ঞাত আছেন?"

গোবিন্দবাবু। বিলক্ষণ, আমি উহাকে জানিনা? ও মাগী হরনাথ বাবুর বাড়ী চাকরী করিত, সম্প্রতি বিজয়বাবু উহাকে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, সেদিন বিজয় বাবুর সহিত এক গাড়িতে বসিয়া যাইতেছিল; হরনাথবাবু দেখিয়াছিলেন এবং তিনিই আমাকে আপন মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলেম; ভাবিলাম স্ত্রীলোকদিগের ইহা অপেক্ষা আর কি অপযশঃ আছে—ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখে কাতর হইয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তবে উহাকে কোনরূপ সাহায্য করা যাইতে পারে না—কি বলেন? দুষ্ট স্ত্রীলোকদিগের এরূপ শাস্তি হওয়াই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়।"

আমি তাঁহাকে করযোড়ে বলিতে লাগিলাম, "মহাশয়! আমি দুশ্চরিত্রা নহি—একান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও উৎপীড়িত।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে উপবিষ্ট যুবকদ্বয় সরোষে বলিয়া উঠিল, "যা মাগি যা, তোর এখানে কিছুই হবে না, যদি ভাল চাস্ ত এখান হইতে চলিয়া যা।"

আমি তাহাদিগের কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম; কিন্তু এক্ষণে কোথায় যাই? আমার ন্যায় কাঙ্গালিনীর রাজপথ ব্যতীত আর আশ্রয় স্থান কোথায়? যাহাহউক আমি সে স্থান হইতে অপসৃত হইয়া রাজমার্গে উপস্থিত হইলাম, ও পূর্ব্বোক্ত অপকলঙ্কটী স্মরণ করিয়া মনে মনে যার পর নাই লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে লাগিলাম।

এদিকে ক্ষুধায় আকুল; শরীর অবসন্নপ্রায়, দুর্ব্বল ও অশক্ত। স্ত্রীজাতি ক্ষুধার্ত্ত হইলে সে কথা কাহাকেও বলিবার নহে—লজ্জা, ঘৃণা ও নিন্দা; কিন্তু সে সময় আমার কিছুই জ্ঞান ছিলনা, এবং এক্ষণেও আপন জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া লজ্জার মাথা খাইয়াছি, পাঠক মহাশয় আমার এরূপ বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।

যাহাহউক আমি এইরূপ অধৈর্য্য হইয়া স্থির করিলাম, এক্ষণে কোন গৃহস্থের বাড়ী গিয়া আতিথ্য স্বীকার করি—অবশ্যই কেহ না কেহ আমাকে দয়া করিবে; এইরূপ মনে করিয়া নিকটস্থ একখানি পর্ণকুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পর্ণকুটীরখানি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; এখানি দেখিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বাসন্তিকার ঘরখানি আমার মনে হইল, কারণ সেখানিও ইহার ন্যায় পরিচ্ছন্ন। যাহাহউক আমি তথায় প্রবেশ মাত্রেই দেখিলাম একটী ঘরে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছে। আমি যাইবামাত্র বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা তুমি? কোথা হইতে আসিলে?"

আমি বলিলাম, "আমি নিরাশ্রয়ী পথিক—অনাহারী; কাহার নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইলাম না।" এইটী বলিবামাত্রই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বৃদ্ধা তদ্দর্শনে করুণস্বরে বলিল, "আহা! বাছা—আইস, আমি তোমাকে খাইতে দিব; তোমাকে দেখিয়া ভদ্রলোকের কন্যা ও বিপদ্‌গ্রস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইকথা বলিয়া বৃদ্ধা ডাকিল, "বিজয়া—বিজয়া!"

বলিতে না বলিতে এক জন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক আমাদিগের সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে দেখিতে সুশ্রী ও গৌরবর্ণ; বয়স প্রায় ২৪।২৫ বৎসর হইবে। তাহার কপালে সিন্দূর ও হাতে নোয়া দেখিয়া তাহাকে সধবা বলিয়া স্থির করিলাম। যাহাহউক সে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাহাকে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিতে আদেশ করিল।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমা! ইনি কেগা?"

বৃদ্ধা। জানিনা বাছা—আহা! অনাহারী!!

বিজয়া আর কিছু না বলিয়া সশব্যস্তে কুটীর হইতে বহির্গত হইল; আমি ও বৃদ্ধা কক্ষে রহিলাম।

বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বাছা! তোমার বাড়ী কোথায়? আহা! তোমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ী বোধ হয় আপনি জানিতে পারিবেন "মহিষরাখায়—দিলেকাষ হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ পথ।"

বৃদ্ধা। তা তুমি এদিকে কি জন্য আসিয়াছিলে?

আমি। আমি আপততঃ হরনাথ বাবুর বাড়ী চাকরী করি, দুর্দ্দৈব-বশতঃ এ অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমি আর অধিক বলিলাম না, কারণ আমি যদি বৃদ্ধাকে আমার কারাবাসের কথা জ্ঞাত করি, তাহা হইলে প্রথমতঃ আমাকে হরনাথ বাবুর স্ত্রীর দুশ্চরিত্রটী প্রকাশ করিতে হয়; যেহেতু তিনিই আমার এই সমস্ত কষ্টের প্রধান কারণ। আর দ্বিতীয়তঃ হয়ত বৃদ্ধা আমাকে অসচ্চরিত্রা সন্দেহ করিয়া আমার প্রতি রুষ্টা হইতে পারেন; এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাকে উপরোক্ত উত্তরটী দিলাম।

যাহাহউক আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় বিজয়া একখানি পাত্রে করিয়া কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমি তদ্দর্শনে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম, "আপনারা আমাকে প্রাণদান করিলেন; আমি আপনাদিগের নিকট কিপর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না— জগদীশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন।"

আমি এইরূপ বলিবামাত্রই অকস্মাৎ কুটীরদ্বারে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি গোবিন্দ চৌধুরী—হরিশবাবু বাড়ী আছেন?"

কি সর্ব্বনাশ!! সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! যে কণ্ঠস্বর বাসন্তিকার গৃহে আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—যে কণ্ঠস্বর অদ্য আমাকে "ব্রাহ্মআশ্রম" হইতে নৈরাশ করিয়াছে—সেই অবহেয়—দুশ্রাব্য গোবিন্দ-বাবুর কণ্ঠস্বর! শুনিবামাত্রই ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল।

বৃদ্ধা বলিল, "না গো—সে বাড়ী নাই; তুমি একবার এদিকে আইস দেখি, তোমার সহিত আমার কথা আছে।" এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে গোবিন্দ বাবু প্রবেশ করিলেন—বিজয়া তদ্দর্শনে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

গোবিন্দবাবু গৃহে প্রবেশ মাত্রেই বলিলেন, "একে! এ মাগী আবার এখানে কোথা হইতে আসিল!"

আমি তাহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করযোড়ে বলিলাম, "গোবিন্দবাবু! আমি আপনাকে মিনতি করি—আপনার চরণদ্বয় আমার মস্তকে ধারণ করি, আপনি এখানে আমার অপকলঙ্কটি ব্যক্ত করিবেন না—এরূপ আশ্রয় হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না; আমি ক্ষুধার্ত্ত—মৃতপ্রায়।"

গোবিন্দবাবু সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "দুষ্টা স্ত্রী! আমি কখনই এরূপ দান করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিতে পারিনা।"

"কিন্তু শুনুন্—শুনুন্," এই বলিয়া আমি নিকটে গিয়া তাহার চরণ ধরিলাম, ও বৃদ্ধার বিস্মিত মুখ পানে চাহিয়া বলিলাম, "মাঠাকু-রাণি! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি অপরাধিনী নহি, বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবেন না।"

বৃদ্ধা বিস্মিতভাবে গোবিন্দ বাবুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "ইহার অর্থ কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

গোবিন্দ বাবু। তোমাকে জ্ঞাত করিতে যদিও আমি দুঃখিত, তত্রাচ কর্ত্তব্য কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বলিতে হইল ; ওমাগী পূর্ব্বে হরনাথ বাবুর বাড়ী চাকরী করিত, পরে বিজয় বাবুর সহিত দুশ্চরিত্রা হইয়াছে।

আমি শুনিবামাত্রই ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ন হৃদয়ে বলিয়া উঠিলাম, "কখনই না—কখনই না! ওসমস্ত অলীক ও চাতুরী—বিজয় বাবু আমাকে কৌশল করিয়া সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন; তাহার সহিত আমার কোন রূপ সম্পর্ক নাই।"

গোবিন্দ বাবু। কি আশ্চর্য্য! একটা দুষ্কর্ম্ম ঢাকিবার জন্য শত শত মিথ্যা বলা উচিত নহে; তুই অসচ্চরিত্রা তাহা কে না জানে?

আমি বলিলাম, "গোবিন্দ বাবু! আপনাকে মিনতি করি, অগ্রে আপনি আমার সমস্ত বৃত্তান্তটী শুনুন, পরে যেরূপ হয় করিবেন।"

বৃদ্ধা, গোবিন্দ বাবুকে এ বিষয় অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, "কিছুই শুনিবার আবশ্যক নাই—ওমাগী নিশ্চয়ই দুষ্টলোক ; হরনাথ বাবু নিজে দেখিয়াছিলেন—ও এক দিন গাড়ী করিয়া বিজয়ের সহিত বেড়াইতে যাইতেছিল।"

আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম ও ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলাম, "না—না; ও সমস্তই চাতুরী—ষড়যন্ত্র; ব্যক্তিটী বিজয় বাবু নহেন—এক জন স্ত্রীলোক আমাকে বিজয় বাবুর রূপ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে গোবিন্দ বাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগিনি দুষ্টা স্ত্রী! তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে, আমরা তোর চাতুরী কিছুই বুঝিতে পারি না—যা, এখান হইতে চলিয়া যা।"

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তাহার আর সন্দেহ কি? যাহাহউক আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, তুমি এরূপ কুপথে দাঁড়াইয়াছ। তুমি যে ক্ষুধার্ত্ত তাহা আমি স্বীকার করি, সেই হেতু তোমার সম্মুখে খাদ্য সামগ্রী দিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; এক্ষণে আহার করিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যাও।"

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আপনি অতি দয়াশীল তাহা আমি

পূর্ব্বেই জানিয়াছি, এবং তজ্জন্য আপনাকে সাধুবাদ করি ; কিন্তু যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দান করিতে চাহেন, তাহাহইলে আমি সে দানের গ্রহণেচ্ছু নহি ; অতএব মিনতি এই যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সমস্ত বৃত্তান্তটী অনুধাবন করুন।"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "না—না ; আমাদিগের শুনিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই ; তোমার মত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে আমরা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি না—তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

আমি আর কোন উত্তর না দিয়া শূন্যহৃদয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। পাঠক মহাশয় জানিবেন, "ভিখারিণীর এক দ্বার মোদা, শতেক দ্বার খোলা," আমি এইটী মনে করিয়া অপর একটী অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম।

আমি যে সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হই, সে সময় বহির্বাটীর নীচের একটী গৃহে এক জন অল্পবয়স্ক যুবা বসিয়াছিল ; আমাকে দেখিবামাত্র সে বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কে গা তুমি ? এ বয়সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ ? তোমাকে ত কখন এ গ্রামে দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না ; আমি পথিক—অনাহারী ও ক্ষুধার্ত্ত।" এই বলিয়া আমি লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম।

ব্যক্তিটী পুনরপি বলিতে লাগিল, "বাহোবা ! এমন সুন্দর ভিখারিণী ত কখন দেখি নাই ;—হ্যাঁগা তোমার বাড়ী কোথায় ?"

আমি তাহার এরূপ সম্বোধন শুনিয়া সঙ্কুচিতভাবে দ্রুতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারিলাম না।

যাহাহউক আমি তাহার দ্বারটী অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় যুবক আপন গৃহভ্যন্তর হইতে বলিয়া উঠিল, "ওহে—কেদার বাবু ! আরে শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস—এক মজা দেখিয়া যাও !"

আমি তচ্ছ্রবণে ভয় ও আতঙ্কে যথাসাধ্য দ্রুতগমন করিতে লাগিলাম। পরক্ষণে তাহারা দুই জনে বহির্দ্বারে আসিয়া আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে

লাগিল, "ওগো বাছা! শুনে যাও, শুনে যাও—তোমার কি চাই, আমরা দিতেছি—আইস।" আমি সে কথায় আর কাণ না দিয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলাম; মনে মনে আতঙ্ক হইল—ভাবিলাম হয় ত দুরাত্মারা আমার পশ্চাৎ আসিতেছে; কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম না, কারণ দেখিবার আবশ্যক ছিল না।

অনেক দূর আসিয়া পড়িলে অকস্মাৎ আমার পশ্চাতে দুই জনের পদশব্দ পাইলাম; মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম সেই দুই জন যুবক আমার পশ্চাতে আসিতেছে! কি সর্ব্বনাশ!! আমি সভয়ে একটী দোকানে ঢুকিয়া পড়িলাম, পরে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি যে দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেটী রাজপথের পার্শ্বস্থ; তাহার দ্বারে এক জন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক একটী শিশু সন্তান লইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সন্তানটীকে তাহার স্তন পান করিতে দেখিয়া আমি তাহাকে গর্ভধারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম; যাহাহউক আমি যাইবামাত্র স্ত্রীলোকটী বলিল, "কি গা!—কি হইয়াছে? তুমি অত দৌড়িয়া আসিলে কেন?"

আমি সভয়ে বলিলাম, "দেখিলে না, দুই জন লোক আমার পশ্চাতে আসিতেছিল—দুরাত্মারা কদাচারী।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "উহাদিগের সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

আমি। আমি উহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, ইহা ব্যতীত আর আমার কিছুই অপরাধ নাই।

আমাকে ভিক্ষোপজীবী শুনিয়া স্ত্রীলোকটী আমার প্রতি বিস্মিত ভাবে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "তুমি কি ভিখারিণী! না!—তোমাকে ভদ্রলোকের কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছে!"

আমি তাহার প্রমুখাৎ এরূপ শুনিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই তাহাকে জ্ঞাত করিলাম ও বলিলাম, "আমি ক্ষুধার্ত্ত, সেই হেতু উহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

শুনিবামাত্রই স্ত্রীলোকটীর নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল—বলিল, "আহা!—তা তুমি কি কিছু খাইবে?" এই বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল।

যদিও তাহার প্রদত্ত সামগ্রীগুলি অল্প ও কদর্য্য, তত্রাচ সে সময় আমি তাহা অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম।

স্ত্রীলোকটী বলিল, "তুমি আপাততঃ এইখানে একটু অপেক্ষা কর—উহারা চলিয়া গেলে যাইও, কি জানি, যদি পুনরায় তোমার পশ্চাতে গমন করে।"

আমি বলিলাম, "তোমার দয়ার সীমা নাই, আমি তোমার নিকট কি পর্য্যন্ত বাধ্য রহিলাম তাহা বলিতে পারিনা—পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

স্ত্রীলোকটী সে কথায় মনোনিবেশ না করিয়া বলিল, "হ্যাঁগা! তুমি যদি হরনাথবাবুর বাড়ীতে থাক, তাহা হইলে বোধ হয় বলিতে পারিবে তাঁহার বাটীতে যে দুর্ঘটনাটী হইয়াছিল তাহার কি হইল?"

আমি শুনিবামাত্র ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; "দুর্ঘটনা!—কিসের?" যেহেতু আমি মনে করিয়াছিলাম যে, মাঠাকুরাণী হয় ত তাঁহার স্বামীর সহিত মনান্তর হওয়াতে আত্মহত্যা হইয়া থাকিবেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি আমার নিকট এইরূপ অভিপ্রায় একবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকটী বলিল, "কেন? তুমি এই বলিলে আমি হরনাথবাবুর বাড়ী থাকি—সেই খানেই যাইতেছি, তবে কি তুমি সে কথা কিছুই জাননা না?"

"না; আমি আজ প্রায় দুই তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলাম না, সেই হেতু তথাকার সংবাদ কিছুই জানিনা; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দুর্ঘটনাটী কি, বলিয়া দাও, আমি যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইতেছি।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "শুন নাই? হরনাথ বাবুর খানসামা সাধুচরণ খুন্ হইয়াছে।"

আমি বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলাম, "অ্যাঁ—খুন্!—কে করিল?"

স্ত্রীলোক। কি জানি—শুনিয়াছি এক জন চাষী তাহাকে মারিয়াছে—তাহার নাম "হরিচরণ"।

আমি শুনিবামাত্রই বিস্মিত ভাবে বলিলাম, "হরিচরণ!! না—কখনই এরূপ হইবে না।" এই বলিয়া আমি অনন্য মনে সেই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, আজ সকালে যে সেই কক্কইবাড়ীতে চাষীদিগের মুখে খূনের কথা শুনিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহাই এই।

স্ত্রীলোকটী আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিল, "তুমি কি চিন্তা করিতেছ? সাধুচরণ কি তোমার কেহ হয়?"

"না—সাধুচরণ আমার কেহ নহে; তবে হরিচরণকে আমি জানি, সে নিরপরাধী ও সরল; অতএব তাহার এরূপ আচরণ কখনই সম্ভবনীয় নহে; বোধ হয় লোকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া থাকিবে। আহা! সরল হৃদয়া বাসন্তিকার অদৃষ্টে কি ঘটিবে!" এইরূপ বলিয়া আমি অধৈর্য্য-প্রযুক্ত কপালে করাঘাত করিলাম।

স্ত্রীলোকটী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তবে বুঝি তুমিই তাহার বাসন্তিকা—নতুবা এরূপ অধৈর্য্য হইবে কেন?"

আমি বলিলাম, "না—বাসন্তিকার সহিত আমার প্রণয় আছে; যাহাহউক তুমি কি আর কিছু শুনিয়াছ?"

স্ত্রীলোক। হাঁ; হরিচরণ খূন করিয়া একজন স্ত্রীলোক ও আর একটী বৃদ্ধার সহিত সেই রাত্রে পলায়ন করে; তাহার নিকট কিছু টাকা ছিল—তাহাও পাওয়া গিয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "অ্যাঁ—টাকা! বোধহয় তাহার কাছে দুইটী স্বর্ণমুদ্রা ও ছয় খানি ২০ টাকা করিয়া ব্যাঙ্কনোট থাকিবে; কারণ আমি জানি, সেই রাত্রে আমিই তাহাকে ঐ টাকা মাঠাকুরাণীর নিকট হইতে পাওয়াইয়া দি।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "কত টাকা তাহা আমি বিশেষ জানিনা, কিন্তু সেই টাকা ও তাহার সহিত সাধুচরণের বিদ্বেষ থাকাতেই হরিচরণ খূনী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।"

আমি তাহার এরূপ বাক্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম, "তাহাকে তুমি এখন খূনী বলিয়া নিশ্চয় করিতে পার না; কারণ যতক্ষণ না তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ তাহাকে অপরাধী বলা যুক্তিসম্মত নহে।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "দোষী নহে কিসে? তবে শুন, আমি তাহার বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিতেছি। গত শিবরাত্রের দিন সাধুচরণ তাহার সহিত কলহ করিয়া তাহাকে হরনাথ বাবুর নিকট কয়েদ করাইয়া দেয়। কারাগারটী বোধ হয় তুমি জানিবে, হরনাথ বাবুর নহবদখানার উপর—কারণ তুমি হরনাথবাবুর বাড়ীতেই থাক। যাহাহউক যে রাত্রে সে কয়েদ হয়, সেই রাত্রেই সেখান হইতে কোনরূপে পলায়ন করিয়া "কেদোরজলার" তেমাত্রার কাছে সাধুকে খূন করে, ও তাহার নিকট যে কিছু টাকা ছিল তাহা কাড়িয়া লয়। মহিষরাখার কাছারীতে এ বিষয় তদন্ত হইয়া মকদ্দমা দায়রাসাবুদ হইয়াছে, এক্ষণে আগত সোমবারে হুগ্‌লীর বড় আদালতে ইহার বিচার হইবে। বোধ হয় হরিচরণের ফাঁসি হইতে পারে।"

আমি শুনিবামাত্রই শিহরিয়া উঠিলাম; কারণ হরিচরণের ঘটনাটী যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমি মনে মনে এক প্রকার বুঝিয়াছিলাম। যাহাহউক আমি ব্যগ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বলিতে পার হরনাথ বাবুর বাড়ী এখান হইতে কতদূর? আর হুগ্‌লীর কাছারীই বা কতটা হইবে?"

দোকানী স্ত্রীলোকটী দেখাইয়া দিল, "এই যে দুইটী রাস্তার সীমা দেখিতেছ, ইহার একটী ধরিয়া বরাবর চারি ক্রোশ যাইলে হরনাথ বাবুর বাড়ী পাইবে, ও অপরটী ধরিয়া যাইলে হুগ্‌লীর কাছারীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে।"

আমি শুনিবামাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলাম—বলিলাম, "আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই—আমি চলিলাম।"

অনেক দূর গেলাম, এক ক্রোশ—দুই ক্রোশ অতিবাহিত হইল, তবুও বিশ্রাম নাই—বিরাম নাই। গত রাত্রি প্রায় জাগ্রত ছিলাম এবং এক্ষণে অনাহারী বলিলেও অত্যুক্তি নহে; কিন্তু এসময়ে হরিচরণের বিপদটী স্মরণ

করিয়া আপন শারীরিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—অন্যমনে তাহাই আন্দোলন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পল্লিগ্রামের পথ একে নির্জ্জনপ্রায়, তায় সায়ংকালীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমার সন্নিকট দুই চারি জন লোক আসিতেছিল, তাহারা কেহ কেহ আমাকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কেহ বা অতি কদর্য্য গান গাইতে আরম্ভ করিল—আমি বধিরপ্রায় আপন মনে ও দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা ও দ্রুত আগমন প্রযুক্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু তত্রাচ গমনে ক্ষান্ত নাই—আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া সন্নিকট একটি অট্টালিকার দ্বারে গিয়া আঘাত করিলাম—দেখিলাম দ্বার বন্ধ! মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল—চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম; তাহার পর কি হইল তাহা আমি জানি না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায়?

Look to it, every one that bars my acess ;
I have a heart to feel the injury,
A hand to right myself, and, by my honor
That hand shall grasp what gray-beard Law denies me.

The Chamberlain,

আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, একটী হর্ম্ম্যমধ্যে পালঙ্কে শুইয়া আছি। ঘরটী অন্ধকার ; চতুর্দ্দিকের জানালা, দরজা, আবদ্ধ; শুদ্ধমাত্র পার্শ্ব দিয়া অল্প অল্প আলো আসিয়াছে। আমার পালঙ্কের এক পার্শ্বে কতকগুলি ঔষধের শিশি সাজান রহিয়াছে এবং উপাধানের নিকট একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে; আমি মনে মনে ঘরটীকে পীড়িত ব্যক্তির ঘর বলিয়া অনুভব করিলাম।

ক্রমে আমার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও বিবেচনাশক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল, তখন আপন অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য সমভাবে শয়ন করিয়া ক্রমান্বয়ে দুই তিনটী বস্তুর প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিলাম, দেখিলাম—জানালা, দরজা, ছবি, মশারি—নিশ্চয় করিলাম, আমি কোন একটী গৃহে পীড়িত অবস্থায় আছি। পার্শ্বস্থ প্রৌঢ়া হয় ত এই বাড়ীর পরিচারিকা হইবে—আমার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কোথায় আসিয়াছি? ইহা স্থির করিবার জন্য আপন পূর্ব্ব বৃত্তান্তগুলি স্মরণ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, আমি প্রথমতঃ শ্বেত অট্টালিকায় আবদ্ধ হই—পরে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া

লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। রাস্তায় দুইটী লোক আমার পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিল—আমি ভয়ে একটী দোকানের ভিতর ঢুকিয়া যাই—দোকানী স্ত্রীলোক আমাকে খাইতে দেয় ও হরিচরণের বৃত্তান্তটী জ্ঞাত করে। এইটী স্মরণ হইবামাত্রই আমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "আমি কোথায়? আর কতক্ষণই বা এখানে আসিয়াছি?"

পার্শ্বস্থ স্ত্রীলোকটী আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল" আহা! বাছা আবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—কি হবে গা!!"

আমি তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বলিতে পারেন—আমি কোথায় আসিয়াছি?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "বলিব—তুমি ওরূপ চীৎকার করিও না, পুনরায় মূর্চ্ছা যাইবে।"

আমি বলিলাম, "আপনার কোন আশঙ্কা নাই—বলুন, আমি কোথায় আসিয়াছি—আর কবে আসিয়াছি?"

স্ত্রীলোকটী ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তবে মনে করি; আজ শুক্রবার হইল—তুমি গত বুধবারে এখানে আসিয়াছ।"

আমি বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "আজ শুক্রবার! তবে এখনও সময় আছে।"

আমার এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ বোধ হয় পাঠকমহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন। সে সময় হরিচরণের বিচারের দিনটী আমার স্মরণ হইয়াছিল, কারণ, আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, হয় ত সোমবার অতিবাহিত হইয়া থাকিবে এবং হয় ত অভাগা হরিচরণ আমার বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজদণ্ডের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবে। যাহাহউক আমি দোকানী স্ত্রীলোকটীর মুখে এইরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিলাম।

স্ত্রীলোকটী বলিল, "ঐ দেখ, আমি ত সেই জন্যই বলিতেছিলাম, তুমি কথা কহিও না—মূর্চ্ছা যাইবে।"

আমি স্ত্রীলোকটীর এরূপ স্নেহ দেখিয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম ও বলিলাম, " আমি মূর্চ্ছা যাই নাই,—আপনার সহিত কথা কহিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, " তবে কথা কহিতেছ কেন? আমি ত বলিলাম একটু সুস্থ হও—তোমাকে সমস্তই বলিব।"

আমি বলিলাম, "না, আপনি আমাকে এখন বলুন—এটী কাহার বাড়ী? আর কি রূপেইবা এখানে আসিলাম—আমি শুনিতে উৎসুক হইয়াছি।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, " তবে শুন—এটী জয়চাঁদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। ইহারা অতিশয় বড়মানুষ। জয়চাঁদবাবুর বাপ পূর্ব্বে কাপ্তেনী কর্ম্ম করিয়া বিষয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে ইনি "প্যান্সেন্" পাইতেছেন। গ্রামে ইহাদিগের মত দয়ালু লোক আর নাই। জয়চাঁদবাবু গত বুধবার সন্ধ্যার পর বাগান হইতে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তুমি অচৈতন্য হইয়া তাঁহার সদর দরজায় পড়িয়া আছ। যাহাহউক, তিনি তোমাকে দেখিবামাত্র, তোমার বাড়ী কোথায়, এইটী জানিবার জন্য অনেক সন্ধান লইয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতে তাহার কোন সন্ধান না পাওয়াতে তোমাকে বাড়ীর ভিতরে আনিতে আদেশ করেন। তাহার বড়ছেলে ও দুই জন দাসী তোমাকে ধরাধরি করিয়া এখানে আনিয়াছে। ঠাকুরদাসবাবু তোমার চিকিৎসা করিতেছেন; তিনি বলেন, তুমি অতিশয় পীড়িত ও দুর্ব্বল; বোধ হয় অনাহার থাকাতে তোমার এইরূপ পীড়া হইয়া থাকিবে; যাহাহউক জয়চাঁদবাবু তোমাকে ভদ্রলোকের কন্যা বিবেচনা করিয়া তাঁহার পরিবারকে তোমার শুশ্রুষার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে তোমার নিকট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, " তবে আমি সত্য সত্যই পীড়িত!"

প্রৌঢ়া। আহা বাছা! তোমার ব্যারাম দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক তোমার জন্য ব্যস্ত। জয়চাঁদবাবু ও তাঁহার ছেলেরা শত বার তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। ডাক্তার দুই বেলা আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইতেছেন, এ সময়ায় মাঠাকুরাণীও দিন রাত্ তোমার নিকট বসিয়া

আছেন—তিনি এইমাত্র উঠিয়া গেলেন। আহা! জ্বরের সময় তোমাকে অধৈর্য্য দেখিয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত কাতর হইতেছিলেন, তাহা কি বলিব!”

আমি বলিলাম, “আমি তাঁহাদিগের সপরিবারের নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধ্য রহিলাম তাহা বলিতে পারি না; যত দিন আমার জীবন থাকিবে—যত দিন আমার দেহে রক্ত সঞ্চালন হইবে, তত দিন আমি তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম—তত দিন আমি তাঁহাদিগের সপরিবারের জন্য জগদীশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিব—তাঁহারা আমার প্রাণ দান করিলেন।”

পরিচারিকা বলিল, “আমিও তোমার জন্য কত দুঃখ করিয়াছি, এবং এক্ষণে তোমাকে কথা কহিতে দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম তাহা বলিতে পারি না।”

আমি বলিলাম, “যাহাহউক আমি এক্ষণে তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বলিয়া দাও।”

স্ত্রীলোকটী বলিল, “কি?”

আমি বলিলাম, “তুমি কি হরিচরণ নামক কোন ব্যক্তির নাম শুনিয়াছ?”

প্রৌঢ়া বলিল, “হাঁ; তুমি প্রালাপ বকিবার সময় শতবার তাহার নাম করিয়াছিলে; বোধ হয় হরিচরণ তোমার কেহ হইবে, কিম্বা হয় ত তাহার সহিত তোমার সম্পার্ক থাকিবে, কিম্বা হয়ত তোমার আলাপী, কিম্বা হয়ত হরিচরণ তোমাদিগের দেশের লোক—তাহার জন্য হয়ত হুগ্‌লী আসিতেছিলে, পথকষ্টে এই বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছ।”

সরলহৃদয়া বৃদ্ধা যে কতবার “কিম্বা হয়ত” কথাটী প্রয়োগ করিল, তাহা আমি বলিতে পারিনা; যাহাহউক আমি সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি বলিতে পারেন হরিচরণের মকদ্দমার দিন কবে ধার্য্য হইয়াছে?”

বৃদ্ধা বলিল, “আমাদিগের দেশে আমি জানিনা তাহার মকদ্দমা কবে হইবে! আজই তাহার মকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে।”

"আজই!! তবে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে অপেক্ষা করা উচিত নহে।" এইরূপ বলিয়া আমি উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলাম, ও তাহাকে বলিলাম "হরিচরণের জীবন মরণ আমার হস্তে— আমি এখনই আদালতে গিয়া তাহার ফাঁসীহুকুম রহিত করিয়া দিব।"

স্ত্রীলোকটী মনে করিল যে, হয় ত আমি প্রলাপ বকিতেছি— একদৃষ্টে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "আমার এক্ষণে প্রলাপের অবস্থা নহে। আমি তোমাকে সজ্ঞানে ও সচৈতন্যের সহিত বলিতেছি যে, জগদীশ্বর আমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এরূপ উৎসাহের সহিত গাত্রোত্থান করাইয়া বসাইয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর—তোমার মাঠাকুরাণীকে একবার আমার প্রণাম জানাও।"

বৃদ্ধা তত্রাচ প্রায় দুই তিন মিনিট্ বিস্মিতভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় সে সময় সে আমার প্রকৃত অবস্থাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

বৃদ্ধা পুনরপি বলিল, "ভাল যদি তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া শুইয়া থাক, ও আর উঠিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে প্রস্তুত আছি।"

আমি বলিলাম, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব, কিন্তু আর বিলম্ব করিও না, যাও। ভাল. তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—এক্ষণে বেলা কত?"

বৃদ্ধা। প্রায় ১১ টা হইবে।

এই বলিয়া বৃদ্ধা বিস্মিত ভাবে আমার প্রতি দুই তিন বার দৃষ্টি করিয়া অন্য মনে কি চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেল; আমি গৃহে শুইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা ও তাহার মাঠাকুরাণী আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাকে দেখিতে সুন্দর ও সুশ্রী—বয়ক্রম প্রায় ৩০।৩২ বৎসর হইবে। স্ত্রীলোক বয়োধিকা হইলে যেরূপ সুন্দর অথচ লাবণ্যশূন্য হইয়া থাকে,

ইহাকেও তদ্রূপ দেখিলাম। যাহাহউক আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করাতেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তাঁহাকে দেখিয়া যেন করুণার প্রতিমাখানি বলিয়া আমার বোধ হইল; বস্তুতঃ সহৃদয়তা, দয়া ও পরোপকার প্রভৃতি যে যে সদ্‌গুণ থাকিলে মনুষ্য ভদ্রসমাজে আদরণীয় হইতে পারে, ইহাতে তাহার অন্যতর কিছুই দেখিলাম না।

আমাকে সচৈতন্য দেখিয়া তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমার দক্ষিণ হস্ত খানি শয্যার বহির্ভাগে পড়িয়াছিল, তিনি অতি যত্নের সহিত আস্তে আস্তে তাহা ধারণ করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে আমাকে দৃষ্টি করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার এরূপ করুণা ও স্নেহ দেখিয়া গলাধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, যেহেতু পাঠকমহাশয় জানিবেন আমার ন্যায় দুঃখিনী পরিচারিকার এরূপ যত্ন করিবার জগতে আর কেহই নাই, এইটী স্মরণ হইবামাত্রই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনারা যখন আমার সহায় আছেন তখন আর আমার আশঙ্কা কি? আমি আপনাদিগের নিকট আমরণ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহাকে আমার জীবনবৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিলাম—আমি কাহার কন্যা—কেনইবা এরূপ দাসত্ব করিতেছি—পিতা আমাদিগকে নিরাশ্রয়ী করিয়া কেনইবা বিবাগী হইলেন? এতাবৎ সমস্তই তাঁহাকে একে একে জ্ঞাত করিলাম। উপসংহারকালে আমি তাঁহাকে হরনাথ বাবুর নাম উল্লেখ করিলাম। তিনি তাঁহাকে চিনিতেন না, সেই হেতু তাঁহার নিকট আমি কিছুই গোপন করিলাম না—হরনাথ বাবু ও বিজয় বাবুর চক্রে পড়িয়া আমি যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, তাহার সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম।

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে যে কোনপ্রকার মালিন্য আছে তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ তোমার মুখখানি দেখিলে

সহজেই নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যাহাহউক সুশীলে! তুমি আমাকে ডাকিয়াছিলে কেন? আমি শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।”

আমি তাঁহার এইরূপ অনুমতি পাইয়া হরিচরণের বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত সমস্তই তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম ও বলিলাম, “আমি যদি অদ্য এই সময়ে আদালতে উপস্থিত না হই, তাহাহইলে নিশ্চয়ই হরিচরণের জীবনের অনিষ্ট ঘটিবে।”

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “এরূপ দুর্ব্বল ও পীড়িত অবস্থায় ডাক্তার তোমাকে বিছানা হইতে উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন, জানি না, তুমি কিরূপে আদালতে যাইবে।”

আমি বলিলাম, “মাঠাকুরাণি! যদি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়, তত্রাচ তাহাতে নিরস্ত হওয়া যুক্তিসম্মত নহে।”

মাঠা। সুশীলে! তুমি ধর্ম্মের আদর্শ—তোমার মত বয়সে এরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক আমি কুত্রাপি দেখি নাই। যাহাহউক, আমি এ বিষয় কর্ত্তাকে জ্ঞাত করি, তিনি যেরূপ অনুমতি করেন—করিব। এই বলিয়া তিনি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়েই আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি জয়চাঁদ বাবুকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলাম। জয়চাঁদ বাবু বলিলেন, “না—না, তুমি শয়ন কর—অসুস্থ অবস্থায় ওরূপ সম্মান করিবার আবশ্যক নাই।” আমি শয়ন করিলে জয়চাঁদ বাবু পুনরপি বলিতে লাগিলেন, “সুশীলে! আমার পরিবারের নিকট তোমার চরিত্রের কথা শুনিয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, যাহাহউক আমরা তোমাকে এরূপ অবস্থায় কোন স্থানে যাইতে দিতে পারি না, কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ, তোমার উপর এক জনের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, তখন আমাদিগের এ বিষয় নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে; যাহাহউক তোমার জন্য একখানি পাল্কী আনাইয়া দিই, তুমি প্রসন্নকে সঙ্গে করিয়া আদালতে যাও।” এইরূপ কথোপকথনের কিয়ৎক্ষণ পর আমরা জয়চাঁদ বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ।

যেন মৃগশিশু সজলনয়নে
দাঁড়ায়ে গিরির শিখরোপরি,
ত্রাসে দাবানল দেখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদস্মরি।

বঙ্গসুন্দরী।

বিচার।

আমি যে সময় হুগলীর কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হই, সে সময় বেলা প্রায় দুই প্রহর। কাছারী লোকে লোকারণ্য—হুগলীগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক খূনীমোকদ্দমা শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে; এতদ্ব্যতীত আমলা, পিয়াদা, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ গিস্ গিস্ করিতেছে। আমি বিচার-গৃহে প্রবেশ মাত্রেই দেখিতে পাইলাম, উচ্চাসনে সারি সারি তিন জন বিচারকর্ত্তা বসিয়া আছেন। নিম্নদেশে একটী টেবিলের চারিধারের কেদারায়, বারিষ্টার, উকীল, কাউনসলী প্রভৃতি বসিয়া গিয়াছেন। কেহ একখানি পুস্তক খুলিয়া দেখিতেছেন—কেহবা অপরের সহিত অস্পষ্টস্বরে কথা কহিতেছেন, কোথাও বারিষ্টার সাহেব সম্মুখস্থ একখানি মুসাবিধা কাগজের উপর নেত্রপাত করিয়া লেখনী চর্ব্বণ করিতেছেন। অপর দিকে সর্ব্ববাদি-সম্মত সভা; ইহাতে কতকগুলি দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বসিয়া আছেন—সকলেই নিস্তব্ধ ও চিন্তাশীল। আমি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িয়া দুই একটী ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলাম, তাহাতে নির্দ্ধারিত করিলাম, ইহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় "জুরী" বলে।

যাহাহউক বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখস্থ একটী কাষ্টবেষ্টনের মধ্যে অভাগা হরিচরণ হস্তবদ্ধ হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান আছে। তাহার পার্শ্বদেশে দুই জন সারজন, প্রহরী স্বরূপ রহিয়াছে। হরিচরণের অদূরে হরনাথ বাবু, গোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীনিবাস, নায়েব, পাইক ও আর আর দুই চারি জন একত্রে দণ্ডায়মান আছেন; ইহাদিগকে দেখিয়া আমি মনে মনে করিলাম; বোধ হয় ইহারা হরিচরণের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া থাকিবেন।

যাহাহউক বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক জন সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইংরাজী করিয়া কি পাঠ করিতে লাগিলেন, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; অনুমান করিলাম, বোধ হয় হরিচরণকে খুনী সাব্যস্ত করিবার জন্য নিম্ন-আদালতের বিচারটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জজ্ সাহেব-দিগকে শুনান হইতেছে। যাহাহউক আমি মনে মনে করিলাম, সাক্ষীদিগের জবানবন্দি এবং অনুবাদক মহাশয়ের কথোপকথন শুনিয়া মোকদ্দমার স্থূল বিবরণটী অনেকাংশে বুঝিতে পারিব; এইটী মনে করিয়া আমি ও প্রসন্ন আপনাদিগের পাল্কীর ভিতর বসিয়া রহিলাম।

প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের জবানবন্দি আরম্ভ হইল। শ্রীনিবাস বলিতে লাগিল, "গত ২১ ফাল্গুণ রাত্রি প্রায় একটার সময়, আমি ও আমার এক জন বন্ধু "কেদোরজলার" মাঠ পার হইতে ছিলাম; কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম দূরে ছায়ার ন্যায় একটী কাল বস্তু পড়িয়া আছে; আমরা প্রথমতঃ উহাকে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই, কারণ রাত্রি তখন ঘোর অন্ধকার; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটী শবদেহ উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে; তখন আমাদিগের ভয় হইল!! কিন্তু সাহসে ভর করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম "সাধুচরণ"!!! সাধুচরণের গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম—তাহার গা শীতল, সেই জন্য বোধ করিলাম অনেক্ষণ মরিয়াছে। তাহার নিকট একখানি ছোরা ছিল; ছোরাখানি প্রায় এক হাত হইবে; তাহার আগাটী শক্ত, মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ স্থূল—বোধ হয় হত্যাকারী তাহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবে। আমি জানিতাম সে রাত্রে তাহার নিকট অধিক টাকা ছিল, সেই জন্য তাহার জামার পাকেটে হাত দিলাম—দেখিলাম পাকেটে

কিছুই নাই—জেবের ভিতরের কাপড় উল্টান রহিয়াছে। সেই রাত্রে হরিচরণ পলায়ন করে, কখন তাহা আমি জানি না। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম আমার প্রভু হরনাথ বাবু তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছেন। আমার মুখে সাধুচরণের খূনের কথা শুনিয়া তিনি হরিচরণকেই খূনী বলিয়া সন্দেহ করেন ও পুলিষে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। পুলিষের লোক তাহাকে সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার করে।"

শ্রীনিবাসের সাক্ষ্য হইয়া গেলে, এক জন গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারের সাক্ষ্য আরম্ভ হইল। ইনি বলিলেন, "গত ২২ ফাল্গুণ তারিখের প্রত্যুষে আমি মহিষরাথার কাছারীতে মৃতদেহটী পরিক্ষা করি; আমার বিলক্ষণ বোধ হইল যে, ব্যক্তিটী আত্মহত্যা হয় নাই, কারণ তাহার পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রের আঘাত ছিল—আত্মহত্যাকারীর পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন থাকিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, গাটী শীতল, সেই হেতু প্রতিপন্ন করিলাম ব্যক্তিটী ৫।৬ ঘণ্টা মরিয়া থাকিবে। যাহাহউক আমি আর অধিক পরিক্ষার অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া লাসটী জ্বালাইতে অনুমতি দিলাম।"

তৃতীয় সাক্ষী হরনাথ বাবু। তিনি বলিলেন, "গত ২১ ফাল্গুণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার মৃত খানসামা সাধুচরণ, অপরাধীকে আমার নিকট ধরিয়া আনে; সে বলে অপরাধী আমার গুজরপুরের দিঘীতে মাচ চুরি করিতেছিল, আমি সেই কারণ তাহাকে পর দিন সকালে পুলিষে পাঠাইবার জন্য আমার বাড়ীর নহবদখানার পার্শ্বের একটী ঘরে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখি। যখন সাধুচরণ তাহাকে ধরিয়া আনে ও অপরাধীর চৌর্য্যবৃত্তির কথা আমাকে জ্ঞাত করে, তখন অপরাধী তাহাকে কটূক্তি করিয়াছিল; এমন কি তাহার বাক্যে বিদ্বেষ ও জিঘাংসা ভাব দেখিয়াছিলাম। অপরাধী কোন্ সময়ে ও কিরূপে কারাগার হইতে পলায়ন করে তাহা আমি জানি না কিন্তু যে রাত্রে সে পলায়ন করে, সেই রাত্রেই আহত ব্যক্তির মৃত সংবাদটী আমি শ্রীনিবাসের নিকট হইতে শ্রবণ করি, ও অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিষে সংবাদ দিই। উপসংহারকালে আমি তাহাকে সেই দিন বাড়ীর

কোন সওদার জন্য এক খানি ৫০০৲ টাকার ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলাম; সে সেই টাকার অৰ্দ্ধেক লইয়া শ্রীনিবাসকে দিবে ও অপর অৰ্দ্ধেক লইয়া সওদায় যাইবে—ইহাই তাহাকে অনুমতি করি।”

চতুর্থঃ ব্যক্তি আমার অপরিচিত, সেই হেতু আমি তাহার নাম জানিতাম না; পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, যে রাত্রে আমি হরিচরণকে কারামুক্ত করিবার জন্য চাবির সন্ধানে তোষাখানায় গিয়াছিলাম, শুদ্ধ সেই রাত্রেই ইহাকে দেখিয়াছিলাম মাত্র। যাহাহউক ব্যক্তিটী বলিতে লাগিল, “আমি সাধুচরণের বন্ধু। গত শিবরাত্রের দিন, রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমি সাধুর নিকট তাষ খেলিতে গিয়াছিলাম। খেলা সাঙ্গ হইলে সাধু সেই রাত্রে ভোলানাথ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে শয়ন করিতে যায়। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ১১টা হইবে। সে বলে, কাল প্রত্যুষে উঠিয়া ভোলানাথের কোন আলাপী দোকান হইতে তাহার বাবুর জন্য কিছু সামগ্রী সওদা করিবে, সেই জন্য সে ভোলানাথের নিকট শয়ন করিবার কথা বলিয়াছিল। ভোলানাথের বাড়ী পানপুর—আমতা গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। পানপুর যাইতে হইলে ঐ “কেদোরজলার” মাঠ পার হইতে হয়। আমি দেখিয়াছিলাম সেই রাত্রে তাহার নিকট একখানি ৫০০৲ টাকার ব্যাঙ্কনোট ছিল। সাধুচরণ আমাকে বলিয়াছিল যে, ঐ নোটখানি তাহার বাবু তাহাকে দিয়াছেন, ইহার অৰ্দ্ধেক টাকা শ্রীনিবাসের নিকট রাখিয়া দিবে ও অপর অৰ্দ্ধেক লইয়া সে বাবুর জন্য সওদা করিতে যাইবে। সাধুচরণ বলিয়াছিল, এবার সওদা করিয়া তাহার কিছু থাকিবে। আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানিনা।”

অতঃপর বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ নামক এক জন ব্যক্তি সাক্ষ্যবেষ্টনে আনীত হইলেন। ইনি হরিচরণের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ হরিচরণ ইহার আত্মীয় ও অনেক দিনের পরিচিত। আমি পূর্ব্বে ইহাকে কখন দেখি নাই, সেই হেতু চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য শুনিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, ইনি বাসন্তিকার মেসো। যাহাহউক ব্যক্তিটী বলিতে লাগিলেন, “আমার বাড়ী দিলেকাস; হরনাথ বাবুর বাড়ী

হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ পথ হইবে। হরিচরণের সঙ্গে আমার কোন রূপ সম্পর্ক নাই, তবে বাসন্তিকা আমার ভায়রাভায়ের কন্যা। হরিচরণ তাহার বাড়ীতে বাস করিত মাত্র, সেই হেতু আমি উহাকে জানিতাম। এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি ও আমার পরিবার শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় আমাদিগের দ্বারে আঘাত হইল, জিজ্ঞাসা করাতে বাসন্তিকা ও তাহার মাতামহীর কণ্ঠস্বর পাইলাম। আমার পরিবার গিয়া তাহাদিগকে দরজা খুলিয়া দেয়। যখন তাহারা দুই জনে আমার গৃহে প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগের উভয়কেই ব্যাকুলিত দেখিয়াছিলাম। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা আমাকে হরনাথ বাবু কর্ত্তৃক হরিচরণের কারা-বন্ধের কথা জ্ঞাত করে, ও বলে, হরিচরণ কোন গুপ্ত উপায়ে কারাগার হইতে পলাইয়া আমাদিগের সহিত এইখানে মিলিত হইবে এবং কিছু দিন পরে আমরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে গিয়া বসতি করিব। হরিচণ যখন বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয় তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। সে আমাকে আপন পলায়নের কথা বলে, কিন্তু কি রূপে তাহা বলে নাই। আমি সে সময় তাহাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছিলাম। কুটীরে প্রবেশ মাত্রেই সে আমাকে এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট ও মোহর দেখাইয়াছিল। কত টাকা জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে ১৫০৲ টাকার কথা বলে—বাসন্তিকা ও তাহার মাতামহীকে আশ্রয় দিয়াছিলাম বলিয়া হরিচরণ বন্ধুত্ব ভাবে আমাকে ঐ টাকার অংশ দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি লই নাই, কারণ সে রাত্রে হরিচণের ন্যায় সামান্য লোকের নিকট অধিক টাকা দেখিয়া আমার মনে মনে সন্দেহ হইয়াছিল; যাহাহউক তাহাদিগের এরূপ পলায়নের তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন হরিচরণ আমার সহিত কথোপকথন করে, তখন তাহার কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার আরও সন্দেহ হইয়াছিল; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, হরিচরণ বিষণ্ণ হইয়া বলিল যে, "যে স্বর্গীয় দূতী আসিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শোণিত—আমার হস্তের বন্ধন কাটিতে গিয়া অন্ধকার ও অসাবধানতা বশতঃ তিনি আপন অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া

ছিলেন। বাসন্তিকা ও তাহার মাতামহী ঘাড় নাড়িয়া হরিচরণের বাক্যের পোষকতা করাতে আমি মনে করিলাম যে, হয়ত ইহার অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে—সেই হেতু আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। হরিচরণের উপস্থিত হইবার প্রায় দুই তিন ঘণ্টার পর আমার বাড়ীর চতুর্দ্ধার পুলিষের লোকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই হরিচরণ, বাসন্তিকা ও তাহার মাতামহী গ্রেপ্তার হইল।

বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের সাক্ষ্য হইয়া গেলে পুলিষের একজন জমাদারের সাক্ষ্য আরম্ভ হইল। জমাদার সাহেব বলিতে লাগিলেন, "আমি গত ২১ ফাল্গুণ তারিখে রাত্রি একটার পর রোঁদে যাই; সে রাত্রের রোঁদের খবর আচ্ছা, রোঁদ হইতে যখন আমি ফাঁড়ীতে ফিরিয়া আসি, তখন আমতা গ্রামবাসী হরনাথ বাবুর বাড়ীর একটী লোক আমাকে এই খূনের কথা জ্ঞাত করে ও বলে, "কেদোরজলার মাঠে লাসটী পড়িয়া আছে।" আমি শুনিবামাত্রই তদারকে চলিয়া যাই। যে স্থানে লাসটী পড়িয়াছিল সে স্থানটীর তিন দিক্ দিয়া তিনটী রাস্তা গিয়াছে, সেই জন্য চাষীরা তাহাকে তেমাত্রার মাঠও বলিয়া থাকে। লাসটী উবুড় হইয়া পড়িয়াছিল। আমি দেখিলাম ইহার পৃষ্ঠদেশে ছোরার আঘাত, ছোরাখানি প্রায় অর্দ্ধ হাত বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই হেতু বোধ হইল ব্যক্তিটী এক আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবে। তাহার কাছে একখানি ছোরা ও দুইটী টাকা পড়িয়াছিল, তাহা এই— আমি তৎক্ষণাৎ লাসটী মহিষরাখার কাছারীতে চালান দিয়া হরিচরণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ফাঁড়ী হইতে লোকজন লইয়া যাই। অনেক অনুসন্ধানের পর রাত্রি প্রায় ৪ চারিটার সময় তাহার সন্ধান পাই। দিলেকাস নিবাসী বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ নামক একজন ব্যক্তির বাড়ীতে হরিচরণ লুকাইয়াছিল; যখন আমরা বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলি, তখন হরিচরণ ও তাহার সহিত দুইটী স্ত্রীলোক খিড়্কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিতেছিল। আমি ইহাদিগের তিন জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া মহিষরাখার কাছারীতে পাঠাইয়া দি। যখন আমি অপরাধীকে গেরেপ্তার করি, তখন তাহার কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই ইহাকে খূনী বলিয়া নিশ্চয়

করিলাম। অপরাধীর নিকট সে সময় কতকগুলি নোট ও মোহর দেখিয়াছিলাম; তাহা সর্ব্বসামেধ ১৫২ টাকা হইবে; বোধ হয় আরও অধিক টাকা তাহার নিকট ছিল, অপরাধী খরচ করিয়া থাকিবে।"

এস্থলে জজ্ ও জুরী মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা হইল যে, হরিচরণের আনুষঙ্গিক দুইটী স্ত্রীলোকের কোন সাক্ষী না পাওয়াতে নিম্ন-আদালত হইতে তাহারা খালাস পাইয়াছে, সেই হেতু শুদ্ধ হরিচরণ "সেসন্" আদালতে সোপরদ্দ হইয়াছেন।

এইরূপে একে একে আরও অনেকের সাক্ষ্য লওয়া হইল, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, আহত ব্যক্তি জীবদ্দশায় হরিচরণের পরম শত্রু ছিল, কারণ সে অপরাধীর প্রণয়পাত্রী বাসন্তিকাকে অপহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গোবিন্দ চৌধুরীর সাক্ষ্যে এ বিষয় সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল। এক দিন তিনি ও তাহার একজন বন্ধু অশ্বারোহী হইয়া বাসন্তিকার বাড়ীতে সাধুর সহিত অপরাধীকে কলহ করিতে দেখিয়াছিলেন, এ বিষয়ও জ্ঞাত করা হইল; সংক্ষেপে সাক্ষীদিগের জবানবন্দী ও "করোনারের" সাক্ষ্য দ্বারা হরিচরণ নিশ্চয়ই খূনী বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

অতঃপর হরিচরণের বিপক্ষে একজন কাউন্সলী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জজ্ ও জুরীমহাশয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাসন্তিকার জন্য যে, সাধুচরণ অপরাধীর কোপে পড়িয়া খূন হইয়াছে, ইহা সাক্ষীদিগের জবানবন্দী দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইল; এতদ্ব্যতীত অপরাধী সাধুচরণকে খূন করিবার দুই চারি ঘণ্টা পূর্ব্বেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ ও জিঘাংসা ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, হরনাথ বাবুর সাক্ষ্যের দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে, অতএব অপরাধী যে হরনাথ বাবুর বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াই সাধুকে হত্যা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাধুচরণ যে সময় ভোলানাথের; বাড়ী যাইবার জন্য বা তাহার স্বামীর প্রদত্ত নোটখানি ভাঙ্গাইবার কারণ বাড়ী হইতে বহির্গমন করে, সে সময় অপরাধী হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাবিবন্ধ ছিল, কি না? সাক্ষীদিগের জবানবন্দীর আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে

ইহাও এক প্রকার নিশ্চয় করা যায় যে, সে সময় অপরাধী হরনাথ বাবুর বাড়ীতে কারবদ্ধ ছিল না; কারণ অপরাধী যে সময় দিলেকাসনিবাসী বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে গমন করে, সে সময় রাত্রি প্রায় তিনটা, এইটী বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের জবানবন্দী দ্বারা জানা জাইতেছে; এক্ষণে বক্তব্য এই যে, হরনাথ বাবুর বাড়ী হইতে "দিলেকাস" প্রায় ৪ ক্রোশ পথ; একজন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া দ্রুত পলায়ন করিলে ঐ চারি ক্রোশ পথ অনায়াসেই তিন ঘণ্টায় গমন করিতে পারে; অতএব উক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের জবানবন্দী দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অপরাধী সেই দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় হরনাথ বাবুব বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ সাধুচরণের বন্ধুর সাক্ষ্য দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, উক্ত সাধুচরণ সেই দিন রাত্রি সাড়ে ১১ টার সময় পানপুর নিবাসী ভোলানাথ নামক এক জন ব্যক্তিব বাড়ীতে যাইতেছিল; এক্ষণে দেখা উচিত যে, "প্যানপুর" গ্রাম যাইতে হইলে "কেদোরজলার মাঠ" ব্যতীত আর অন্য কোন পথ নাই সুতরাং তাহাকে সেই সময় কেদোরজলার মাঠের উপর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। এদিকে অপরাধী যখন কারাগার হইতে দিলেকাসে পলায়ন করে, তখন এটী কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে যে, সে জানিত পথ দিয়া গমন করিবে, কারণ তাহা হইলে হরনাথ বাবুর লোকদিগের দ্বারা সহজেই ধৃত হইতে পারে; অতএব ইহাও সম্ভবনীয় যে, অপরাধী রাজপথ দিয়া গমন না করিয়া "কেদোরজলার" মাঠ পার হইতেছিল, তখন রাত্রি দুই প্রহর; সুতরাং তাহারা যে উভয়ে একস্থানে সাক্ষাৎ পাইবে এবং অপরাধী যে, এই সুযোগে তাহার শত্রু সাধুচরণকে খুন করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? উপসংহারকালে বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ ও পুলিষের একজন জম্মাদারের সাক্ষ্য দ্বারা এবিষয় আরও প্রমাণীকৃত হইল। বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, "যখন অপরাধী তাহার বাড়ীতে গমন করিয়াছিল তখন তাহার কাপড়ে রক্তের চিহ্ন ও তাহার নিকট কতকগুলি টাকা দৃষ্ট হয়;" জমাদারও উহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, অতএব অপরাধী যে নিশ্চয়ই খুনী তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কাউন্সলী

সাহেব এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া নিরপরাধী হরিচরণকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

হরিচরণ আপন মকদ্দমা রক্ষা করিবার জন্য যে কাউন্সলী নিযুক্ত করিয়াছিল, তিনি যদিও তাহার মক্কেলকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোন ফলদায়ক হইল না, কারণ হরিচরণরে খুনটী যেরূপ অবস্থানুযায়ীক প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কাউন্সলীর বাক্যগুলি কাল্পনিক ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় নাই। তিনি বলিলেন, "অপরাধী যে হরনাথ বাবুর বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কেদোরজলার মাঠ দিয়া দিলেকাসে গমন করিবে ইহা কখনই সম্ভবনীয় নহে; কারণ উক্ত পথ দিয়া গমন করিলে দিলেকাসে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন ক্রমেই যাওয়া যাইতে পারে না; আর পারিলেও ইহার এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না যে, অপরাধী নিশ্চয়ই কেদোরজলার মাঠ দিয়া গমন করিয়াছিল; শুদ্ধ সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া একজন ব্যক্তিকে এরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী করা কখনই যুক্তিসম্মত নহে। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধীর সাধুচরণের উপর ক্রোধ ছিল সত্য কিন্তু সেই হেতু যে, সে একবারে তাহাকে খুন করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না, গোবিন্দ চৌধুরীর সাক্ষাৎ হরিচরণ যে বাসন্তিকার বাড়ীতে সাধুর সহিত কলহ করিয়াছিল সেটী শুদ্ধ কলহমাত্র, তাহাতে অপরাধীর কোন প্রকার জীঘাংসা ভাব প্রকাশ পায় নাই। হরনাথ বাবুর সুশীলা নাম্নী এক জন পরিচারিকা সেই স্থানে উপস্থিত ছিল— সেই ইহার আদ্যোপান্ত অবগত আছে। অনুসন্ধান দ্বারা জানা হইয়াছে যে, সুশীলা হরিচরণের উপর সাধুর অত্যাচার দেখিয়া এবিষয় তাহার মাঠাকুরাণীকে জ্ঞাত করে; এবং হরনাথ বাবু কর্ত্তৃক তাহাকে কারাবদ্ধ হইতে দেখিয়া সেই রাত্রেই হরিচরণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। সুশীলা তাহার পর হইতে যে কোথায় গিয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যাহাহউক প্রতিবাদীর কাউন্সলীর দ্বারা হরিচরণের কাপড়ে যে রক্তের চিহ্ণ কথিত হইল, তদ্বিষয় বক্তব্য এই যে, হরনাথ বাবু অপরাধীর হাত পা বন্ধন করিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন,

সুশীলা ঐ বন্ধন মোচন করিতে গিয়া ছুরিকা দ্বারা আপন অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়াছিল এবং সেই কারণ সেই রাত্রে অপরাধীর কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে গিয়া অপরাধী যে নোট ও মোহর দেখাইয়াছিল, তাহা সুশীলা হরনাথ বাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে তাহাকে প্রদান করে।" এই রূপে একে একে যথার্থ বৃত্তান্তগুলি সমস্তই কথিত হইল, কিন্তু পাঠক মহাশয় জানিবেন এতাবৎ সমস্তই কাল্পনিক ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না।

এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কবিতর্ক দ্বারা সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুই চারি স্থানে বাতির আলো প্রদীপ্ত হইলে বিচারগৃহটী আলোকময় হইল, কিন্তু গৃহের দীর্ঘতা ও বিস্তার প্রযুক্ত চতুর্দ্দিক একপ্রকার অর্দ্ধ-অন্ধকারময় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। পাঠক মহাশয়! আমি একাল পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করি নাই, জয়চাঁদ বাবুর পরিচারিকার সহিত আপন পাল্কীর দ্বার বদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। অনেকক্ষণেরপর কাউন্‌সিলী সাহেবদিগের তর্কবিতর্ক দ্বারা হরিচরণ খূনী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইল।

আমি যে সময় অবলম্বন করিয়া আপন জীবন বৃত্তান্ত লিখিতেছি, সে সময়ে হুগলীর আদালতে "বেলী" সাহেব নাম এক জন প্রধান বিচার-পতি ছিলেন। ইহাকে দেখিতে প্রবীণ, বিবেচক ও চিন্তাশীল; এই শোচনীয় মোকদ্দমাটীর বিচারকার্য্যের সমস্ত সময়েই আমি তাহাকে বিষণ্ণ-চিত্ত দেখিয়াছিলাম। যাহাহউক তিনি কিয়ৎক্ষণের পর জুরীদিগের হস্তে মোকদ্দমাটী অর্পণ করিলেন।

এক্ষণে আদালত নিস্তব্ধ! নীরব!! এমন কি দ্রষ্টা ও শ্রোতৃবর্গের নিশ্বাস প্রশ্বাসেরও সাড়া নাই; যদিও সকলই এক প্রকার জানিয়াছিল যে, হরিচরণ এই গুরুতর অপরাধের জন্য জনমের মত এ পৃথিবী হইতে বিদায় হইবে, তত্রাচ জুরীদিগের শেষ যুক্তি জানিবার জন্য সকলই উৎসুক হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। জুরীরা অনেক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর কানে কানে কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

নিরপরাধী হরিচরণ এখনও হস্তবদ্ধ হইয়া কাষ্ঠবেষ্টনে দণ্ডায়মান;

তাহার মুখখানি শুষ্ক ও মলিন—আপন অদৃষ্টের শেষ মুক্তি জানিবার জন্ত উৎসুক!! আহা! এ সময় কি তাহার সেই নিরপরাধিনী বাসন্তিকাকে একবার মনে হয় নাই?—তাহার অন্তরে কি এরূপ উদয় হয় নাই যে, সে যদি রাজদণ্ডের অনুগামী হইয়া এ পৃথিবী হইতে বিদায় হয়, তাহাহইলে তাহার সেই জীবনসর্ব্বস্ব বাসন্তিকার অদৃষ্টে কি হইবে?

যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে জুরীরা আপন সম্মতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আদালত পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর ও নিস্তব্ধ! এমন কি বোধ হয় একটী সূচিকা পতনের শব্দ হইলেও শ্রুতিগোচর হইত। যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে জজ্‌বাহাদুরের এক জন কর্ম্মচারী জুরীদিগের মীমাংসাপত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্তই পঠিত হইল—একে একে সকল সাক্ষীদিগের জবানবন্দী ধরিয়া হরিচরণের খুনটী প্রমাণীকৃত হইল এবং অবশেষে গিল্টী (Guilty) এই বজ্রসম নিদারুণ বাক্যটী সর্ব্বসমক্ষে উচ্চারিত হইল।

শুনিবামাত্রই হরিচরণের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং অভাগা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্যপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। পাঠক মহাশয় এরূপ সময়ে হরিচরণের আন্তরিক অবস্থা কি রূপ তাহা বর্ণনা করা আমার এই সামান্য লেখনীর কর্ম্ম নহে। যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে হরিচরণ অকস্মাৎ আপনা আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিযা পাগলের ন্যায় অনন্যমনে দণ্ডায়মান রহিল—তাহার নয়নদ্বয় হইতে জীবনের শেষ অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল—ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল—মুখাবয়ব প্রাণের আশঙ্কায় শুষ্ক ও মলিন ভাব ধারণ করিল। জজ্‌ বেলীসাহেব একটী কাল দুঃখশোচক টুপি মস্তকে ধারণ করিয়া হরিচরণকে বলিলেন, "তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহা এই সময়ে বলিতে পার।"

হরিচরণ সাশ্রু-নয়নে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি যে, আমি ইহার কিছু মাত্র অবগত নহি; যদি মনুষ্য আপন হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেখাইবার অধিকার পাইত, তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণ এরূপ জঘন্য কর্ম্ম হইতে কতদূর অন্তর্হিত তাহা দেখাইতাম;

কিন্তু যাহাইহউক সত্য কখন অপ্রকাশ থাকিবার নহে, অবশ্যই এক দিন না এক দিন আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ হইবে—অবশ্যই এই সৌরজগৎ যে কোন সময়েই হউক আমার এরূপ অকারণ মৃত্যু স্মরণকরিয়া ক্রন্দন করিবে—অবশ্যই আদালতের এই অবিচারটী কাল সহকারে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মাবতার! আমি জানি আমি নির্দ্দোষী, কিন্তু যে রূপ অবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া আমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছি, তাহাতে কখনই আমাকে নির্দ্দোষী বলা যাইতে পারে না এবং বোধ করি আমি যদি জুরী-দিগের আসনে উপবিষ্ট হইতাম এবং এইরূপ অবস্থানুবর্ত্তী হইয়া যদি অপর কেহ আমার ন্যায় কাষ্ঠ-বেষ্টনে আনীত হইত তাহা হইলে আমিও মুক্তকণ্ঠে তাহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতাম; কিন্তু যাহাহউক আমি নির্দ্দোষী হইলেও এক্ষণে দোষী, কারণ আমার এমন কেহ সাক্ষী নাই যে, আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করে। আমি যে সময় হরনাথ বাবুর বাড়ীর কারাগার হইতে পলায়ন করি, সে সময় আমার নিকট আর কেহই ছিল না, শুদ্ধ একমাত্র হরনাথ বাবুর পরিচারিকা, "সুশীলা।" যখন বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ আমাকে কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি সেই সুশীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া-ছিলাম যে, "যে স্বর্গীয় দূতী আসিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া-ছেন, ইহা তাহারই শোণিত," কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুশীলা সেই রাত্রি হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, হয় সুশীলা কোন বিপদে পড়িয়া থাকিবে, কিম্বা আমার দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য কেহ তাহাকে লুকায়িত করিয়াছে, নতুবা তাঁহার ন্যায় পরহিতৈষিণী আমার এরূপ বিপদ শুনিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। হে জগদীশ্বর! আমি যদি যথার্থ নিরপরাধী হই—আমার অন্তকরণ যদি এক মুহূর্ত্ত কালের জন্য তোমার পদসেবা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত কর। সুশীলা! তুমি কোথায়? একবার এসময় আসিয়া আমাকে দেখা দও, যেরূপ করুণা-হৃদয়ে আমাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে, সেই রূপ

এক বার আসিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।” এই রূপ বলিতে বলিতে হরিচরণ উচ্চৈঃস্বরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ পাল্কীর ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “ভয় নাই—এই আমি আসিয়াছি।”

আমি প্রকাশ হইবামাত্রই আদালত শুদ্ধ সকলই বিস্মিতভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। হরিচরণ আমাকে দেখিয়া অধৈর্য্য ভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “এই সেই সুশীলা!—সেই পরহিতৈষিণী স্বর্গীয় দূতী!!—হে জগদীশ্বর! তোমার দয়ার শেষ নাই—করুণার সীমা নাই; তুমি যে অনাথের নাথ, সত্যের আধার, ধর্ম্মের সেতু, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ।” এই রূপ বলিয়া হরিচবণ অধৈর্য্যভাবেও সাশ্রুনয়নে কাঁদিতে লাগিল।

এসময় সকলই নিস্তব্ধ—নীরব, সকলই বিচলিত। জুরী—জজ—দ্রষ্টা—শ্রোতা সকলেরই ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণভাব, এমন কি জুরীদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকেও অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছিলাম। যাহাহউক আমি পাল্কী হইতে বহির্গত হইবামাত্রই পুলিষের এক জন জমাদার আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরক্ষণেই হরিচণের কাউন্সলীর নিকট গিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া দিলেন, বিচারপতিকে সেই বিষয় গোপনে জ্ঞাত করিবামাত্রই আদালতের এক জন কর্ম্মচাবী অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিযা উঠিল, “কাহাকেও আদালত হইতে এক্ষণে বাহির হইতে দিও না।—আদালতের দ্বার বন্ধ কবিয়া দাও এবং শ্রীনিবাস ও সাধুচরণের বন্ধুকে গ্রেপ্তাব করা হউক।”

বিচারালয় হইতে এই রূপ আদেশ হইবামাত্রই সকলই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। হরিচরণ, এতাবৎকাল নিস্তব্ধভাবে ছিল—আদালতের এই রূপ আজ্ঞা শুনিবামাত্রই বলিয়া উঠিল, “কি সর্ব্বনাশ! সাধুচরণের বন্ধু!!”

পরক্ষণেই শ্রীনিবাস ও তাহার বন্ধু ধৃত হইল। হরিচরণের কাউন্সলী বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,” ধর্ম্মাবতার! যদিও আমি হরিচরণের ঘটনার প্রকৃত অবস্থা আদালতকে একবার জ্ঞাত করিয়াছি, প্রাচ প্রার্থনা, ঐ সমস্ত এক বার সুশীলার নিজ মুখ হইতে ব্যক্ত হয়।”

বিচারপতি কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইলে আমি প্রথানুসারে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে লাগিলাম, “ধর্ম্মাবতার—জুরী ও শ্রোতৃবর্গ! অদ্য এই শোচনীয় মকদ্দমার নিগুঢ় তত্ত্ব আমার দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে; যেহেতু আমি ইহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তটী বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছি। যদিও স্বর্গীয় ব্যক্তির নিন্দা করা যুক্তিসম্মত নহে, তত্রাচ এরূপ অবস্থায় গোপন করিলে এক জনের জীবনসংহার-রূপ গুরুতর দোষে দোষী হইতে হয়। স্পষ্ট বলিতে কি হরিচরণ ইহার কোন দোষে দোষী নহে। যদিও হরিচরণ সাধু কর্ত্তৃক নানারূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল সত্য এবং তাহার প্রতি হরিচরণের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল কিন্তু আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, তাহাতে হরিচরণকে কখনই অপরাধী বলা যাইতে পারে না।” এই রূপ বলিয়া আমি আদ্যোপান্ত সমস্তই বলিতে লাগিলাম। হরিচবণ কিরূপে বৃথা চৌর্য্যাপবাদে হরনাথ বাবুর সমীপে আনীত হয়—কিরূপে আমি কাছারীগৃহের চাবির ছিদ্র দিয়া হরনাথ বাবু, শ্রীনিবাস ও সাধুচরণের গুপ্ত কথোপকথোন গুলি শ্রবণ করি—হরনাথ বাবু সাধুচবণকে কতটাকা দিয়াছিলেন আর কেনই বা ঐ টাকা তাহাদিগকে অংশ করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন; কি জন্যই বা শ্রীনিবাস ও সাধুচরণ ঐ টাকা অংশ করিবার জন্য একটী স্থান উপলক্ষ্য করিয়া গমন করিবার পরামর্শ করিয়াছিল, এতাবৎ সমস্তই সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলাম এবং উপসংহার কালে বলিলাম, আমি মাঠাকুরাণীকে হরিচরণের নির্দ্দোষিতা উল্লেখ কবিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলাম তিনি আমারই আদেশানুযায়ীক হরিচরণকে ছয় খানি ২০্ টাকার ব্যাঙ্ক নোট ও দুইটী স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পরক্ষণেই হরিচরণের স্বপক্ষেব কাউন্সলী গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমস্ত টাকা গুলির সংখ্যা করতঃ বলিতে লাগিলেন, “ধর্ম্মাবতার! এই দেখুন, সেই দুইটী মোহর ও ছয় খানি নোট; সুশীলা যাহা উল্লেখ করিল, তাহা সমস্তই ঐক্য হইতেছে।”—আদালতের সমস্ত লোক বিস্মিতভাবে টাকা—গুলি দৃষ্টি করিতে লাগিল!

আমি পুনরপি বলিতে লাগিলাম, “হরিচরণকে আমিই রাত্রি দুই প্রহরের

তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। তাহার হাত পা রজ্জুবদ্ধ ছিল, সেই কারণ আমি ছুরিকাদ্বারা তাহা ছেদন করিতে গিয়া আপন অঙ্গুলি কাটিয়াছিলাম—সেই হেতু হরিচরণের কাপড়ে রক্তের চিহ্ন লাগিয়াছিল। যে সময় হরিচরণ কারামুক্ত হইয়া চলিয়া যায়, সে সময় আমি মাঠাকুরাণীর প্রদত্ত টাকাগুলি আনিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিয়া, হরিচরণকে একটী বৃক্ষ মূলে অবস্থিতি করিতে আদেশ করি এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই টাকা লইয়া নির্দ্ধারিত স্থানে গিয়া তাহাকে প্রদান করি। বাসন্তিকাও তাহার মাতামহী বিপিনকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে গিয়াছিল বলিয়া আমিই তাহাকে দিলেকাসে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। হরিচরণকে বিদায় করিয়া আমি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করি সে সময়ে শ্রীনিবাস ও তাহার সহিত অপর এক জনকে দেখিতে পাই। ইহারা আমাকে আক্রমণ করিয়া এক খানি শকটের ভিতর পুরিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই শ্রীনিবাস খুনের কথা উল্লেখ করিয়াছিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে বলিয়াছিল যে, "তোমাকে যদি খুন করিতে বলিব তাহা হইলে এরূপ গাড়ীর ভিতর আনিব কেন?"

এই রূপ বলিতে না বলিতে অকস্মাৎ আমার পশ্চাদ্দেশে একটী উচ্চ ও গম্ভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল—"হে জগদীশ্বর! তুমি আমার দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য সুশীলাকে এস্থানে আনীত করিয়াছ—" পরক্ষণেই দেখিলাম সাধুচরণের বন্ধু পাগলের ন্যায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দ্রুতপদে বিচারপতিদিগের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আমিই দোষী; সামান্য ধনের লোভে ও শ্রীনিবাসের পরামর্শে আমি আমার পরম বন্ধু সাধুচরণকে খুন করিয়াছি; আমাকে আপনারা দণ্ড দিউন—আমাকে এই দারুণ হৃদয় যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন।" এই রূপ বলিয়াই সাধুচরণের বন্ধু পাগলের ন্যায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। আদালত শুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ ও বিস্মিতভাবে তাহাকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।